আজকাল প্রকাশন ২.২০ টাকা

খেলা

২৭ জুন ১৯৮৬



অপ্রতিরোধ্য দিয়েগো মারাদোনা





পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

স্ক্যান ঃ অভিজিৎ ব্যানার্জি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com


কাহিনী ও উপস্থাপনা 'দি টীম'
সানি
৮২
শিল্পী: মানস চৌধুরী
সহকারী: কানাই: অংশুমান. বৃন্দা
সহযোগিতায়: বগন, সুশান্ত, নারাণ
প্রস্তুত হচ্ছে বোম্বাই পঞ্চম তথা শেষ টেস্টের জন্য। খেলার ঠিক আগের রাতে সানি এক অদ্ভুত সুন্দর স্বপ্ন দেখলেন দেখলেন তার সেই ছেটুবেলা থেকে প্রিয় নায়ক ছত্রপতি শিবাজী ঘোড়ায় চড়ে খোলা তলোয়ারটা উঁচিয়ে সানিকে বলছেন
...বীরের রক্তের দাম...
...তোমাকে দিতেই হবে।
পিছু হঠায় দোষ নেই কিন্তু
আবার আক্রমণে ফিরে এসো
এই হল রণকৌশল
আর একটা বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা সিংহকে থাবায় থাবায়...
৭৭র ১১ ফেব্রুয়ারি বোম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে শুরু হল পঞ্চম টেস্ট। বেদি আবার টসে জিতলেন। ভারত ব্যাটিং নিল। ক্রিজে যাওয়ার পথে গত রাতের স্বপ্নটা সানির সামনে আবার ভেসে উঠল দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরলেন ব্যাটের হাতলটা ব্যাটটাকে আজ মনে হচ্ছে একটা খাপ খোলা তলোয়ার, মানে দিনটা আজ আমারই
সোনালী সূর্যের আলোয় স্বপ্ন সম্ভব প্রতীকের পরিচয় ক্রমশই প্রকাশিত হতে থাকল। বীরের এই রক্তস্রোত আর গেরুয়া সাদা ও সবুজ নিশানটির মর্যাদা রক্ষায় মরীয়া গাভাসকার নামক ব্যাঘ্রটি আটঘাট বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ল ব্রিটিশ সিংহটির ঘাড়ে। প্রতিশোধের আকণ্ঠ পিপাসায় গর্জনে —
হুংকারে থাবায় আঘাতে সমস্ত আক্রমণ ভীম বলে চূর্ণ করে থামলেন দুর্নিবার ১০৮ রানের রাজকীয় গরিমায়। বাঘের হাওয়া লাগল ব্রিজেশের ব্যাটেও। ৮৩ রানের এক দুর্দ্দম দাপট দেখিয়ে তিনিও জানালেন ভারতীয় বাঘের শক্তি ব্রিটিশ সিংহের থেকে কোনও অংশে কম নয় অবশেষে, ৩৩৮ এ থামল ভারতীয় গর্জন।
কিন্তু প্রত্যাঘাতের স্পৃহা নিয়ে ফিরে এল ব্রিটিশ সিংহরা। অ্যামিসের ৫০ ব্রিয়ারলির ৯১ আর গ্রেগের ৭৬ র সহযোগে ৩১৭ রানের হুঙ্কারে তারাও ঘোষণা করলেন 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব' এবার বেদি, চন্দ্র ও প্রসন্নর থাবায় এল যথাক্রমে চার, দুই ও চারটি করে শিকার।
© MANASH

খেলা

২৭ জুন বর্ষ–৫ সংখ্যা ১৯
আজকাল প্রকাশনের খেলার কাগজ

সম্পাদক : অশোক দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদের ছবি : অমিয় তরফদার
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা স্বপন রায়
অন্যান্য ছবি : শান্তি সেন, প্রদীপ সোম, জহর রায়, শ্রেনিক শেঠ, রাজা ধর, সুমন চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ সাধু, সদ্যুৎ দে, অমিয় তরফদার এবং এস এস কাজিলাল

প্রচ্ছদে দিয়েগো মারাদোনা



আন্তর্জাতিক ফুটবলের সংগে যেদিন থেকে আমার পরিচয় অথবা বলা যাক চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা আমার যেদিন থেকে, শিল্পী ফুটবলার বলতে জর্জবেস্ট, পেলে এবং জোহান ক্রুয়েফকেই পেয়েছি। শুধু আমি কেন, শিল্পী ফুটবলার হিসাবে এই তিনজনকেই গোটা বিশ্ব মেনে নিয়েছে। এই তিন জনের মধ্যেই ছিল বল ধরে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা। কিন্তু পরবর্তীকালে শিল্প সৌন্দর্য আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে ক্রমশ হারিয়ে যেতে শুরু করল। এই অবস্থা আন্তর্জাতিক ফুটবলে এর আগেও এসেছে। পেলে, জর্জবেস্টদের পর আমরা পেয়েছিলাম ক্রুয়েফকে – মাঝখানটা ছিল শূন্য। ক্রুয়েফ চলে যাওয়ার দশ-বার বছর পর আমরা পেলাম মারাদোনাকে।

একা একটি ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেওয়ার ক্ষমতার অধিকারী মারাদোনা বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফুটবল শিল্পী। বিরাশি বিশ্বকাপেই মারাদোনা তা প্রমাণ করেছিল। শিল্পীর ক্ষমতার কাছে অন্ততঃ কিছু ক্ষেত্রে গাণিতিক নিয়মও বশ্যতা স্বীকার করে – মারাদোনা তার প্রমাণ এই ছিয়াশিতেও রেখেছে। বিশেষজ্ঞদের গম্ভীর আলোচনায় যখন আমরা বুঝতে বসেছিলাম, শিল্প বোধহয় ফুটবল থেকে বিদায় নিচ্ছে, ঠিক তখনই মারাদোনার আবির্ভাব। এবং তার ফুটবল আমাদের ভুল ভেঙে দিয়েছে। মারাদোনা ফুটবলকে বিদায় জানানর পর ফুটবল-শিল্পের আশায় আমাদের যে কতদিন অপেক্ষায় থাকতে হবে কে জানে।

সুরজিৎ সেনগুপ্ত

প্রতাপকুমার রায় কর্তৃক কম্পু-কম্পোজিং অ্যান্ড প্রিন্টিং (ক্যালকাটা) প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৬ রাজা রামমোহন সরণী, কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত এবং মুদ্রিত। ফোন : ৩৫-৩৬৭২, ৩৫-৫৩০২, ৩৫-৫৪৮৪

দাম ২ টাকা ২০ পয়সা। বিমান মাশুল-ত্রিপুরা, প্রতি কপি ২০ পয়সা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যস্থানে ২৫ পয়সা।

বিশ্বকাপ : এক নজরে
প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল

মেক্সিকো – ২ (নেগ্রেতে, সার্ভিন)	বুলগেরিয়া – ০
বেলজিয়াম – ৪ (সিফো, কিউলেমানস ডি'মল ও ক্লাসেন)	সোবিয়েত ইউনিয়ন – ৩ (বেলানভ হ্যাটট্রিক)
আর্জেন্টিনা – ১ (পাসকুলি)	উরুগুয়ে – ০
ব্রাজিল – ৪ (সক্রেটিস, পেনাল্টি, জোসিমার, এডিনহো, কারেকা-পেনাল্টি)	পোল্যান্ড – ০
ফ্রান্স – ২ (প্লাতিনি, স্টোপিরা)	ইতালি – ০
পঃ জার্মানি – ১ (লোথার মাথাউস)	মরক্কো – ০
ইংল্যান্ড – ৩ (লাইনকার–২, বিয়ার্ডলে)	প্যারাগুয়ে – ০
স্পেন – ৫ (বুত্রাগুয়েনো-৪, গোইকোয়েচ্চা)	ডেনমার্ক – ১ (জেসপার ওলসেন)



এ সুখ সকল ভারতবাসীর!

আমাদের সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে কপিলের নেতৃত্বে 'ক্রিকেটের মক্কা' লর্ডসে ভারত মধুর জয়ের মুখ দেখল। স্মরণীয় হয়ে থাকল কপিলের ২১ তম টেস্টম্যাচ। লর্ডসের মাঠে শ্যাম্পেনের ফোয়ারা ছুটিয়ে কপিল সহ সকল ভারতীয় ক্রিকেটাররা যখন আনন্দে, উচ্ছ্বাসে মধুর হাসি হাসছেন তখন কি সেই আনন্দ – উচ্ছ্বাসের ঝর্ণাধারায় আমরাও সিক্ত হই নি? এ আনন্দ এ সুখ সকল ভারতবাসীর।

"জাগিয়া উঠেছে প্রাণ, ওরে উথলি উঠেছে বারি,
প্রাণের বেদনা, প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।"

তবু আজ বোধহয় সবচেয়ে আনন্দিত কপিলদেব। কারণ যারা তাঁর ক্যাপ্টেনশিপ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তাদের যোগ্য জবাব দেবার জন্য এ জয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। অভিনন্দন ক্যাপ্টেন কপিল ও তাঁর সহযোদ্ধাদের।

মৌসুমী চৌধুরী,
চৌধুরী বাজার,
বর্ধমান।

এ জয় শুধু কপিলের জয়!

জয় অবশেষে করায়ত্ব। প্রমাণিত হল কপিলদেবের অধিনায়কত্বেও ভারত টেস্ট জিততে পারে। এবার-তাহলে কি ক্যাপসকে নিকৃষ্টতম, নিকৃষ্টতর কিংবা নিকৃষ্ট অধিনায়ক বিশেষণে ভূষিত করা যাবে না? ভূষিত না করা গেলেই মঙ্গল। লর্ডস টেস্টে 'অধিনায়ক কপিল' সফল কিন্তু এমন কোন সিধান্ত অধিনায়ক হিসাবে তিনি নেননি যা চূড়ান্ত প্রশংসার যোগ্য এবং যা খেলার ফল ভারতের অনুকূলে টেনে এনেছে।

সে যাই হোক, মরার উপর খাড়ার ঘা দিয়ে কপিলদেব চোদ্দবছর পর আবার ভারতের বিজয় পতাকা ইংল্যান্ড-এর বুকে ওড়ালেন। প্রমাণ করলেন, ইংল্যান্ডের মাটি তাঁর সৌভাগ্যের প্রতীক। সমস্ত সমালোচনার জবাব ওখানে গিয়েই দিতে ভালবাসেন। নতুন এক অধ্যায় রচিত হল। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে লর্ডসে একাদশতম টেস্টে ভারতের জয়লাভ অবশ্যই এক ঐতিহাসিক। ঘটনা।

খেলোয়াড় কপিলকে অভিনন্দন। প্রথম ইনিংসে ব্যর্থ হলেও দ্বিতীয় ইনিংসে আপন মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন। দলের স্বার্থে, নিজের স্বার্থে কপিলের বোলিং ফর্মটা ফিরে পাওয়া একান্তই-প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া ইংল্যান্ডের এই আবহাওয়ায় বল হাতে কপিলের সফল না হওয়াটাই অস্বাভাবিক। জয়ে দলের সবারই সমান কৃতিত্ব তবু আমি বিশেষকরে মনে রাখব বেংগসরকার, কপিলদেব, মহিন্দার, চেতন, কিরণ এবং মণিন্দরের নাম। বল হাতে মণিন্দরের কৃপনতা অবিস্মরণীয়। কিরণ খেললেন অনেকদিনের পুরোনোর মত। সীমিত দক্ষতায় চেতন সচেতন করলেন ভারতীয় ক্রিকেটের এককালীন গুরুকে। মহিন্দার প্রমাণ করলেন বয়স কোন ব্যাপার নয়। কপিলদেব, ইংল্যান্ড নায়ক মৃত ক্রিকেট দলটির দেহে বল দিয়ে পোস্টমর্টেম। করলেন। ঘোষণা করলেন – ক্রিকেটার কপিল ছিলেন, আছেন এবং থাকবেও বেশ কয়েকবছর। মাঝের কয়েকটি সিরিজে তুলনামূলক ব্যর্থতা সাময়িক। বেংগসরকার বোঝালেন, গাভাসকার, বিশ্বনাথের পর ভারতীয় ক্রিকেটে যে নামটি এসে পড়ে সেটি হল বেংগসরকার।

অনেকদিন পর ভারত টেস্ট জিতল। খরাপিড়িত আফ্রিকানদের মুখে খাবার যে আস্বাদন এনে দেবে, কপিল এ্যান্ড কোং আমাদের সেই আস্বাদন এনে দিলেন। কিন্তু সত্যিই ছিলেন কি? কই, আনন্দে ত উজ্জ্বল হতে পারছি না? তবে কি কপিল ভাল খেললে প্রশংসা, খারাপ খেললে নিন্দা করি এবং অধিনায়ক কপিলের দোষত্রুটি তুলে ধরি বলেই জয়ের আনন্দ উপভোগ করতে পারছি না? অনেক প্রশ্ন। উত্তর দেবার কেউ নেই। মনে হচ্ছে – এ জয় শুধু কপিলের জয়। কি জানি, এদিন 'আজি কোন ঘরে গো দিল দ্বার' আবার এও অজানা, আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সকল হলো কার? কপিলের না আমাদের?

অতনু ব্যানার্জি,
হুড়াব্লক, পুরুলিয়া

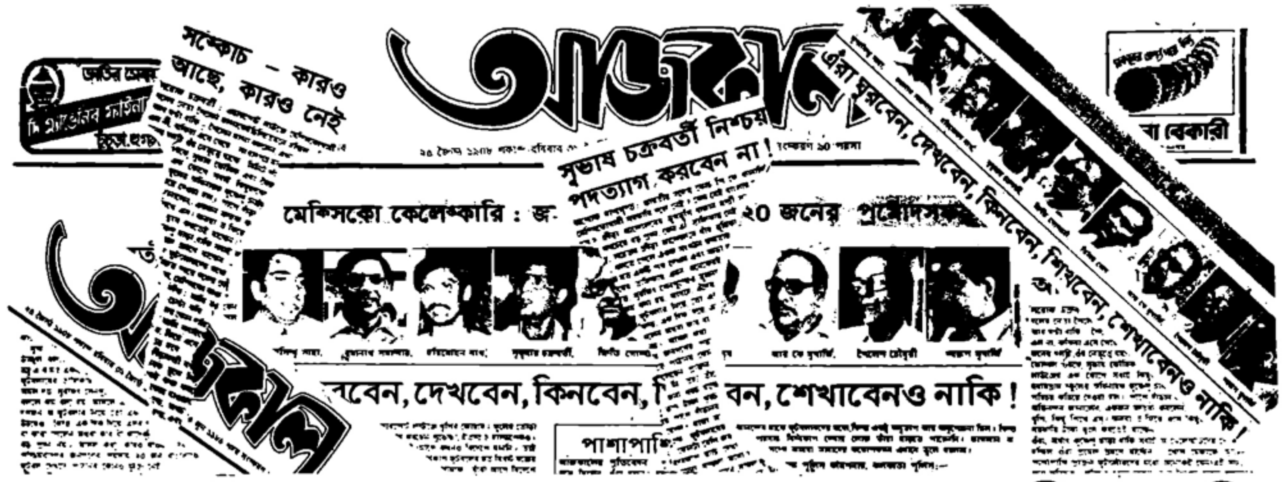
আমরা চাই আরও অনেক অনেক জয়

অবশেষে কপিলদেবের নেতৃত্বে ভারত লর্ডসের মাঠে টেস্টজয়ের প্রথম স্বাদ পেল দীর্ঘ ৫৪ বছর পর। সেই সঙ্গে অধিনায়ক হিসেবে কপিলদেব এই ঐতিহাসিক মাঠেই প্রথম জয়ের মুখ দেখলেন দীর্ঘ একুশতম টেস্ট ম্যাচ শেষে। এই দুটি ঘটনাই ভারতীয় ক্রিকেট-ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। শুধু তাই নয়, এই ম্যাচটিতেই কপিলদেব 'অলরাউন্ড পারফরমেন্স' দেখিয়ে 'ম্যান অফ দি ম্যাচ'-এর 'সম্মানজনক স্বীকৃতি লাভ করেছেন। এজন্য কপিলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে গত ২০ টি টেস্টে জয়ের মুখ না দেখায় কপিলের অধিনায়কত্ব নিয়ে অনেক সমালোচনার ঝড় উঠেছিল, অধিনায়ক হিসেবে তিনি অনুপযুক্ত এই রায় দিতে বেশ কিছু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও কুণ্ঠিত হন নি। এই 'খেলা'-র পাতায়ই ৩০ মে-র সংখ্যায় দেখলাম পত্র লেখক অতনু ব্যানার্জি মন্তব্য করেছেন, – 'কপিলদেবই ভারতের নিকৃষ্টতম অধিনায়ক'। যদিও তিনি একটা যুক্তি রেখেছেন দল হারলে অধিকাংশ দোষ পরাজিত দলের অধিনায়কের ঘাড়েই এসে পড়ে। তথাপি, এই যে জয়ের জন্য কপিলকে দীর্ঘ ২০টি টেস্ট অপেক্ষা করতে হল-এর কারণ স্বরূপ সমগ্র ব্যর্থতার দায়ই কি একতরফা অধিনায়ক কপিলের কাঁধে ন্যস্ত হবে? আমার মতে এক্ষেত্রে কপিলের মন্দ ভাগ্যই দায়ী। কিছু ক্ষেত্রে আম্পায়ারের বিতর্কিত সিদ্ধান্ত ছাড়াও বৃষ্টির জন্য হাতের মুঠো থেকে জয় ফসকে যাবার ঘটনাও আমাদের অজানা নয়। সাম্প্রতিককালে অনুষ্ঠিত মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচটি তার অন্যতম উদাহরণ। আরেকটি কথা,



ম্যাচ জেতার জন্য যেটা অবশ্য প্রয়োজন ২/৪ জন সেরা বোলার, ব্যাটসম্যান, ফিল্ডসম্যান পরিবৃত একটিসেট টীম – প্রয়োজনীয় মুহূর্তে যাঁদের উজ্জ্বল পারফরমেন্স দলের সপক্ষে জয় ছিনিয়ে আনবে – তেমন ঘটনা কপিলদেবের নেতৃত্বে ভারতীয় দলে ঘটেছে কি? দক্ষতা প্রদর্শনে যেক্ষেত্রে কপিলদেব নিজে অসাধারণ হয়ে উঠেছেন, জয়ের সম্ভাবনাময় আলোক-রেখা তখনই দেখা গিয়েছে। পরিশেষে বলব, কপিলের এ সাফল্য অনেকটা সেই রবার্ট ব্রুস এবং মাকড়সার কাহিনীকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। ফেলে আসা দীর্ঘ কুড়িটি টেস্ট ম্যাচে সাফল্য না পেয়েও তিনি যে আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে ভেংগে পড়েন নি, বরং জেতার দুরন্ত বাসনায় অনুপ্রাণিত হয়ে সহ-খেলোয়াড়দের উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি নিজেও ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন সেরা দক্ষতাকে মেলে ধরতে অবশেষে রবার্ট ব্রুসের মত তিনিও কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছেছেন। তাঁর প্রশস্ত ললাটে আজ বিজয়লক্ষ্মী অঙ্কিত জয়তিলক জ্বল জ্বল করছে। তবে, এই একটি জয়ই নয়, তাঁর নেতৃত্বে আগামী দিনে আমরা চাই আরও অনেক-অনেক জয়।

স্বপন কুমার চক্রবর্তী
৫/১০৭, যতীন দাস নগর
বেলঘরিয়া, কলকাতা-৭০০০৫৬



দূর মেক্সিকো এবং আমাদের কাছের ক্রীড়ামন্ত্রী

অশোক দাশগুপ্ত

'মারাদোনা মোটেই অফ-সাইডে ছিল না, ওটা একদম বাজে কথা। এয়ারে বল থাকলে অফসাইড হয় না।' ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ কোয়ার্টার ফাইনালে দিয়েগো মারাদোনার প্রথম গোলটি সম্পর্কে এই অসাধারণ মন্তব্যটি উপহার দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী। কিন্তু এই মন্তব্য ঘিরে এই লেখা নয়। গত ২৩ জুন আমাদের প্রতিবেদক দেবাশিস দত্তকে তিনি অনেক অবিস্মরণীয় কথাই বলেছিলেন, মহাকরণে শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে অর্ধবৃত্তাকার টেবিলের সামনে কয়েকজন অনুগামী নিয়ে বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে গম্ভীর আলোচনা ক'রছিলেন, কিন্তু আমরা মূলত একটি ব্যাপারেই মনোনিবেশ করব –'মেক্সিকো সফর।'

মন্ত্রী মহোদয় সেদিন বলছিলেন, সকাল সাতটা থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত বাড়ির বাইরে থাকলেও তিনি বিশ্বকাপ ফুটবলের খেলা দেখছেন, প্রায় ভোরের ম্যাচটিও। তাঁর ধারণা 'বেলজিয়াম ফাইনালে যাবেই, আর্জেন্টিনাকেও হারিয়ে। খুব ভাল খেলছে। কী স্পিডে খেলছে।' মারাদোনা আছে কিন্তু? 'সব না ভেবেই কি আর মন্তব্য করছি!'

অবশ্য, এই লেখায় এসব মন্তব্য নিয়ে বাড়াবাড়ি না করার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সুতরাং মেক্সিকো এপিসোড। ১৫ জুন আজকাল পত্রিকায় আট কলম জুড়ে প্রাধান্য পায় 'মেক্সিকো কেলেঙ্কারি।' অ-ফুটবলারদের বাঁধিয়ে রাখার মত সব মন্তব্যও ছাপা হয়, যা পাওয়া গিয়েছিল এয়ারপোর্টে, কুড়ি জনের দল মেক্সিকো যাওয়ার পথে দিল্লির প্লেনে ওঠার আগে। ২৩ জুন, আজকাল এবং খেলার প্রতিনিধিকে পেয়েই সুতরাং গোটা দলের নির্বাচক এবং এমন দুর্ধর্ষ পরিকল্পনার রচয়িতা শ্রীযুক্ত সুভাষ চক্রবর্তীর হুঙ্কার:

'আপনার সঙ্গে আমি কথা বলব না। ইন ফ্যাক্ট আপনাদের কাগজের কারও সঙ্গেই আমি কথা বলব না। আমি কাকে বলেছি এসব আমার পৈতৃক সম্পত্তি? অথচ আপনাদের কাগজে তিন-তিনবার এই শব্দটি আমার সম্পর্কে ব্যবহার করা হল। আমি কথা বলব না।-------এটা কি রিপোর্টিং হয়েছে? এটা কি সাংবাদিকতা? নমস্য ফুটবলার শৈলেন মান্না, তিনি টীমের লীডার, এয়ারপোর্টে অমন মর্মস্পর্শী ভাষণ দিলেন, সবার চোখে জল এসে গিয়েছিল। সে কথা রিপোর্টে কোথায়? আমার কথা না হয় না-ই লিখলেন। শৈলেন মান্না টীমের লীডার, এতজন ফুটবলার গেলেন, তাঁদের ছবি না ছাপিয়ে আপনারা শুধু ঐ অ-ফুটবলারদের ছবি ছেপে দিলেন। কোন মানে হয়? এটাকে সাংবাদিকতা বলব? (এই সময় পিছন থেকে জনৈক কান্তি গাঙ্গুলি: 'বুঝলেন সুভাষদা, ঐ সুরজিৎ সেনগুপ্তকে নিলে কোন সমালোচনা হত না।') তা, ক্রীড়ামন্ত্রী হিসাবে আপনাদের রিপোর্ট পড়লাম, কী বলতে চেয়েছেন তা পরিষ্কার নয়। একবার বলছেন, কাউকে পাঠানর দরকার ছিল না, আবার বলছেন একে একে পাঠানো অন্যায় হয়েছে। কাকে বাদ দেব? এ এমন ব্যাপার, যাকে বাদ দেব সে-ই অসন্তুষ্ট হবে। আপনারা সমালোচনা করলেন। অথচ মেক্সিকোয় এই দল পাঠানোর জন্য আমাদের সমর্থন জানিয়ে, জানেন, হাজার হাজার চিঠি আসছে। আমি এখনও মনে করি যা করেছি ঠিক করেছি। আপনাদের কাগজেই দেখলাম, মেক্সিকোয় এক-একটি ম্যাচের জন্য তিরিশ হাজার পুলিশ লাগছে। তা, এসব জানার বা বোঝার জন্যই ত স্বরূপ মুখার্জিকে পাঠিয়েছি। তিনি সব দেখে এলে আমাদের উপকার হবে।..........ওঁরা সবাই ফিরুক। শুনে নেবেন কেমন খেলা দেখে এসেছেন, কী কী অভিজ্ঞতা হয়েছে (মুখে গর্ব ও তৃপ্তির হাসি)।

মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই নিবেদন:

এক: সরকারের ক্রীড়াদফতর সুভাষবাবুর 'পৈতৃক সম্পত্তি' – এমন মন্তব্য তিনি নিজে করেছেন, একথা কোথাও লেখা হয় নি। যা ভাল বুঝেছি করেছি, বেশ করেছি – সুভাষবাবুর এই জাতীয় মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই আমি নিজের লেখায় প্রশ্ন তুলেছিলাম, এই ৬ লক্ষ টাকা কি মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের পৈতৃক সম্পত্তির অংশ? তিনি মুখে 'পৈতৃক সম্পত্তি' শব্দটি কেনই বা উচ্চারণ করতে যাবেন, তাঁর হাবভাব এইরকমই ছিল – এটাই হল কথা।

দুই: সাংবাদিকতা কাকে বলে– এই প্রশ্ন তোলার অধিকার সবারই আছে। কিন্তু, কাকে বলে তা যে অন্তত: সুভাষ চক্রবর্তী জানেন না, এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। সুতরাং এ প্রসঙ্গে তাঁর ক্রুদ্ধ বক্তব্য অবান্তর। সত্যিই এ ব্যাপারে কিছু জানার থাকলে, অর্থাৎ, কাকে বলে সাংবাদিকতা– বোঝার ইচ্ছা থাকলে, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। সামান্য কিছু জানাতে বা বোঝাতে পারব, আশা করি।

তিন: সুরজিৎ সেনগুপ্ত এই সফরকারী দলে থাকলেই আজকাল বা খেলা কিছু লিখত না – সুভাষ চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ অনুচরের এই বক্তব্য ভিত্তিহীন। কারণ: এক, সুরজিৎ সেনগুপ্ত এই মজার সফরে রাজি হওয়ার মানুষ নয়। দুই, সুরজিৎ এই সফরে গেলেও আমরা সমালোচনা করতাম। শৈলেন মান্না, তুলসীদাস বলরাম, শান্ত মিত্র এবং সুভাষ ভৌমিকও আমাদের কম ঘনিষ্ঠ নন।

চার: অ-ফুটবলারদের ছবি ছাপায় সুভাষবাবুর আপত্তি কেন? লজ্জা পেয়েছেন নিশ্চয়। সুভাষবাবু, আপনি বেছে বেছে এই অ-ফুটবলারদের মেক্সিকো পাঠাতে পারলেন, আর আমরা তাঁদের মুখের ছবি ছাপতে পারব না?

পাঁচ: আজকালে আমার লেখার শুরুতেই বলেছি, 'পি কে ব্যানার্জি, অমল দত্ত বা সুরজিৎ সেনগুপ্তকে কেন পাঠানো হল না, এই প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু, আসল প্রশ্ন সেটা নয়। কারণ, আদৌ কোন দল পাঠানোর দরকার ছিল না, খরচ করার আরও জরুরী জায়গা আছে। এখানে স্ববিরোধিতা কোথায়? আমার লেখার মূল বক্তব্য, কেন এই সফর অপ্রয়োজনীয়, অন্যায়। আজকালে অরুন্ধতী মুখার্জির এয়ারপোর্টে সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদনে প্রমাণিত অযোগ্য অ-ফুটবলাররা মেক্সিকোয় গেছেন, স্রেফ বেড়াতে। এর মধ্যে বিরোধ কোথায়? আমার বক্তব্য, ক্রীড়ামন্ত্রীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। অরুন্ধতীর সাক্ষাৎকারভিত্তিক রিপোর্টের উদ্দেশ্য দুর্নীতির ওপর আলো ফেলা, হ্যাঁ, ক্রীড়ামন্ত্রীর দিক থেকে স্বজনপোষণ– যাকে দুর্নীতিই বলতে হয়।

ছয়: সুভাষবাবু বলেছেন, জয়েন্ট পুলিস কমিশনার অভিজ্ঞতা অর্জন করে আসবেন, যা কলকাতা মাঠে কাজে লাগবে। ক্রীড়া দফতরের উপসচিব রমানাথ সমাদ্দারও নিশ্চয় এজন্যই গেছেন। কিন্তু, প্রশ্ন থেকে গেল। স্বরূপ মুখার্জি কি চিরকাল জয়েন্ট কমিশনার থাকবেন? খেলার মাঠের দায়িত্বে থাকবেন? রমানাথবাবু কতদিন ক্রীড়া দফতরে থাকবেন? বি কে সাহা এবং অশোক ভট্টাচার্যকেও এই কারণে একাধিকবার বাইরে পাঠান হয়েছে। তাঁরা কেউই এখন খেলাধুলোর সঙ্গে জড়িত নন, একেবারে অন্য কাজে জড়িত। সরকারি চাকরির এই ত নিয়ম। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতায় কী দাম আছে? আর, যদি দেখেশুনে রিপোর্ট দেবার জন্য স্বরূপ মুখার্জি এবং রমানাথ সমাদ্দারকে পাঠান হয়ে থাকে, তাতেও প্রশ্ন থেকে যায়। গ্যালারি থেকে তিন-চারটে ম্যাচ দেখেই এঁরা কি রিপোর্ট তৈরি করবেন, সংগঠকদের সঙ্গে এঁরা কোনরকম সরাসরি যোগাযোগ করতে পারছেন না, এটা যখন পরিষ্কার?

আট: শেষ কথা, সুভাষবাবু এই সফর ঘিরে ঔদ্ধত্য, স্বজনপোষণ এবং দলবাজির যে নমুনা পেশ করেছেন, তা কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কথায় পাওয়া যায় নি। ২০ জুন বিকেলে জ্যোতিবাবুর একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার আমাকে আজকালের জন্য নিতে হয়। তিনি পরিষ্কার বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, এ প্রশ্ন আপনারা তুলতেই পারেন, গিয়ে কী হবে। ম্যাটার অফ ওপিনিয়ন।'

এই 'ওপিনিয়ন' এবং কিছু 'ফ্যাক্ট'-এর সামনেই মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী আজ কেন এত ক্রুদ্ধ? অপরাধবোধ?

মেক্সিকোর সম্রাট



বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগে থেকেই পেলে বলেছেন, বিশ্বসেরার মুকুট প্লাতিনির মাথায় ঝলমল করা উচিত। মেক্সিকো বিশ্বকাপের শুরু থেকে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত আমরা যাঁকে মেক্সিকোয় সগর্বে দাপাদাপি করতে দেখেছি, তিনি মিশেল প্লাতিনি নন, তাঁর নাম দিয়েগো আর্মান্ডো মারাদোনা। পি কে ব্যানার্জি জানিয়েছেন, প্লাতিনিকে মেরেও ডিফেন্ডাররা রুখতে পারবে, মারাদোনাকে নয়। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে যে দুর্দান্ত ফুটবল মারাদোনা উপহার দিয়েছেন, তাতে এ ব্যাপারে সবাই একমত (সম্রাট পেলে ছাড়া), এই মুহূর্তে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুটবলারের নাম দিয়েগো মারাদোনা। সর্বকালের সেরাদের দলে তিনি সহজেই জায়গা করে নিয়েছেন। মেক্সিকোয় বিশ্বকাপের সম্রাটের মুকুট দর্শক ও বিশেষজ্ঞরা মারাদোনার মাথায় পরিয়ে দিয়েছেন।

মেকিসকো থেকে অমিয় তরফদারের প্রতিবেদন

ব্রাজিলের পরাজয় ছিয়াশির ঔজ্জ্বল্য ম্লান করল



সেদিন জালিসকো স্টেডিয়ামে ব্রাজিলের সমর্থকরাই ছিলেন নব্বই শতাংশ। 'ব্রাজিল ব্রাজিল'– তাঁদের চিৎকারে গমগম করছিল গোটা স্টেডিয়াম। চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে চলছিল ব্রাজিলীয়দের প্রিয় সাম্বা নাচ। ফ্রান্সের সমর্থকরা যে সেদিন মাঠে আসেন নি, তা নয়। স্টেডিয়ামে তাঁদের পতাকাও যে দু-একবার চোখে পড়েনি, তা-ও নয়। তবে ব্রাজিলীয়দের তুলনায় তাদের সংখ্যা ছিল খুবই সামান্য। বরং সাম্বা নৃত্যরত ব্রাজিলীয় সমর্থকদের হাতে হাতে ছিল ব্রাজিলীয় পতাকা। গোটা স্টেডিয়ামই ঢাকা পড়েছিল তাঁদের হলুদ-সবুজ পতাকায়।

কিন্তু তারপর? একশ কুড়ি মিনিট নিজেদের উজাড় করে দিয়েও ব্রাজিল সেনারা মাঠ ছাড়লেন মাথা নিচু করে। খেলা দেখে মনে হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তে গোল তুলে নিতে পারে ব্রাজিল। সেরা ম্যাচ দেখলাম, সন্দেহ নেই। কিন্তু টাইব্রেকারে ব্রাজিলকে হারতে হল, এটা মন থেকে মেনে নিতে পারলাম না। বিশ্বের অজস্র সমর্থকদের আশার স্বপ্নকে ভেঙে গুঁড়িয়ে ব্রাজিলীয় ফুটবলাররা যখন মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে আসছিলেন, মনে হচ্ছিল (প্রিয় পাঠক, এটা নিছকই আমার ব্যক্তিগত মতামত), একটা অযৌক্তিক পদ্ধতির শিকার হল ব্রাজিল। কে অস্বীকার করবে, একশ কুড়ি মিনিটই মাঠে আল্পনা এঁকে বেরিয়েছে হলুদ-সবুজেরা। এমন কেউ আছেন কি, যিনি বলবেন যোগ্যতার যোগ্য পুরস্কারই ব্রাজিল পেয়েছে? বিশ্বকাপ কি একটুও ঔজ্জ্বল্য হারাল না মহান ফুটবল দেশের বিদায়ে?

গ্যালারির অবস্থা বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই। উপস্থিত ফ্রান্সের গুটিকয়েক সমর্থক বোধহয় আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার করতেও ভুলে গিয়েছিলেন।

থমথমে অবস্থার মধ্যেই ফিরে পেলাম নিজেকে। মনে পড়ল দায়িত্বের কথা। প্রতিক্রিয়া জানানর মত অবস্থায় ছিলেন না ব্রাজিলের তিন প্রাক্তন নক্ষত্র। মাথা নিচু হয়ে না গেলেও চোখ মুখ দেখে বুঝতে অসুবিধা হল না – ওঁরা বিধ্বস্ত। যে দলের হয়ে একদা অনেক রক্ত ঝরিয়েছেন, সে দলের হারে কেই বা খুশি হয়? মারিও জাগালো পরিষ্কার জানালেন: "আসল ম্যাচে ব্রাজিল নিজেকে চিনিয়ে গেল।" জাগালোর মন্তব্য সমর্থন করলেন আরও দুই প্রাক্তন ফুটবলার – রিভেলিনো ও জেয়ারজিনহো। জাগালো বললেন, "যেভাবে খেলা হচ্ছিল, একবারের জন্যও মনে হয়নি ম্যাচটা টাইব্রেকারে চলে যাবে। ম্যাচ অবশ্যই হয়েছে সমান সমান। যে কোন দল নব্বই মিনিটেই গোল তুলে নিতে পারত। ফ্রান্সকে অভিনন্দন। এখন মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সই বোধহয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে।"



লাইন-আর্টিস্ট দত্ত। ছবি: অমিয় তরফদার

চুয়াত্তরের ব্রাজিল অধিনায়ক রিভেলিনোর মতে অনেক ভাল খেলেছে ব্রাজিল। বললেন, "ম্যাচটা যে টাইব্রেকারে চলে যাবে কে ভেবেছিল? আমরা যখন পেনাল্টিটা পেলাম তখনই ত ম্যাচের ফলাফল ঠিক হয়ে যায়। সান্তানার কী হয়েছিল কে জানে, না হলে জিকো পেনাল্টি মারে! মাঠে ত অধিনায়ক এডিনহো ছিল। তার অন্তত ব্যাপারটা লক্ষ্য করা উচিত ছিল। জিকো অবশ্যই বড় ফুটবলার। ভাল পেনাল্টি মারে। আমি তাকে অযোগ্য বলছি না। কিন্তু গা-ঘামানর সময়ও যখন সে পায়নি, তখন পেনাল্টি নেওয়ার ব্যাপারে তার অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস আমাদের ক্ষতিই করল। অন্য কেউ মারলেই যে আমরা গোল পেয়ে যেতাম, তা আমি বলছি না। কিন্তু এটা ত মানতেই হবে যে, ভুল, ভুলই।" তবে চুরাশির অধিনায়ক এটা জানাতে ভোলেন নি যে, ব্রাজিল খেলেছে ব্রাজিলের মতই। তাঁর মতে, 'ম্যাচটা ছিয়াশির ফাইনাল হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে যাবে।"

এই দুজনের তুলনায় জেয়ারজিনহো বোধহয় বেশি ভেঙে পড়েছিলেন। কোনরকমে শুধু বললেন, "চোখের সামনে জেতা ম্যাচ, হারতে দেখলাম। এখানে বসেই বুঝতে পারছি, রায়ো-ডি-জেনিরো অথবা সাওপাওলোয় এই মুহূর্তে কী ঘটছে। গোটা ব্রাজিলই স্তব্ধ হয়ে গেছে।"

ব্রাজিলের এই তিন নক্ষত্র ছাড়া জালিসকো স্টেডিয়ামে এদিন

উপস্থিত ছিলেন আরও বেশ কয়েকজন প্রাক্তন ফুটবল নক্ষত্র। ইউসেবিও-ফেরেংক পুসকাসের মতেও এদিন ব্রাজিল ছিল মাঠের সেরা দল। এঁরা দুজনেই মনে করেন, ব্রাজিলকে হারতে হয়েছে নিজেদেরই ভুলে। পুসকাসও পরিষ্কার বললেন, "অজস্র গোলের সুযোগ পেয়ে যারা গোল করতে পারে না, তাদের জেতার অধিকার নেই। ব্রাজিলীয়রা নিশ্চয় হতাশায় ভেঙে পড়েছে, মাথা চাপড়াচ্ছে। কিছু করার নেই, শাস্তি তাদের পেতেই হবে "

বিরাশির মত এবারও নিজের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিচ্ছেন কোচ তেলে সান্তানা। স্পেন বিশ্বকাপে ইতালির কাছে ২–৩ গোলে পরাজিত হওয়ার পর সমালোচনায় জর্জরিত হয়েছিলেন তিনি। অভিযোগের সব আঙুলগুলিই উঠে এসেছিল তাঁর দিকে। ব্রাজিলের দায়িত্ব ছেড়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন সৌদি আরবে।

সাংবাদিকদের সঙ্গে সান্তানা যখন কথা বলছিলেন, তাঁকে বিধ্বস্ত মনে হচ্ছিল। তিনি জানালেন, তাঁর প্রশিক্ষণে শেষ ম্যাচেই ব্রাজিল সেরা খেলা খেলেছিল। তাঁর মতে এটাই তাঁর দেখা ব্রাজিলের সেরা ম্যাচ। তিনি বলেন, "এটা ত মানবেন, ব্রাজিল ফাইনালে যাওয়ার মত যোগ্য ছিল।"

সাংবাদিক সম্মেলনে ফ্রান্সের কোচ হেনরি মিশেলের মুখ জুড়ে ছিল হাসির ঢেউ। বললেন, 'ব্রাজিলের বিরুদ্ধে এ জয় বিস্ময়কর।' তাঁর মন্তব্যের পর এটা অন্তত আরও পরিষ্কার হল, যোগ্য দল ছিয়াশির বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল অঘটনের শিকার হয়ে।

এই প্রতিবেদন যখন পাঠাচ্ছি,, সেমি ফাইনালের ম্যাচগুলি তখনও শুরু হয়নি। আগামী ২৫ জুন সেমিফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানি এবং আর্জেন্টিনা ও বেলজিয়াম। যদিও আগাম মন্তব্য করা ঠিক নয়, তবু ধরে নেওয়া যেতে পারে ফাইনাল খেলবে আর্জেন্টিনা এবং ফ্রান্স। যদি অন্য যে কোন দুটি দলও মুখোমুখি হয়, ওই ম্যাচ কি সেই পর্যায়ে উঠে আসবে, যে সুরে বাঁধা ছিল ব্রাজিল-ফ্রান্স ম্যাচ?

শুধু 'ফেবারিট'দেরই নয়, ছিয়াশি কোচদেরও 'আত্মঘাতী' বিশ্বকাপ

বেয়ারজোত পৃথিবীর ব্যক্তিত্ববান ফুটবল কোচ হিসাবে ইতিমধ্যেই স্বীকৃত। নিজেও ১১ বছর ফুটবল খেলেছেন। আটান্ন বছর বয়সী এই ফুটবল কোচ ফ্রান্সের কাছে হারার পর জাতীয় দলের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন। তবে তিনি বলেছেন, 'এ কথা স্বীকার করতে আমার কোন কুণ্ঠা নেই যে, ফ্রান্স সেদিন সব বিভাগেই আমাদের হারিয়েছে। পরাজয়ের পুরো দায়িত্ব আমার, ফুটবলারদের কোন দোষ নেই।' তিনি বলেছেন, 'যদি কারও এই পরাজয়ের জন্য সমালোচনা করার দরকার থাকে, তাহলে আমাকে করুন।' তবে তিনি বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, 'টীমের পরাজয়ে ভেঙে পড়ার কোন কারণ ঘটে নি।' জানা গেছে, ইতালির ফুটবল ফেডারেশন বেয়ারজোতকে ইতালি ফুটবলের সর্বসময় কর্তা করতে চান। বেয়ারজোত অবশ্য এ ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত জানান নি। তিনি বলেছেন, 'দেশে গিয়ে সিদ্ধান্ত নেব।'



বেয়ারজোত

বিরাশি বিশ্বকাপে কোচ সান্তানা ব্রাজিলের পরাজয়ে জাতীয় দলের দায়িত্ব ছেড়ে সৌদি আরবে চলে গিয়েছিলেন। আবার অবশ্য তাঁকে জাতীয় দলের দায়িত্বে ফিরিয়ে আনা হয়। এবারও ব্রাজিলের পরাজয়ে তিনি পদত্যাগ করেছেন। তবে তিনি এই পরাজয়ে মোটে বিচলিত নন, বরং খুশিই। তিনি বলেছেন, 'ব্রাজিল শেষ ম্যাচে তাদের জাত চিনিয়েছে। আমাদের টেকনিক এবং স্টাইল যে অচল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে খেলায় সে কথা কিন্তু প্রমাণিত হয় নি।' এত ভাল খেলেও শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিতে হবে, এ কথা সান্তানা একবারও ভাবেন নি।



সান্তানা

এবার বিশ্বকাপের প্রথম রাউন্ডে শিহরণ সৃষ্টি করেছিল ডেনমার্ক। কিন্তু দ্বিতীয় রাউন্ডে স্পেনের কাছে পরাজয়ে দলের পশ্চিম জার্মান কোচ পিওনটেক পদত্যাগ করতে চেয়েছেন। যদিও তাঁর সঙ্গে ডেনমার্ক ফেডারেশনের চুক্তি ১৯৮৮ পর্যন্ত। বিশ্বকাপ চলাকালীনই ফেডারেশনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কিছুটা চিড় ধরে। একদিন মেক্সিকো সিটি হোটেলে স্প্যানিশরা মদ খেয়ে তাঁর ছেলেদের অকথ্য ভাষায় গালাগালি দেওয়ায় তিনি ফেডারেশনের কাছে খবরটা জানিয়ে বলেছিলেন ব্যাপারটা ফিফাকে জানাতে। কিন্তু ফেডারেশন কোচের কথার কোন গুরুত্ব দেন নি।

কিন্তু এই সামান্য মনোমালিন্যের জন্য তিনি পদত্যাগ করতে চেয়েছেন এটা কারোরই বিশ্বাস হচ্ছে না। জানা গেছে, পশ্চিম জার্মানি এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকে তাঁর কাছে বিরাট অফার রয়েছে। আরবের একটি দেশ তাঁকে নাকি বছরে দু-লক্ষ চল্লিশ হাজার ডলার দিতে চেয়েছেন। তাছাড়া ৮৮ পর্যন্ত থাকার 'চুক্তি ভাঙার' জন্যও তাঁরা ডেনমার্ক ফেডারেশনকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৬ লক্ষ ডলার দিতে চাইছে। কী করবেন পিওনটেক?

বেলজিয়ামের কাছে হারার পর রাশিয়ার কোচ লেবানোভস্কি মনে করেন, তাঁকে আর নিশ্চিতই জাতীয় দলের দায়িত্বে রাখা হবে না। তবে এ কথা ঠিক, অন্যান্য কোচেদের চেয়ে তিনি জাতীয় দলকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য পাঁচ সপ্তাহ কম সময় পেয়েছিলেন।

আলজেরিয়ার পরাজয়ে দলের কোচ রাবাহ সাদানে পদত্যাগ করেছেন। তিনি মনে করেন, 'এই দল এবার কিছুই করতে পারে নি, ভবিষ্যতে ও পারবে বলে মনে করি না।' একই মত পোষণ করে সাদানের দুই সহকারী বালকাসেন মোকদাদি ও মৌরাদ সাদেলওয়ারও দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন।

ব্রাজিলের কাছে ৪-০ গোলে শোচনীয় পরাজয়ের পর পোলিশ কোচ পিয়েকনিচেক পদত্যাগ করেছেন। জালিসকো স্টেডিয়ামে এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারের সময় তিনি বলেন, 'পরাজয়ের জন্য কাউকেই দায়ী করতে চাই না। তবে এবার অন্য কাউকে দায়িত্ব নিতে হবে।'

পাঁচ বছর ধরে পোল্যান্ডের দায়িত্বে ছিলেন পিয়েকনিচেক। বিরাশির বিশ্বকাপে তাঁরই প্রশিক্ষণে পোল্যান্ড তৃতীয় স্থান পেয়েছিল। মেক্সিকো আসার আগেই তিনি জানিয়েছিলেন যে, বিশ্বকাপের পর তিনি সরে দাঁড়াবেন। পোল্যান্ডের এই ব্যর্থতা তাঁকে হয়ত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে বেশি প্ররোচিত করল।

এবারের বিশ্বকাপে পর্তুগালের পরাজয়ে দলের



পিওনটেক

কোচ জোস টোরেস দলের সঙ্গে সমস্ত রকম সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। যদিও এখানে গুজব ছিল যে দলকে দ্বিতীয় রাউন্ডে তুলতে না পারায় তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে

লিসবন উড়ে যাওয়ার আগে টোরেস বলেন, "আমি আমার পদত্যাগ পত্র পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতির হাতে দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি আমার পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে চাই।"

তিনি বলেন, "দলের ব্যর্থতার জন্য আমি পদত্যাগ করি নি। আসলে আমি ফুটবল থেকে কিছুদিন বিশ্রাম চাইছি।"

জিকোর সামনে শুধু অনুশোচনার চারটি বছর

আর্থার আন্টুনেস কোয়েম্বা, ছোট্ট করে জিকো; এবারের বিশ্বকাপেই হয়ত শেষবার উচ্চারিত হল একটি নাম, যা কারুর আশা, কারুর আশংকা, কারুর মনে ফুটবলের গোপন ভালবাসা।

একে একে তিনটি বিশ্বকাপে অনেক আশা জাগিয়ে তিনি এলেন, ফিরে গেলেন হতমান হৃদয়ে, ব্যর্থতার পথ ধরে।

অন্ততপক্ষে বিরাশি ও ছিয়াশির বিশ্বকাপে ব্রাজিল ফিরে গেল ভাল খেলে, নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বীরোচিত পরাজয়, বরণ করেছিল। আর দুটি খেলাতেই জিকো সফল হতে পারলে ব্রাজিল সফল হত।

এবারের বিশ্বকাপের ঘটনাটা ত সবার চোখের সামনে ভাসছে। কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিল টাই ব্রেকারে হেরে গেল ফ্রান্সের কাছে। খেলাতে ব্রাজিলেরই প্রাধান্য ছিল। খেলার ধারা অনুযায়ী ব্রাজিলেরই জেতা উচিত ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাজিলের স্টিমুল্যান্ট জিকো মাঠে নামার পর ব্রাজিলের ধার আরও বেড়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে নিষিদ্ধ সীমানার মধ্যে কারেকাকে অবৈধভাবে আটকানর জন্য ব্রাজিল পেনাল্টি পায়।

সক্রেটিসকে সরিয়ে দিয়ে জিকো নিজেই পেনাল্টি মারতে যান। জিকো বিশ্বের অন্যতম সেরা পেনাল্টি কিকার। তিনি যখন পেনাল্টি মারতে যান, সমর্থকরা নিশ্চিত গোল ভেবে উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠে।

জিকোও নিশ্চয়ই নিশ্চিত ছিলেন। নয় ত যেচে কেউ ব্যর্থতার গ্লানিতে সিক্ত হতে যায়?

গোলে ছিলেন ছিয়াশির অন্যতম সেরা গোলরক্ষক জোয়েল বাটস। বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে জিকোকে তিনি স্তম্ভিত করলেন, গোল হল না; সেটাই ছিল কিন্তু ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট। এর পরের ব্যাপারটা ত সবার জানা।

সারা বিশ্ব ব্যর্থতার জন্য ব্রাজিলকে দায়ী করল। ব্রাজিলের ব্যর্থতার জন্য জিকোকে দায়ি করল। দেশের মানুষ কিন্তু ব্যানার নিয়ে রিও ডি জেনিরোর বিমান বন্দরে পরাজিত দলকে বিজয়ীর অভিনন্দন জানান। জিকোর উদ্দেশে বলল, 'জিকো, তুমি এখনও সেরা।'

সেই জিকো নিজে কিন্তু অনুশোচনায় ভুগছেন; যেমন ভুগেছিলেন বিরাশির বিশ্বকাপে ইতালির কাছে হেরে যাওয়ার পর।

বিরাশির ইতালির সঙ্গে খেলা ছিল ব্রাজিলের। সে খেলায় ড্র করলেও ব্রাজিল সেমিফাইনালে যেত। খেলায় বারবার এগিয়ে থেকেও জিকোর দল শেষ পর্যন্ত ৩–২ গোলে হারে।



তা হলে জিকোর অনুশোচনাটা কোনখানে?

হ্যাঁ আছে। খেলার অন্তিম লগ্নে জিকো গোল করতে উদ্যত হলে, এমন কি জেনতিলেকেও অতিক্রম করে গেলে, নিরুপায় জেনতিলে জিকোকে জার্সি ধরে টেনে রাখেন; আশ্চর্যভাবে ব্যাপারটা ইসরায়েলি রেফারি অব্রাহাম ক্লেইন-এর নজর এড়িয়ে যায়। নিশ্চিত পেনাল্টি থেকে বঞ্চিত হয় ব্রাজিল।

দু-বারই জিকোর সাফল্যের ওপর দলের সাফল্য নির্ভর করেছিল। দুবারই জিকো ব্যর্থ হয়েছিল।

আগের বারের ঘটনা সম্পর্কে জিকো বলেছেন, জেন্তিলে একজন ফুটবলারই নয়। একজন বক্সার কিংবা ক্যারাটে ম্যান। রেফারি জেনেও পেনাল্টি দেয় নি?

আর এবারের ঘটনা সম্পর্কে জিকো কাকে দায়ী করবেন, কোন অজুহাত খাড়া করবেন?

কিছু নেই, শুধু অনুশোচনার অসহ্য দংশন। আগামী চারটে বছর তাঁকে যন্ত্রণায় হয়ত ছটফট করতে হবে।

স্কটল্যান্ডের অ্যালান রাফ বিরাশির জিকোকে দেখে বলেছিলেন, ফুটবলার অফ টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি।

বিরাশির জিকোকে আটকানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন (আর্জেন্টিনা ম্যাচে) দানিয়েল পাসারেল্লা।

এবার পেলে বলেছিলেন জিকো খেললে, ব্রাজিলের খেলা অন্যরকম হবে। প্রথম দিকে আহত জিকো পরের দিকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও মাঠে নামছিলেন। তিনি নামার সংগে সংগেই ব্রাজিলের খেলার চেহারা বদলে যাচ্ছিল।

যখন ফুটবল পাগল মানুষ ভাবতে শুরু করেছেন, ব্রাজিলকে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে দেখার কথা, যখন জিকোকে সুপার স্টার হিসেবে দেখার কথা ভাবছেন; তখনই জিকো ব্যর্থ হলেন, ব্যর্থ হল ব্রাজিল।

তেত্রিশ বছরের জিকো দেশে ফিরে আবার নতুন করে শুরু করার কথা বলেছেন। ব্রাজিল পরবর্তী বিশ্বকাপের প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু করেছে। কিন্তু জিকো কি পারবেন পরবর্তী বিশ্বকাপ পর্যন্ত নিজেকে ধরে রাখতে? ব্যাপারটা কষ্টকল্পনা, কিন্তু অসম্ভবকেই ত সম্ভব করেন সুপারস্টারেরা?



জিকোর মত অবস্থায় আমি থাকলে, পেনাল্টি শট নিতে রাজি হতাম না : পেলে

বিতর্কিত সমালোচক ফুটবল সম্রাট পেলের কলম যেন পোস্টমর্টেমের ধারাল ছুরি। চুলচেরা বিশ্লেষণে অনেক দলের ফাঁক-ফোকরই বেরিয়ে আসছে প্রকাশ্যে। একটি দলের ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে করতে পেলে হয়ে ওঠেন বিতর্কিত, কিন্তু থাকেন নিজের দায়িত্বে সেই রকম অটল।

যেদিন উরুগুয়ে-স্কটল্যান্ড ম্যাচে রেফারি কুইনিওর ম্যাচ পরিচালনা যে পেলেকে হতবাক করেছে, একথা জানাতে দ্বিধা করেননি। পেলের সমালোচনায় রেফারি জোয়েল কুইনিও করেছেন ক্ষোভ। উরুগুয়েও ... পরিষ্কার লিখেছিলেন, 'উরুগুয়েনদের কিছু ফাউল অবশ্যই কুৎসিৎ ছিল।' এই দুই এর ক্ষোভ প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে পেলে প্রশ্ন তুলেছেন, 'ফিফা যদি জরিমানা ধার্য করে তাহলেও কি সংবাদমাধ্যমকেই দায়ী করা হবে?'

কোয়ার্টার ফাইনালে বিদায় নিতে হল ছিয়াশির বিশ্বকাপে অন্যতম ফেবারিট, ফুটবল সম্রাট পেলের দেশ ব্রাজিলকে। এবার বিশ্বকাপের প্রথমদিন থেকেই ব্রাজিলের সমালোচক ছিলেন সম্রাট নিজেই। এই আশঙ্কাতেই তিনি বারবার ব্রাজিল দলের খুঁটিনাটি ত্রুটিগুলো তুলে ধরে বলেছিলেন, "পরাজয় ঘটলে কেউই ব্রাজিলকে ক্ষমা করবে না।" অবশেষে পেলের আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হয়েছে। ফ্রান্সের কাছে ৫–৪ গোলে পরাজিত হয়ে বিদায় নিয়েছে ব্রাজিল। হতাশ পেলে লিখছেন: 'কেন জিকোকে পেনাল্টি মারতে দেওয়া হল জিকোই বা কেন শট নিতে রাজি হল। তিন মিনিট আগে মাঠে নামান হয়েছে জিকোকে, তখন পর্যন্ত গা-গরমও সে ঠিকভাবে করে উঠতে পারেনি। তারওপর হাঁটুর একটা সমস্যা ত রয়েছেই। এটা আমি জানি যে, সাধারণত পেনাল্টি শট জিকোই নিয়ে থাকে। কিন্তু ওইরকম একটা সময়ে, যখন তার পায়ের টাচও তৈরি হয়নি, পেনাল্টি নেওয়া উচিত হয়নি। জিকোর মত অবস্থায় যদি আমি থাকতাম এবং আমাকে যদি পেনাল্টি মারতে অনুরোধ করা হত, আমি প্রত্যাখ্যান করতাম। জিকোরও উচিত ছিল পেনাল্টি শট নিতে রাজি না হওয়া।

'এক্সালসিয়্যর্স' পত্রিকায় পেলে পরিষ্কার জানিয়েছেন, একশ কুড়ি মিনিটের মরণপণ লড়াইয়ের পর আমরা যা পেল্যাম, তা হল একরাশ হতাশা – পরাজয়। দায়ী সেই মুহূর্ত, তিন মিনিট আগে মাঠে নেমে পেনাল্টি শট নিতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত। গোটা ম্যাচে নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও হতাশ হতে হল ওই একটি মাত্র ভুলের জন্য।'

পেলে লিখছেন, 'প্রিয় ব্রাজিল ফিরে যাওয়ার দুঃখে কারও কারও আঙুল উঠতে পারে ফলাফল নির্ধারণকারী সিস্টেমের দিকে। বলা যেতে পারে, টাইব্রেকার এমন এক সিস্টেম, যোগ্যতা নিরূপণের সঠিক পদ্ধতি নয়। ব্রাজিলকে ফিরতে হল এমন এক পদ্ধতির শিকার হয়ে, যা একেবারেই যুক্তিপূর্ণ নয়। কথাটা হয়ত একদিক দিয়ে ঠিক। কিন্তু এটাও ত মানতে হবে, টসের চেয়ে টাইব্রেকার অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত। লটারিই যেখানে শেষ কথা, ভাগ্যের মানদণ্ডে সেখানে যোগ্যতার বিচার হবে কেন? টাইব্রেকারও যে গোটা দলের শক্তির প্রতিফলন ঘটায়, তা আমি বলছি না। তবে টসের তুলনায় এই পদ্ধতি অনেকটাই গ্রহণযোগ্য। সুতরাং একশ কুড়ি মিনিটের লড়াইয়ের পর ওইটুকু সময়ও যদি সচেতনার পরিচয় দিতে পারত সান্তানার সৈনিকরা, ব্রাজিলকে হয়ত হতাশ হয়ে ফিরতে হত না।'

খেলার মান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, 'ভাবা হয়েছিল, এই ম্যাচটাই হয়ত শেষ পর্যন্ত ক্লাসিক পর্যায়ে উঠবে। প্রচণ্ড তাপ এবং মেক্সিকোর উচ্চতায় হয়ত ম্যাচ সেই পর্যায়ে পৌঁছয়নি, কিন্তু প্রতি-যোগিতার সেরা ম্যাচ বোধহয় এটাই।'

এই ম্যাচের আগে ফুটবল সম্রাট কিন্তু ফ্রান্সকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এমনকি একথাও তিনি লিখেছিলেন যে, 'মনে রাখলে ভাল করবেন, ফ্রান্সের মাঝমাঠে কিন্তু একজন বেশি খেলবে – কেননা মিশেল প্লাতিনি নামক ফুটবলারটি একাই দুজনের সমান। ও যা খুশি তাই করতে পারে।' পেলে মনে করেন, প্লাতিনিকে রুখতে সান্তানার উচিত অপেক্ষাকৃত তরুণদের দলে জায়গা দেওয়া।'

আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে, পেলের মতে, ইংল্যান্ড এগিয়ে। তিনি লিখছেন, 'প্রথমদিকে ইংল্যান্ড খারাপ খেলছিল ঠিকই, কিন্তু তারপর তারা আশাতীত উন্নতি করেছে। রবসন, উইলকিন্স দলে নেই, কিন্তু ওদের অভাব একেবারেই বুঝতে দিচ্ছে না দলের অন্যান্যরা। অসাধারণ টীমওয়ার্ক। আর্জেন্টিনার মারাদোনা আছে। ইংল্যান্ডেরও আছে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা লিনেকার – ঝুঁকি নিয়ে গোল তুলে নিতে যার জুড়ি নেই। আর আছে পিটার শিলটন দুপোস্টের মাঝে যে দাঁড়িয়ে থাকলে জায়গাটা অনেক ছোট মনে হয়।' তিনি লিখছেন, 'তার মানে কিন্তু এই নয় যে আর্জেন্টিনাকে আমি ছোট করে দেখছি। লড়াই হবে, এবং আমি সেটাই চাই।'

'জার্মানি- মেক্সিকো খেলায় লক্ষাধিক দর্শকের সমর্থন কিন্তু থাকবে মেক্সিকোর দিকেই। ওরা চাইবে কত তাড়াতাড়ি জার্মানীদের মাথা গরম করে দেওয়া যায়। ফাঁদে পা না দিলে নিঃসন্দেহে জার্মানিই এগিয়ে। আর, স্পেন বেলজিয়াম লড়াই আসলে বুত্রাগুয়েনো বনাম বেলজিয়ামের। এবং বেলজিয়ামই ফেবারিট।'

বিশ্বকাপের চূড়ান্ত ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ফুটবল সম্রাট লিখছেন 'এই প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং ঈশ্বরও দিতে পারবেন না। ডেনমার্ককে যে ফুটবলের জলদস্যু বলা হয়েছিল, তা ত একের পর এক গোল লুট করার জন্যই। কিন্তু স্পেনের বিরুদ্ধে তাদের হতাশ হতে হল। পেলের মতে, মেক্সিকো বিশ্বকাপে উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে আন্তর্জাতিক ফুটবলে মরক্কো এবং কোরীয়ার সাড়া জাগান পারফর্মেন্সের মতই ছিল ডেনমার্কের আধিপত্য। বেলজিয়ামের কাছে যদি রাশিয়াকে পরাজিত হয়, এমনকি ডেনমার্ককেও যদি মেক্সিকো ছাড়তে হয় স্পেনের কাছে মাথা নুইয়ে তাহলে আর কী বলার থাকতে পারে, আগাম মন্তব্য ত নয়ই।' এই প্রসঙ্গেই তিনি মারাদোনাকে আবার খোঁচা মেরে কৌতুক করে বলেছেন, 'আর্জেন্টিনার সেরা খেলোয়াড় দিয়েগো মারাদোনার মতে অবশ্য ডেনমার্কের শক্তি ইরাকের সমান! বিস্মিত হওয়া ছাড়া আমি আর কী করতে পারি।'

সবার মুখে বিলিয়ন ডলার প্রশ্ন

ব্রাজিল সরে যাওয়ার পর মেক্সিকোর উপস্থিত ফুটবল-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কেমন এক ধরনের নিরাপত্তার অভাব লক্ষ্য করছি! তাঁদের চিহ্নিত ফেবারিটরা একে একে সরে গেছে। রাশিয়া, ডেনমার্ক, ব্রাজিল, ইংল্যান্ড – সবাই নিজের দেশে ফেরার টিকিট কেটে নিয়েছেন। মেক্সিকো নেই, এটাও যেন হঠাৎ জেগে ওঠা একটা জাতিকে আবার ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। সত্যি বলতে এ প্রতিবেদন পাঠানর সময় মেক্সিকোর নানা শহরে শুধু আর্জেন্টিনা ফ্রান্স এবং মুষ্টিমেও বেলজিয়াম সমর্থকের দাপাদাপি। জার্মানরা খুব বেশি কথা বলবেন না! কোচ বকেনকে দারুণ হতাশ লাগছিল। আড়ালে অনেকে তাঁকে দোষারোপের চেষ্টা করছেন। তিনি নাকি মারাদোনাকে রোখার জন্য 'ডাবল-পুলিশম্যান' রাখতে পারতেন। এ প্রসঙ্গে প্লাতিনির মন্তব্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন – মারাদোনা অনেকবার নিজের হাফ থেকে খেলার চেষ্টা করেছে। ওকে 'মার্ক' করা এত সহজ হত না।

বেলজিয়ামকে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হিসেবে আর্জেন্টিনা গুরুত্ব দিতে রাজী নয়। মারাদোনা নিজে মুখ খোলেন নি। তবে গোলরক্ষক পুম্পিদো বললেন – আমাদের ডিফেন্সে ওদের ঢুকতে দেব না। বুরুচাগা এবং গ্যারে গল্প করার সময় জানালেন – বেলজিয়াম কাউন্টার-অ্যাটাকে আসুক, সেটাই চাই। তাতে কিং-মারাদোনার খুব সুবিধে হবে।

ফ্রান্স-জার্মানি সেমিফাইনাল ঘিরে কিন্তু মেক্সিকোয় দারুণ উত্তেজনা। অনেকের মন্তব্য – দলটার নাম জার্মানি। ওরা ঠিক সময় লড়াইয়ে ফিরে আসতে জানে। ফ্রান্স মোটেই 'ওয়াক ওভার' পাবে না। জার্মান কোচ বেকেনবাওয়ারের এটা স্ট্যাটেজি কীনা জানি না, বললেন – ফ্রান্সই ফেবারিট। ওরা ব্রাজিলকে মেরেছে। এই আত্মবিশ্বাসটাই কাজে লাগবে। তাছাড়া প্লাতিনি বেশিদিন নিজের ফর্ম থেকে দূরে থাকতে পারে না। তবে কথা দিচ্ছি আমার ছেলেরা লড়বে।

জার্মান শিবিরে চোট আঘাত নিয়ে কিছুটা সমস্যা। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বার্থহোল্ডকে লাল কার্ড দেখানর অভিশাপ। মেক্সিকো ম্যাচটায় অনেকে মনে করছেন টাই ব্রেকার অবধি গড়ান উচিত হয় নি। দশজনে বাড়তি পরিশ্রম না করতে হলে জার্মানি শেষমুহূর্তে ম্যাচ 'কিল' করতে পারত। তবে দলের দুই স্ট্রাইকার আলফস এবং ফয়লারের পারফরমেন্সে শুমাখার অখুশি। সরাসরি বলেন নি তবে যা ইঙ্গিত

মারাদোনা না প্লাতিনি?

মেক্সিকো থেকে জি সি দাসের প্রতিবেদন

তাঁরা কি চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য অপেক্ষা করছেন?

ফাইনালে সম্ভাব্য লাইন আপ কি হচ্ছে? এটাই এ মুহূর্তে লক্ষ ডলারের প্রশ্ন। বিশেষজ্ঞরা সরাসরি 'কমিট' করছেন না। তবে কথা বলে মনে হল সবাই চাইছেন ফ্রান্স-আর্জেন্টিনার লড়াই। এ প্রতিবেদন পাঠানর সন্ধ্যায় (২৩ জুন) ছবিটা তত স্বচ্ছ নয়। সেমিফাইনালের লড়াই ত দুদিন পর।

ডাঃ কার্লোস বিলার্দোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডকে হারানর পর আর্জেন্টিনা শিবিরে এখন কিন্তু এক ফোঁটাও দুশ্চিন্তা নেই। অনেকে মনে করছেন আর্জেন্টিনা ইংল্যান্ডকে নিয়ে যেভাবে ছেলেখেলা করেছে তাতে ওদের প্রকৃত শক্তি চেনা গেছে। হয়ত আরও কঠিন প্রতিপক্ষর বিরুদ্ধে মারাদোনা নিজেকে মেলে ধরবেন। গ্যারি লিনেকারকে ঘিরে ইংল্যান্ডের স্বপ্ন শরীর নিতে পারল



দিয়েগো মারাদোনা



মিশেল প্লাতিনি

করলেন তাতে মনে হল রুমেনিগের পারফরমেন্সেও তিনি হতাশ।

ফ্রান্স শিবিরে কিন্তু ব্রাজিলকে হারানর পরও সে অর্থে বিরাট উৎসবের মেজাজ নেই। অভিজ্ঞ কোচ মিশেল হিদালগো হয়ত চাইছেন কাপ হাতেই শেষ হাসি হাসতে! ফ্রান্স যতটা উচ্ছ্বাস তা মাঠে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে টাইব্রেকার জেতার পরই দেখিয়েছে। লুই ফার্নান্ডেজকে প্লাতিনির আলিঙ্গন ভোলা যাবে?

[illegible]কে ঘিরে একটা অদ্ভুত রহস্যের পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছে। কেউ জানাচ্ছেন না তাঁর এই আপাত নিস্পৃহতার কারণ। তবে মারাদোনা যেভাবে আর্জেন্টিনাকে টানছেন, ফরাসী শিবিরের বিশ্বাস প্লাতিনি সেমিফাইনাল থেকে তেমনই ধারাল হয়ে উঠবেন।

সুতরাং ফ্রান্স-আর্জেন্টিনা ফাইনাল হলে টকিং পয়েন্ট এটাই হবে মারাদোনা না প্লাতিনি?



বিশ্বকাপ : মাঠের বাইরে

রবসনকে পাঠান

প্রথম রাউন্ডের খেলা তখন্ও শেষ হয়নি, ইংল্যান্ড ম্যানেজার ববি রবসন একটা তারবার্তা পেলেন। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের চেয়ারম্যান মার্টিন এডয়ার্ড এই তারবার্তায় ইংল্যান্ড ম্যানেজারকে অনুরোধ করেছিলেন, 'দয়া করে এক্ষুণি ব্রায়ানকে ইংল্যান্ডে ফেরত পাঠান। এর মধ্যেই ওর কাঁধে অপারেশন না করতে পারলে আগামী লীগে ওকে 'ফিট' অবস্থায় পাওয়া যাবে না। তাতে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" দেখা যাচ্ছে ম্যাঞ্চেস্টার কর্তৃপক্ষের কাছে দেশের থেকে নিজেদের দলীয় স্বার্থ অনেক বড়।

লিভারপুল থেকে জুভেন্টাসে

ওয়েলসের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্ট্রাইকার ইয়ান রাশ লিভারপুলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করলেন। লিভারপুল এবার ইংল্যান্ডের লীগ চ্যাম্পিয়ন দল। রাশ এবার নতুন চুক্তি করলেন ইতালির জুভেন্টাসে টুরিনের সঙ্গে। চুক্তির মিয়াদ তিন বছর।

জুভেন্টাসের সঙ্গে আর এক বছরের চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন ফ্রান্সের অধিনায়ক মিশেল প্লাতিনি। গত মরসুমে জুভেন্টাসে লাউড্রাপের সঙ্গে তাঁর সুন্দর বোঝাপড়া ছিল। প্লাতিনি মনে করেন, লাউড্রাপ, রাশ এবং তাঁর কম্বিনেশন আগের চেয়েও জোরদার হবে।

ফুটবল ব্রাজিলীয়দের রক্তে

ব্রাজিলের ফুটবল তারকাদের দেখতেই শুধু ভিড় হচ্ছে তা নয়, অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, ব্রাজিলীয় সমর্থকদের দেখার জন্যও তাদের আশেপাশে ভিড় হচ্ছে। কারণ এক্ষেত্রেও একটি-ফুটবল ভেলকি. গুয়াদালাজারার রাস্তায় ভিড় দেখেই কৌতূহলী হলাম। চার-পাঁচজন ব্রাজিলীয় সমর্থক দুটো বল নিয়ে জাগলিং দেখাচ্ছেন। ওই দুটি বল তাঁরা একজন আর একজনকে দিচ্ছিলেন মাটিতে একদম স্পর্শ না করিয়েই। ওই অবস্থাতেই বল যখন বেশ ওপরে তাঁরা জামা খুলে পরে নিচ্ছিলেন আবার রিসিভ করার আগেই। কী আশ্চর্য, এক তরুণীও ওদের সঙ্গে যোগ দিয়ে একই কায়দায় ভেলকি দেখালেন। গুয়াদালাজারার রাস্তাতেই শুধু নয়, এরপর একই দৃশ্য চোখে পড়েছে মন্টেরো এবং আজটেক স্টেডিয়ামের আশেপাশে। সত্যি, সমর্থকদের দেখে এই বিশ্বাসই আরও দৃঢ় হয়, ফুটবল ব্রাজিলীয়দের রক্তে।

মেক্সিকো বিশ্বকাপ : দুটি চিত্র

মেক্সিকোই একমাত্র দেশ যেখানে দুবার বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আরও বেশি করে আমরা মনে রেখেছি এই কারণে যে, এখানেই ফুটবল সম্রাট পেলে খেলে গেছেন তাঁর শেষ বিশ্বকাপ উনিশশ সত্তরে। এবার কিন্তু মেক্সিকোয় দুটি চিত্র খুব পরিষ্কার। একদিকে যেমন মেক্সিকোর স্পেশাল টুপি, হাতে গীটার নিয়ে হাসিখুশি উচ্ছল মেক্সিকান এবং বিদেশীদের দেখা যাচ্ছে, অপর দিকে সদ্য ভূমিকম্পের থাবায় আক্রান্ত মানুষদেরও দেখা যাচ্ছে বিষণ্ণ মুখে ঘুরে বেড়াতে। এঁদের মধ্যেই কেউ কেউ অবশ্য নেমে পড়েছেন ছোট ব্যবসায়। স্টেডি-য়ামের আশেপাশেই তাঁরা ব্যস্ত থাকছেন স্যুভেনির অথবা স্মারক দ্রব্যের ব্যবসায়। বিক্রিও হচ্ছে ভাল। স্মারক হিসাবে বিদেশীরা এঁদের থেকে সংগ্রহ করছেন ভেঁপু, ফ্ল্যাগ অথবা মেক্সিকোর হাতে তৈরি টুপি।

ব্রাজিলীওরা জেগেছে ?

সাবধান, ব্রাজিলীওরা কিন্তু জেগেছে। গ্রুপ লীগের প্রথমদিকে চোট আঘাত জনিত সমস্যা থাকায় ব্রাজিল এখানকার দর্শকদের মন জয় করতে পারেনি। কিন্তু গ্রুপ লীগের শেষ ম্যাচে নর্দান আয়ারল্যান্ড এবং দ্বিতীয় রাউন্ডে ক্রমশ খেলার উন্নতি ঘটিয়ে ব্রাজিল নিজেদের জাত চিনিয়েছে। ব্রাজিল দলের খেলা দেখে যাঁরা তাঁদের কিছুতেই ফেবারিট আখ্যা দিতে পারেন নি, তাঁরা কিন্তু এবার দ্রুত মত বদল করে ওদেরই 'ফেবারিট' ভেবেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স ব্রাজিলের স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দিল।

নায়ক মারাদোনা

আর্জেন্টিনার নির্ভরযোগ্য মিডফিল্ডার মারাদোনার বিচক্ষণতা এবং ইতালির আলতোবেলির দুর্দান্ত স্কোরিং এবিলিটি বিশ্বকাপের গ্রুপ ম্যাচের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গ্রুপে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল, ফলাফল যাই হ'কনা কেন দক্ষিণ কোরিয়ার গতি। এই গতিময় ফুটবল মেক্সিকোতে দারুণ প্রশংসা পেয়েছে।

ইতালির বিরুদ্ধে ২-৩ গোলে হারার পর এই দলের কোচ কিম-জং-নাম বলেছেন, "আমরা ফিরে যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু আমরা আরও উন্নতি করব।'

বিয়াশির নায়ক পাওলো রোসি এবার ইতালির হয়ে একটি ম্যাচেও খেলেন নি। এমনকি অতিরিক্তের তালিকায়ও তিনি ছিলেন না।

মরক্কোর চমক

ফলাফল যাই হ'ক, বিশ্বকাপ ফুটবলে 'এফ' গ্রুপ থেকে মরক্কোর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ব্যাপারটা সকলেরই মনে থাকবে। আফ্রিকার সর্বপ্রথম দেশ হিসাবে মরক্কো দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌছয় পর্তুগালকে ৩-১ গোলে হারিয়ে এবং ইংল্যান্ড ও পোল্যান্ডের সঙ্গে ড্র করে।

মরক্কো দলের প্রধান শক্তি হলেন মহম্মদ টিমৌমি এবং আবদেল আজিজ। দুজনেই স্ট্রাইকারের পিছনে খেলেছেন।

এই দলের প্রশিক্ষক বলেছেন, "ইংল্যান্ড ও পোল্যান্ডের বিপক্ষে আমরা সেরা দক্ষতায় ছিলাম না, কিন্তু পর্তুগালকে বিপক্ষে আমরা আমাদের সেরা খেলাটাকে তুলে ধরতে পেরেছিলাম, এবং যোগ্য দল হিসাবে জিতেছিও।

'জেগে ওঠ, নাহলে ফিরে যাও'

দ্বিতীয় রাউন্ডে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে বেলজিয়ামের কোচ গাই থাইস তাঁর খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'হয় তোমরা জেগে ওঠ, নইলে দেশে ফিরে যাও! খেলোয়াড়দের মধ্যে অসন্তোষ ও মনোমালিন্য এই দলের মধ্যে প্রচন্ড মানসিক চাপ বাড়িয়ে দিয়েছে। বেলজিয়াম গ্রুপ লীগে পোল্যান্ডের কাছে তিন এবং রাশিয়ার কাছে এক গোলে হারলেও দ্বিতীয় রাউন্ডের প্রথম খেলাই তারা রীতিমত চমক দেখিয়েছে, শক্তিশালী রাশিয়াকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে।

কৃতজ্ঞ মিনারচিক

পোল্যান্ডের গোলরক্ষক মিনারচিক মরক্কোর খেলা দেখে রীতিমত মুগ্ধ। তিনি বলেছেন, "ওরা শুধু ভালই খেলেনি। ওদের এই খেলার জন্য পোল্যান্ড দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠার সুযোগ পেয়েছে। আমি ওদের কাছে কৃতজ্ঞ।"

যদিও পোল্যান্ড দ্বিতীয় রাউন্ডে ইংল্যান্ডের কাছে ৩-০ গোলে পরাজিত হয়।

অবসর নিচ্ছেন সিমনসেন

ডেনমার্কের তারকা ফুটবলার সিমনসেন এই বিশ্বকাপের পর অবসর নেবেন। দু বছর আগে প্যারিসে ইওরোপিয়ান কাপ চ্যাম্পিয়নশীপে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে খেলার সময় তাঁর পা ভেঙে যায়। চিকিৎসকরা বলেছিলেন যে, সিমনসেনের মাঠে ফেরা মুশকিল। ছোটখাট চেহারার দুরন্ত গতিময় এই ফরোয়ার্ড কিন্তু আশা ছাড়েন নি।

তিনি মাসের পর মাস ধৈর্য্য ধরে নানা ধরনের ব্যায়াম অভ্যাস করে আবার মাঠে ফিরে আসেন। নিজের খেলার পুনরোন্নতি ঘটিয়ে তিনি এবার জাতীয় দলের সঙ্গে মেক্সিকোতে এসেছেন। সিমনসেন অবশ্য সব সময় অতিরিক্তের তালিকায় থাকছেন। তবে না খেলতে পারায় তাঁর কোন দুঃখ নেই। তিনি বলেন, "আমরা এসেছি ত বাইশ জন, কিন্তু খেলবে ১১ জন। আমরা সকলে বন্ধুর মত। তাই এনিয়ে আমার কোন মাথাব্যাথা নেই।'

তিনি জানিয়েছেন যে পেশাদারী ফুটবল তিনি আর খেলবেন না। নিজের ক্লাবেই তিনি ফুটবল খেলবেন। তিনি আর বিদেশে যাবেন না। যদিও বিদেশের দু-একটি ক্লাব থেকে তাঁর অফার আছে।



আজটেক স্টেডিয়ামের বাইরে মেক্সিকো বিশ্বকাপের স্মারক বিক্রি চলছে ছবি: অমিয় তরফদার

'লাথালাথি নয়'

আর্জেন্টিনার অধিনায়ক দিয়েগো মারাদোনা বলেছেন। "আমরা এখানে ফুটবল খেলতে এসেছি। লাথালাথি করতে আসিনি। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে কেউ যেন রাফ ফুটবল খেলে খেলার সৌন্দর্যকে নষ্ট না করেন। এ ব্যাপারে রেফারিদের সতর্ক থাকতে তিনি অনুরোধ করেন।

আর্জেন্টিনার অপর গোল-গেটিং স্ট্রাইকার জর্জ ভালদানো বলেছেন, "উরুগুয়ের দুজন লালকার্ড দেখল, তবু ওরা কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাফ ফুটবল থেকে একচুলও সরেনি।"



সাংবাদিক সম্মেলনে আর্জেন্টিনার কোচ কার্লোস বিলার্ডো। ছবি: অমিয় তরফদার

দুই ইংরেজ গ্রেপ্তার

হোটেলের বিল না মিটিয়ে দেওয়ায় দুই ইংরেজ সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই দুই সমর্থক ৪০ হাজার পেসোর বিল না মিটিয়ে লুকিয়ে হোটেল থেকে পালিয়ে যান। সংগে সংগে পুলিসের কাছে ঘটনাটি জানান হলে তাঁরা পথেই ঐ দুই সমর্থককে গ্রেপ্তার করেন।

বমির শাকের শাস্তি

ইরাকী ফুটবল বমির শাক আগামী এক বছর কোন আন্ত-র্জাতিক ফুটবলে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না। বেলজিয়ামের কাছে পরাজিত হওয়ার পর ইরাকের যে তিন ফুটবলার রেফারির সংগে দুর্ব্যবহার করেন বমির তাঁদের একজন। বমিরের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তিনি রেফারির গায়ে থুথু ছিটিয়ে দেন।

ড্রিডের হাড় ভেঙেছে

এবারের বিশ্বকাপে এ পর্যন্ত গোলকীপারদের মধ্যে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আলজেরিয়ার গোলরক্ষক ড্রিডকে সান জোস। তাঁর অনবদ্য গোল রক্ষা সবারই প্রশংসা কুড়িয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর স্পেনের বিরুদ্ধে খেলতে গিয়ে তাঁর তিনটি পাঁজরের হাড় ভেঙেছে। সম্প্রতি তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

বেয়ারজোত ক্ষুব্ধ

ইতালির কোচ বেয়ারজোত প্রথম রাউন্ডের তিনটি ম্যাচে চার গোল খাওয়ার জন্য গোলরক্ষক গিওভানি গালিকে অভিযুক্ত করেছেন। এমন খবর এখানকার কয়েকটি সংবাদপত্রে ছাপা হওয়ায় দারুণ ক্ষুব্ধ হয়েছেন বেয়ারজোত। তিনি বলেন, "এ ধরনের অপপ্রচার কেন, আমার খেলোয়াড়দের সংগে টেকনিক্যাল ব্যাপারে আলোচনা বা তর্ক করতে পারি কিন্তু বানান কিছু গল্পে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে মনোবল এবং সময় নষ্ট করতে চাই না। তিনি সাম্প্রতিক রিপোর্টটিকে 'নির্বোধ' আখ্যা দিয়ে বলেন, খেলোয়াড়দের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব আমার। আমি গালির পারফরমেন্সে এখনও পর্যন্ত সন্তুষ্ট। দোষ [illegible] মত কোন অপরাধই সে [illegible] দারুণ দারুণ শটে সব গোল হয়েছে।

গোলদাতাদেরই কৃতিত্ব দেওয়া উচিত। গোলরক্ষককে দোষ দেওয়া নয়।'

ম্যুলারের প্রশংসায়

এই মেক্সিকোতে এর আগে যুব বিশ্বকাপে খেলে জিতে গেছেন ব্রাজিলের কুড়ি বছর বয়সী ছটফটে স্ট্রাইকার ম্যুলার। পোষাকী নাম লুই আন্তনিও কোস্টা। জার্মানির দুর্ধর্ষ স্ট্রাইকার গার্ড ম্যুলারই ওঁর আদর্শ। তাই এই নামটিই তিনি ব্যবহার করে থাকেন।

সম্প্রতি ম্যুলারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন কোচ সান্তানা। 'আইরিশদের সঙ্গে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ায় ব্রাজিলের শক্তি অনেকটাই কমে গিয়েছিল। কিন্তু আবার ফিরে আসায় আমি প্রকৃতই খুশি। আক্রমণে আবার বাড়তি গতি এবং তীক্ষ্ণতা ফিরবে।'

পেলে-ব্যাঙ্কসকে মনে করালেন

মেক্সিকো ও বুলগেরিয়ার ম্যাচে সবাই এক ঝটকায় ফিরে গিয়েছিলেন ১৬ বছর আগে বিশ্বকাপের আসরে। সত্তরের এই মেক্সিকো বিশ্বকাপে পেলের একটি অনবদ্য গোল বাঁচিয়ে দিলেন গর্ডন ব্যাঙ্কস। আর সেদিন পেত্রভের হেড ক্যারিয়স দুর্দান্তভাবে বাঁচিয়ে ১৬ বছর আগের কথাই মনে করিয়ে দিলেন। তাই পেত্রক ও ল্যারিয়সকে ধন্যবাদ।



চিত্র সাংবাদিক অমিয় তরফদারের ক্যামেরায় ছবি তুলতে ব্যস্ত আর্জেন্টিনার অতিরিক্ত দুই খেলোয়াড়

বিলার্দোর প্রশংসা

'দিয়েগো মারাদোনা আজ আর্জেন্টিনার যুব শক্তির কাছে একটি দৃষ্টান্ত, বিশ্বের তরুণদের কাছে আদর্শ। আমাদের দেশের কিশোররা ওর জন্য গর্ববোধ করতে পারে। ওদের উচিত, মারাদোনার পায়ের ছাপ অনুসরণ করা।'

প্রি কোয়াটার ফাইনালে উরুগুয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচের শেষে এই কথাগুলি বলেন আর্জেন্টিনার কোচ ডাঃ বিলার্দো।

গোটা দলের প্রশংসা করলেন, বিলার্দোর স্তুতি সবচেয়ে বেশি করেছে মারাদোনা সম্পর্কে। তিনি বলেছেন, "মারাদোনা গোটা দলের প্রাণ, হৃদয়। উরুগুয়ের বিরুদ্ধে যে কতটা টেনশন ছিল, তা আমি বুঝি। কিন্তু আমার ছেলেরা অনায়াসে তাদের হার মানিয়েছে।

'দোষ ডিফেন্ডারদের'

বেলজিয়ামের কাছে অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের জন্য বেলানভ দলের পুরো রক্ষণভাগকে দায়ী করেছেন। তিনি মনে করেন ওরা ঠিকভাবে খেলতে পারলে এমন ফলাফল কিছুতেই হত না।

অবশ্য একই কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া গেল লোবোনক্সির কণ্ঠেও। 'সত্যি কথা, বিশ্বাস করতে পারছি না, আমার ছেলেরা এত বড় ভুল করতে পারে। পরাজয়ের মূলে এটাই'।

আর ঘড়ির দিকে তাকাতে হবে না

সম্ভব হলে ফুটবল খেলাটা আবার শুরু করতে পারতাম। তবু জন্মদিনে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলতে ভালই লাগল। বিদায় লগ্নটা মন্দ নয়। কথাগুলি পোলান্ডের গোলরক্ষক প্যাট জেনিংসের। তিনি বলেন, "এই প্রথম আমি সত্যিই স্বাধীন। তেইশ বছর পেশাদারী ফুটবল খেলার পর আমাকে আর ঘড়ির দিকে তাকাতে হবে না, ভাবতে হবেনা ক্রীড়াসূচীর কথা ফুটবল বিশ্বের সেরা খেলা কিন্তু একই সঙ্গে ক্লান্তিকর

ফুটবল-পালোয়ান

লিওভেগিন্ডো'গামা জুনিয়রের বয়স ৩২ হলেও, এখনও ব্রাজিল রক্ষণভাগের স্তম্ভ। এবছরও তিনি দারুণ ফুটবল খেলেছেন। এক ব্রাজিলীয় সমর্থকের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল জিকোকে নিয়েই। সমর্থকটি জানাল, 'গামা জুনিয়র এখন সিনিয়র গামা। ব্রাজিল দলে ত তাঁর কমদিন হল না!' আমি বললাম "আসলে তিনি গামা-পালোয়ান।' সমর্থকটি হেসে বললেন জুনিয়র হোক আর সিনিয়র – প্রথম দিন থেকেই জিকো হচ্ছে ফুটবল-পালোয়ান।'



ছবি: অমিয় তরফদার

'মাঠের বাইরে......ক্রিজ'। ডেনমার্কের সমর্থককে ফিফার অন্যতম কর্মকর্তা

স্পিড বেড়েছে, স্কিল কমেছে

প্রসূন ব্যানার্জি

মেক্সিকো না যেতে পারলেও রোজ রাতে মেক্সিকো পৌছে যাচ্ছি দূরদর্শনের নৈপুণ্যে। দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা। আটাত্তর এবং বিরাশির বিশ্বকাপের ভিডিও ক্যাসেট, এখনও সময় পেলে বাড়িতে দেখি। তখনও দেখেছি। তবে, একথা জানাতে একটুও দ্বিধাবোধ করছি না যে এত স্পিডে ফুটবল খেলতে এর আগে দেখিনি। পাশাপাশি এটাও বলতে হবে যে খেলার মান বিরাশির তুলনায় কিছুটা কমে গেছে। আমি স্কিলের কথা বোঝাতে চাইছি। গতি-নির্ভর ফুটবলে ক্রমশঃ শিল্প কমে আসছে। এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য রেফারিদের হাতে অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগে এ খবর শুনে খুশি হয়েছিলাম। এই লেখা লিখছি কোয়ার্টার ফাইনালের খেলাগুলি হয়ে যাওয়ার পর। স্পষ্ট করেই বলছি– রেফারিরা একটু বাড়াবাড়ি করছেন। অনেক ক্ষেত্রে উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাতে দেখে বিস্মিত হয়েছি। খেলার কথায় আসা যাক। অনেক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেছে। হাঙ্গেরিকে ৬–0 গোলে হারিয়ে সোবিয়েত ইউনিয়ন তাঁদের যাত্রাপথ শুরু করেছিল। অপ্রত্যাশিত নয়? ডেনমার্কের ফুটবলাররা ৬–১ গোলে হারাল উরুগুয়েকে। ম্যাচ দেখতে দেখতে চমকে উঠেছিলাম। অপ্রত্যাশিত ঘটনা শুরু থেকেই এবার ঘটছিল, শেষ পর্যন্ত কোয়ার্টার ফাইনালের শেষে চারটি টীমকে আমরা পেয়ে গেলাম– পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, আর্জেন্টিনা এবং বেলজিয়াম। ২৫ জুন ভোর রাতেই আমরা জেনে যাব ছিয়াশির বিশ্বকাপের ফাইনালে কোন দুটি দল খেলবে?

গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইতালি এবার খেলতে এসেছিল তাদের গতবারের সেরা ছজন ফুটবলারকে দেশে রেখে। ইতালির ডিফেন্সের কথা আমরা সবাই জানি। এবার কিন্তু ইতালির ডিফেন্সে প্রচুর ফাঁক দেখা গেছে। তবে, হ্যাঁ, আলতোবেলিকে ভাল লাগল। রোসিকে দেখার প্রবল ইচ্ছে ছিল। দুর্ভাগ্য, বিরাশির নায়ককে ছিয়াশিতে দেখতেই পেলাম না।

পশ্চিম জামার্নি দলে তেমন কোন সুপারস্টার নেই। তবুও ওদের খেলায় চমৎকার বোঝাপড়া দেখে ভাল লাগছে। পশ্চিম জার্মানি যথেষ্ট ব্যালান্সড সাইড। ওদের যা ক্ষমতা, তা কিন্তু ওরা মেক্সিকোর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেনি। টাই ব্রেকারের মাধ্যমে পশ্চিম, জার্মানি বনাম মেক্সিকোর খেলার মীমাংসা হয়েছে। ম্যাচ এতদূর গড়াবে ভাবিনি।

ফ্রান্স ব্রাজিলকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে। সেদিন কিন্তু যোগ্য দল হিসাবে ফ্রান্স জেতেনি। কিন্তু, ইতালির বিপক্ষে ওরা নিজেদের সেরা ফর্মে মেলে ধরতে পেরেছিল। প্লাতিনি – জিরেস – তিগানা মাঝমাঠে এমন তিনটি নাম ঘোরাফেরা করলে মাঝমাঠ যে সবল হবে তা সহজেই বলে দেওয়া যায়। এবার, প্লাতিনি এখনও পর্যন্ত নিজের সেরা ক্ষমতায় পৌছননি। তবে, মাঝমাঠে যেটুকু ফাঁক দেখা গেছে তা কিন্তু অসাধারণ নৈপুণ্যে ফার্নান্ডেজ ভরিয়ে দিয়েছে।

আর্জেন্টিনা টীম মারাদোনা-নির্ভর। একথা এখন আর কাউকে নিশ্চয় বুঝিয়ে বলতে হবে না। টীমে তারকার সংখ্যা কম হলে কি হবে আর্জেন্টিনা কিন্তু সবচেয়ে সঙ্ঘবদ্ধ ফুটবল উপহার দিয়েছে। মাঝমাঠে প্রচুর ছোট ছোট পাস খেলে ওরা বিপক্ষ পেনাল্টি বক্সে পৌছে যাচ্ছে। কিন্তু, কখনই ওদের মনে হচ্ছে না যে ওয়ার্ল্ড বিটার। লাতিন আমেরিকার ঘরানার ফুটবল খেলে মারাদোনার আর্জেন্টিনা আমাদের খুশি করছে। তবে, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষের দিকে হঠাৎ ওঁরা কুঁকড়ে গিয়েছিল কেন তা আমি এখনও বুঝতে পারছি না। মনে রাখা দরকার, আর্জেন্টিনা কিন্তু সেই সময় দু গোলে এগিয়ে ছিল।



ইতালি বনাম আর্জেন্টিনা। ব্রুনো কন্তি বনাম ভালদানো ছবি: অমিয় তরফদার

ইংল্যান্ডের 'প্রফেশনাল অ্যাপ্রোচ' সম্পর্কে গোটা বিশ্ব ওয়াকিফহাল, পিটার শিলটন চমৎকারভাবে ইংল্যান্ডকে নেতৃত্ব দিয়েছে, হঠাৎই তারকার আসনে আমরা লিনেকারকে দেখতে পেলাম। একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে ইংল্যান্ডের ফুটবলারদের একসূত্রে গাঁথতে পেরেছিলেন কোচ ববি রবসন।

বেলজিয়াম এই প্রথম সেমিফাইনালে উঠল। ডার্ক হর্স কি একেই বলে? নব্বই মিনিট পর্যন্ত বেলজিয়ামের ফুটবলাররা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এত ভাল শ্যুটিং অন্য কোন টীমের নেই। খেলার বৈচিত্রের অভাব। কিন্তু ফুটবলারদের লড়াকু মানসিকতায় আমি মুগ্ধ।

সোবিয়েত রাশিয়ার বিদায়ে খারাপ লাগছে। দুর্ভাগ্য। অপেশাদার মনোভাব এবং রেফারির জন্য ওদের অপ্রত্যাশিতভাবে বিদায় নিতে হয়েছে। ওদের পরিশ্রমী ফুটবলাররা নিজেদের পরিশ্রমের মূল্য পেল না। মাঝমাঠের সঙ্গে ডিফেন্সের চমৎকার বোঝাপড়া দেখলাম।

লাউড্রাপ এলকজায়ের লারবি মোলবি এক একটি ঝড়ের নাম, ডেনমার্কের এই ঝড় বিপক্ষ টীমগুলিকে বিধ্বস্ত করেও সেমিফাইনালে পৌছতে পারেনি শুরু থেকেই নিজেদের নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য। ওদের সুইপার ব্যাক ওলসেনকে সবার ভাল লাগতেই হবে।

আফ্রিকার দুটি দেশ আলজেরিয়া এবং মরক্কোকে আমরা এই বিশ্বকাপে খেলতে দেখলাম। ব্রাজিলের বিপক্ষে আলজেরিয়া হেরে গেছে ঠিকই, কিন্তু দর্শকরা ওদের মুক্তকণ্ঠে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তবে, এশিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে ইরাক হতাশ করেছে। তবে, দক্ষিণ কোরিয়া তেমনিভাবেই এশিয়াবাসী-দের গর্বিত করেছে।



স্বপ্ন অর্থ এবং শংকা

অলক চট্টোপাধ্যায়

স্বপ্ন দেখার কোন প্রচারিত নিয়ম নেই। ঠিক দুপুর বেলায় রাস্তায় বাসের জন্যে প্রতীক্ষায় থাকা বেকার যুবক, রাতে মাথার প্রায় না থাকা ছাদের নীচে প্রাচীনও ছেঁড়া কাঁথায় শরীর মুড়ে শুয়ে থাকা বালক কিম্বা ঝলমলে আসবাব পত্রের ঘর এবং তারই একপাশে বড় জানলার কাছে পরবর্তী আনন্দ অনুষ্ঠানে মত্ত হওয়ার ফাঁকে সামান্য আনমনা ধনীর দুলাল – সকলেই চমৎকার স্বপ্ন দেখতে পারেন।

এই সব স্বপ্ন যদি সর্বাংগীন আধিপত্য বিস্তারকারী বিশ্বকাপ অর্থাৎ ফুটবল নিয়েও হয় সেক্ষেত্রেও কিছু বলার নেই। বিশ্বকাপ ফুটবল বেশ অনেকদিনের ব্যাপার, মানে প্রতিবারই মনে হয় যেন শেষই হতে চাইছে না, এই বর্ষার অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মত। প্রতিযোগিতার শুরুর আগেও শুরু আছে, বড় ব্যাপার তো সেইজন্য বহু আগে পাঁয়তারা ভাঁজতে হয়। এবারের, অর্থাৎ ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপের শুরু হয়েছিল ১৯৮৪ সালের ২ রা মে, নিকোসিয়ায়, যোগ্যতা অর্জনকারী খেলায় অস্ট্রিয়া হারিয়েছিল সাইপ্রাসকে, ২-১ গোলের ব্যবধানে। তারপর খেলতে খেলতে অন্যদের হারাতে হারাতে ২৪ দলের বিশ্বকাপের ফাইনাল পর্যায়ের খেলায় ব্যস্ত হয়েছে, ৩০ দিনে খেলবে ৫২ টি ম্যাচ।

এবারের বিশ্বকাপে শেষ চারটি ম্যাচের আগে লিখছি, সুতরাং বিস্তর ম্যাচ দেখা হয়েছে। ভাল ম্যাচ দেখিনি তা নয় তবে আঘাত-প্রধান এবং এলোমেলো শ্যুটিং-এর ম্যাচই বেশি। ভ্যাপসা গরমে বদ্ধঘরে দিন কেউ মনে রাখেন না, মনও এইসব দিন পছন্দ করে না। অসহ্য উত্তাপের পর হঠাৎ দমকা হাওয়ায় খুলে যাওয়া জানলা দিয়ে বৃষ্টির জল, বৃষ্টি-চূর্ণ হাওয়া আসার মত কোন কোন ম্যাচ দেখেছি এবং অন্ধকারে বিদ্যুৎ চমকের মত কয়েকটি গোল আমাদের অনেক অনেকদিন মনে থাকবে। নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্রাজিলের জোসিমারের গোল অথবা বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে মেক্সিকোর নেগ্রেদের বাঁ-ভলির গোল – এ পৃথিবী একবার পায় তারে পায় নাকো আর। রক্তের স্বাদ পেয়ে গেলে বাঘের আকাংখা যেমন তীব্রতর হয়, তেমনই চেয়েছি তারে। পাওয়া গেল আরও একবার স্কটল্যান্ড যুদ্ধে হেরে যাওয়া মারাদোনার আর্জেন্টিনা নিশ্চিন্ত ভাবেই ইংল্যান্ডের চেয়ে ভাল দল, কিন্তু দ্বিতীয় রাউন্ডে উৎসাহিত লিনেকার গোলপ্রদ খেলা খেলতে থাকায় দু-দলের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা অধিকতর মনোযোগ দিয়ে দেখতে হয়েছিল এবং সেখানেই মারাদোনার দ্বিতীয় গোলটি দেখা গেল। ঘোড়ায় চড়া রাজপুত্রের তলোয়ারে পর পর রাক্ষসের মন্ডু কাটা পড়তে শেষ পর্যন্ত রাক্ষস-প্রধানের নিহত হওয়ার মত পিটার শিলটনেরও পতন ঘটল। স্টেডিয়ামে কোথাও হয়ত ইউনিয়ন জ্যাক উড়তে উড়তে স্থির হয়ে গেল, প্রাণ-ভোমরা এক কোপে কেটে ফেললে রাক্ষসের প্রাণহীন দেহ ধপাস করে পড়ে যাওয়ার মত। ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়দের রাক্ষস খোক্কস বলার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না, কিন্তু মারাদোনাকে তো রাজপুত্র না বলে উপায় নেই। খেলা শুরুর পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা কিন্তু বুঝে ফেলেছিলাম ইংল্যান্ড কার বিরুদ্ধে খেলছে। অনেক ম্যাচ, রেফারির বকুনি, সমর্থকদের গোলমাল ইত্যাদি কিছুই হয়ত শেষ পর্যন্ত মনে থাকবে না, কিন্তু এই সব গোল? স্বপ্নের পাওয়া গানের কলির মত বাজবে মনে মনে অনেকদিন।

●

পাড়ার ক্লাব বা স্থানীয় স্কুলের জন্যই শুধু পৃষ্ঠপোষক দরকার হয় তা নয়, বিশ্বকাপের মত বিরাট প্রতিযোগিতায় এ ধরনের সাহায্য প্রয়োজন হয়। সার্থক অর্থে এখন বিপুল অর্থ ব্যয় করা পৃষ্ঠ-পোষকদের নামই হচ্ছে স্পনসর। তবে পাড়ায় ক্লাব বা স্কুলের কর্তা হওয়ার চেয়ে অনেক সরাসরি স্বার্থের সম্পর্কে বাঁধা থাকেন এই সব স্পনসর বা আর্থিক সহয়তাদানকারীরা। বিজ্ঞাপন ছাড়া এই মুহূর্তের পৃথিবী অচল। বিজ্ঞাপন ছাড়া এখন কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। মনোরঞ্জন একই সংগে অবগতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং তাতে নিশ্চয়ই ক্রয়োৎসাহ বাড়ে নইলে বিজ্ঞাপনদাতারা এত বিপুল অর্থ ব্যয় করবেন কেন? ১২ টি বিশ্বকাপের মধ্যে পাঁচবার আয়োজনকারী দেশ হিসাবে বিশ্বকাপ জিতেছে উরুগুয়ে ইতালি, ইংল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানি এবং আর্জেন্টিনা, এবার মেক্সিকো জিতছে না এখবর পাওয়ার পরই লিখতে বসেছি।


মারাদোনা

কিন্তু মেক্সিকোর বাণিজ্য হচ্ছে, হয়েছে বেশ বিশাল টাকার। মোট বারটি সংস্থা এবারের বিশ্বকাপের স্পনসর। অ্যান হেউসার-বুশ, কোকা-কোলা, জিলেট যুক্তরাষ্ট্র: আর জে রেনল্ডস (ক্যামেল)। জাপান: ক্যানন, ফুজি, জে ভি সি, সিকো। ইউরোপ: সিনজানো, জি এম/ওপেল, ফিলিপস। কানাডা: বাটা বিজ্ঞাপনের জন্য বিশাল টাকা কেমনে আসে যায় তা প্রকাশ করা হয়েছে। একটি ছোট বিশ্বস্ত সূত্র নির্ভর সংবাদে জানা গেছে যে ১১৭ যোগ্যতা অর্জনকারী খেলা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে বিজ্ঞাপনের বোর্ড ব্যবহারের জন্য একটি সংস্থাকে নাকি ১ কোটি ডলার ব্যয় করতে হয়েছে।

বিজ্ঞাপন দাতাদের ধ্যান ধারণাও কিঞ্চিৎ বদলাচ্ছে এবং কেউ কেউ জন সাধারণের ধারণাও বদলে দিতে চাইছেন যেমন, 'বাটা' তাদের আন্তর্জাতিক ব্যবসা বা কাজকর্ম তুলে ধরতে চাইছেন। পৃথিবীর ৯২ টি দেশে বাটার জুতো বিক্রি হয়, প্রত্যেকটি দেশের মানুষ ভাবেন বাটা শুধু সে দেশেই জুতো আবিষ্কার ও সরবরাহ করছে। এবারের বিশ্বকাপে বিজ্ঞাপন মারফৎ বাটা এই ধারণা ভেঙে দিতে চেয়েছে। বাটার মার্কেটিং প্রজেক্ট অফিসার ওলানা মরেইলির সেইরকমই ধারণা।

আনন্দ ও দুঃখ তীব্রতর হলেই সংঘাত বাধার সম্ভবনা, আর কে না জানে যে সংঘাতে আঘাত করার সময় মানুষের সভ্যতা এবং বিবেচনা একদমই কাজ করেনা। গত বছর ব্রাসেলসে ৪২ জন দর্শকের মৃত্যু এবং ৩০০ জন আহত হওয়ার ঘটনায় প্রায় একই সময়ে (সেই মাসেই) মেক্সিকো সিটিতেই একটি ফুটবল ম্যাচের পর ৮ জন ফুটবল সমর্থক একটি সরু সুরঙ্গের মধ্যে আটকে পড়ে মারা গিয়েছিলেন। এবারে তাই কঠোর রক্ষন বা নিরাপত্তার বন্দোবস্ত হয়েছে। গোটা দেশ জুড়ে ৩০ হাজার পুলিস প্রস্তুত, এর জন্যে খরচ হবে মাত্র ৬০ লক্ষ ডলার। খুব সস্তায় তো শংকাহীন হওয়া যায় না, তাইই এই ব্যবস্থা।

এ পর্যন্ত বিরাট গন্ডগোল কিছু ঘটেনি, এ পর্যন্ত ব্রাজিল ফ্রান্স ম্যাচ ছাড়া অসাধরণ উত্তেজনাময় উঁচুদরের ফুটবল ম্যাচ (ব্যক্তিগত দক্ষতার বিক্ষিপ্ত উদাহরণ বাদ দিচ্ছি) দেখা যায়নি, রেফারিরাও ডুবিয়েছেন বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে সুতরাং ফাইনালে আমরা এসব চাইনা, শুধু টানটান অবস্থায় স্বপ্ন দেখতে চাই, এমন কিছু স্বপ্নের গোল যা মনে হবে স্বপ্নেই সম্ভব, বাস্তবে নয়।

'কে কী বললেন, তাতে কিছু যায় আসে না। আমি এরকমই, মনের ভেতরটা হুবহু বাইরে প্রকাশ করতে ভালবাসি। লুকিয়ে পান করব আর আদর্শ মানুষ হিসাবে বাইরে প্রকাশ করব– আমি অন্তত এমন মানুষ নই।'

পানরত ব্রাজিলীয় তিন ফুটবলারের (তারমধ্যে সক্রেটিসও আছেন) প্রকাশিত রঙিন ছবি প্রসঙ্গে সক্রেটিস

●

'হাসিই আমার একমাত্র উত্তর। এধরনের খবরের প্রতিক্রিয়া হাসি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।'

খেলার সরঞ্জাম উৎপাদনকারী সংস্থা থেকে বার লক্ষ টাকা নেওয়ার প্রকাশিত খবরের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে ফিফা সভাপতি জোয়াও হ্যাভেলাঞ্জ

●

'আমাদের ডিফেন্ডাররা বাচ্চাদের মত খেলেছে। একের পর এক কীভাবে তারা বেলজিয়ানদের সেন্টারের কাছে পরাস্ত হয়েছে ভাবা যায় না!'

বেলানভ

●

'স্পেনের সংগে এরকম কিছু করতে পারলে খুশি হব। তবে তার চেয়েও বেশি ভাল লাগবে অবশ্যই বিশ্বকাপ জয়।'

যুগোস্লাভিয়াকে ৫-০ গোলে হারানর পর লাউড্রাপ

●

'আমি ভুল করতে পারব না। ভুল করাকে আমি ঘৃণা করি। যা ভুল, তা যদি ভুল হিসাবে স্বীকারই করি, তাহলে সেটা করতে যাব কেন?'

জার্মানির গোলরক্ষক টনি শ্যুমাখার

●

'ফ্রান্সকে যথেষ্ট সমীহ করি, কিন্তু এটা মানতে রাজি নই যে, অন্যদের ভয় দেখানর ক্ষমতা ওদের আছে। ইতালি খারাপ খেলার জন্যই ফ্রান্স জিতেছে।'

ফ্রান্স-ইতালিকে ২-০ গোলে হারানর পর দিয়েগো মারাদোনা

●

'ইংল্যান্ডের সংগে ম্যাচ মানে শুধু খেলাই। এর বেশি কিছু নয়। ফুটবল আর রাজনীতিকে এক করবেন না। আমরা এখানে ফুটবল খেলতে এসেছি, দুদেশের মধ্যে যাবতীয় সমস্যা সমাধান করতে নয়।'

কোয়ার্টার ফাইনালে দুদেশের তিক্ত সম্পর্কের প্রভাব পড়বে? এই প্রশ্নের জবাবে আর্জেন্টিনার কোচ কার্লোস বিলার্ডো

●

'আমি জানতে চেয়েছিলাম, আমার ভবিষ্যৎ কী? বদলি খেলোয়াড়ের ভূমিকা আমার কাছে কোন স্থায়ী সমাধান নয়। আমার বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ নেওয়া আছে কোন কিছুতেই ব্যথা অনুভব করি না। আমি জানি না, নব্বই মিনিট খেলতে পারব কিনা। আমার কাছে বিস্ময়কর কিছু আশা করা অন্যায় হবে, কিন্তু আমি সিংহের মত লড়াই করব।'

রুমেনিগে

●

'নিজের সম্পর্কে বলা আমার পছন্দ নয়। প্রচারের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতেও ভাল লাগে না, যদিও ব্যাপারটায় অভ্যস্ত হতেই হবে।'

মিশ্রেল লাউড্রাপ



'রবিবার যদি আপনাদের কাজ না থাকে, মাঠে আসুন, দেখুন। আমরা আর ফিরে তাকাতে রাজি নই।'

আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে কেমন খেলবে ইংল্যান্ড – এই প্রশ্নের উত্তরে ইংল্যান্ডের কোচ ববি রবসন।

মন্তব্য

'নিঃসন্দেহে কঠিন। ইংল্যান্ডের শক্তিকে আমি শ্রদ্ধা করি। তবে আমার দল কঠিন কাজই সহজে করে।'

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কেমন খেলবে আর্জেন্টিনা – এই প্রশ্নের উত্তরে আর্জেন্টিনার কোচ কার্লোস বিলার্ডো



'মন্থরতা সক্রেটিসকে গ্রাস করে ফেলেছে। তার জন্যই আমাদের গতি হারিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের সমস্যায় ফেলার সুযোগ প্রথমার্ধে পোল্যান্ডকে আমরাই করে দিয়েছি, এবং সেটা ঘটেছে সক্রেটিসের জন্যই।'

পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচের পর ব্রাজিলের কোচ তেলে সান্তানা

●

'দারুণ খেলা ফুটবল। বলের প্রতি ভালবাসা এবং আক্রমণাত্মক মনোভাবই ফুটবলকে এমন উত্তেজক এবং দর্শনীয় করে তুলেছে।'

সক্রেটিস

●

'জয়ের উদগ্র বাসনা, যে কোন দুরূহ কোণ থেকে গোল করার ক্ষমতা এবং রক্ষণাত্মক নীতিকে ঘৃণা ও অপছন্দ করাই আমাদের সবার চেয়ে আলাদা করে রেখেছে। অন্য কিছুকে আমরা মনে করি ক্লান্তিকর একঘেয়ে।'

সক্রেটিস

●

'যেই কাপ জিতুক, তারা বিরাশির বিশ্বজয়ীদের কাছ থেকে তা পাচ্ছে না। পাচ্ছে একদল ভূতের কাছ থেকে যারা এ প্রতিযোগিতায় কারও মনেই ভীতির উদ্রেক ঘটাতে পারেনি।'

ইতালির পরাজয়ে 'গেজেটা'

●

'গত কুড়ি বছরে এত খারাপ ফল আর হয়নি। ছেষট্টির বিশ্বকাপে উত্তর কোরীয়ার কাছে আমাদের হারও এতখানি হতাশাব্যঞ্জক ছিল না।'

ইতালির পরাজয়ে 'দি ডেইলি রিপাব্লিকা'

●

'খেলাধুলোয় সুখ আর দুঃখের দিনের মধ্যে একটা ভারসাম্য থাকেই। গত চল্লিশ বছরের কথা ভাবলে আমি বলতে পারি, আমি খুশিই।'

ফ্রান্সের কাছে পরাজয়ের পর সাংবাদিক সম্মেলনে ইতালির কোচ এনজো বেয়ারজোত

●

'ইংল্যান্ডের কাছে হারায় লজ্জা কীসের? শক্তিশালী একটা দলের সংগে লড়াই করে হেরেছি। লজ্জা নয়, বরং গর্ব হচ্ছে– আমার দলের জন্য। বিশ্বকাপে আঠাশ বছর অনুপস্থিত থাকার পর, শেষ ষোলয় পৌঁছে যাওয়াটা বিরাট সাফল্য।'

প্যারাগুয়ের কোচ কায়তানো রে

●

'ইতালির ছেলেদের আমি ব্রাজিলীয়ানদের পর্যায়ে মনে করি না। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য কখন কীভাবে খেলতে হয়, সেটা ব্রাজিলীয়রা জানে, আমাদের ছেলেরা নয়।'

ইতালির প্রাক্তন ফুটবল নক্ষত্র গিগি রিভেরা

●

'জয় এবং পরাজয়কে আমি একইরকমভাবে বিশ্লেষণ করতে শিখেছি। ফ্রান্সকে অভিনন্দন! আমরা হেরেছি ওদের সৃজনশীলতা ও গতির কাছে। ওরা সব বিভাগেই আমাদের চেয়ে ভাল, এটা স্বীকার করে নিচ্ছি।'

প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্সের কাছে পরাজয়ের পর ইতালির কোচ এনজো বেয়ারজোত

●

এখানে অনেকেই রয়েছে। যারা আমার চেয়ে অনেক বড় ফুটবলার। চারটি গোল কখনও প্রমাণ করে না যে আমিই সেরা।'

বুধবার ম্যাচের শেষে বুত্রাগুয়েনো

লন্ডন থেকে ফিরে অরুণলালের বিশেষ প্রতিবেদন

ধন্যবাদ কপিল : ঐতিহাসিক জয় এবং দুর্দান্ত ব্যাট উপহারের জন্য



সুইজারল্যান্ডে যেমন বছরের যে কোন সময়ে যাওয়া যায়, কিছু আবহাওয়া-বিশারদ উপদেশ দেন গ্রীষ্মের এ সময়টা ইংল্যান্ড বেড়াতে যাওয়ার পক্ষে উপযুক্ত নয়। কনকনে শীতের কামড়টা কমে না বলে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ক্রিকেট দলগুলি ইংল্যান্ড সফরটা এ সময় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। বোলাররা নাকি বল নিখুঁতভাবে 'গ্রিপ' করতে অসুবিধেয় পড়েন।

তবু ইংল্যান্ড বেড়াতে যাওয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ না করে পারি নি। কারণটা এটাই – ভারতীয় ক্রিকেটাররা বেশ কিছুদিন সফর সেরে ফেলেছে। ক্যালকাটা টি ট্রেডার্স আসোসিয়েশনকে লন্ডন টি ট্রেডার্স আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। উদ্দেশ্য দুটি ক্রিকেট ম্যাচ এবং গলফ খেলা। মূলত 'বিজনেস ট্রিপ', সবাই অফিসের কাজ, কথাবার্তা সেরে ফেলে।

[illegible] দুটো ম্যাচ খেলি। [illegible] বনাম লন্ডন টি [illegible] দলে মিলে [illegible] পেয়েছি। আমি কিন্তু সময় বের করে নিয়ে কেমব্রিজ এবং উরস্টারে দুটো ক্লাব ম্যাচ খেলে নিলাম। সানডে লীগের মজা কখনও ছাড়া যায়?

স্পোর্ট-এইড ম্যাচ : দুর্ভাগ্য বিশ্ববাসীর। যারা ক্রিকেট ভালবাসেন তাদের কাছে এ ম্যাচটা অবিস্মরণীয় স্মৃতি হয়ে থাকতে পারত। ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশ। আফ্রিকার ত্রাণ তহবিলে অর্থসাহায্যের ম্যাচ। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে দেখে মনে হয়েছিল দারুণ সিরিয়স। শুরু থেকেই। বৃষ্টি একটা দুর্দান্ত সম্ভাবনার অকালমৃত্যু ঘটাল।

বার ওভার খেলা হয়েছিল। আউটফিল্ড এমন ভিজে ছিল যে ফাস্ট বোলাররা ঠিকমত 'রান-আপ'ই নিতে পারে নি।

এত তারকার সমাবেশ! আমি বলতে চাই ক্রিকেট-ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনা। 'ফেনোমেনাল অ্যাসেমব্রি' কিন্তু কোন রেজাল্ট দিল না।

ভারতীয় দলের সঙ্গে: [illegible] ভারতীয়দের মতই লন্ডন থাকাকালীন আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল সফররত দলের কাছাকাছি থাকতে পারা। তাছাড়া একজন প্রাক্তন (!) টেস্ট ক্রিকেটার হিসেবে এমন ইচ্ছে পোষণ করাটা নিশ্চয় অযৌক্তিক নয়। ভারতীয় ক্রিকেটার-দের অবসর সময়ে বেশ ভাল আড্ডা দেওয়া গেল। কপিল, সানি, জিমি, মদন, বিনির মত দুরন্ত চরিত্রের পাশে খুব বেশিক্ষণ গোমড়া মুখে বসেও থাকা যায় না। ড্রেসিং-রুম, হোটেল, বাসে আসা যাওয়া – নেহাত কম সময় কাটে নি। কপিলের লন্ডনের ফ্ল্যাটেও আমাদের আড্ডা বেশ কয়েকদিন গড়িয়েছে মধ্যরাতের দিকে। টেক্সাসে ওয়ান-ডে সিরিজ শুরুর আগে কথা বলে যতটা বুঝেছিলাম তাতে আমাদের ক্রিকেটারদের প্রধান অভিযোগ ছিল আবহাওয়া সম্পর্কে। কোন প্র্যাকটিসই হয় নি! কপিল অনেক হিসেব করে বলল প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচের আগে গোটা দল মাত্র তিনটে নির্বিঘ্ন প্র্যাকটিস সেশন পেয়েছে! ভাবা যায়। বিশেষত চিন্তিত লাগছিল দুজনকে। শ্রীকান্ত এবং মণিন্দার সিং। শ্রীকান্ত ত মেঘলা আকাশের দিকে ব্যাট হাতে কেমন উদাসভাবে তাকিয়ে থাকত।

সানি-আজহারের ম্যাচ : টেক্সাকো ট্রফিতে প্রথম ম্যাচটা নিঃসন্দেহে সানি-আজহারেরই। টস হারাটা ইংল্যান্ডের দুর্ভাগ্য। শুনলাম পিচ একটু নরম ছিল। এবং সে ব্যাপারটা নিখুঁতভাবে কাজে লাগাল কপিলস ব্রিগেড। চেতন এবং বিনি তিনটে করে উইকেট পায়। তাদের যেটুকু করতে হয়েছে তা হল ইংল্যান্ড ব্যাটসম্যানদের অফ স্ট্যাম্পের ওপর বলগুলো রাখা।

ইংল্যান্ড ব্যাটসম্যানদের এমন গা-ছাড়া হাবভাব সাম্প্রতিক সময়ে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। 'ক্যালাস' শব্দটা ব্যবহার করলেও একটু কম হয়ে গেল মনে হয়। গাওয়ার প্রথম বলেই মিড উইকেটে পুস করতে গেল। তার অভিজ্ঞতায় ব্যাপারটা ভাবা যায় না। অ্যালান ল্যাম্বের দিকে তাকান, মনিন্দারের বলে এমন স্কুলবয় শট নেওয়ার চেষ্টা করল যে টপ এজ হয়ে ক্যাচটা এক্সট্রা কভারে কপিলের হাতে

গেল। যেখানে উইকেট ব্যাটস-ম্যানকে সাহায্য করে না সেখানে মাটি কামড়ে পড়ে থাকাই ত শ্রেয়। ইংরেজদের মত পেশাদারদের এমন ভুল কেন হবে?

ভারতীয় বোলিং নিয়ে অনেক কিছু বলা হয়। আমি বলব সাম্প্রতিকসময়ে আমার দেখা সেরা বোলিং। কপিল এবং রবি ছাড়া ত কাউকে ভাবা যায় না। এবার স্ট্রাইক বোলার হিসেবে চেতন আর মনিন্দার পরিণত হচ্ছে।

ভারতীয় ব্যাটিং শুরুতেই চমক। শ্রীকান্ত ব্যাটটা আলগা করে ধরে রাখায় ডিলি তার ব্যাটের কোণা খুঁজে পায়। এরপর যে সুনীলকে আমরা চিনি, তাকে পেলাম। আজহার তার ফর্মের সংগে বেশ কিছুদিন ধরেই যুদ্ধ চালাচ্ছিল। এই ইনিংসটা আত্মবিশ্বাস বাড়াল।

আজহারের টেকনিক নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। অফ স্টাম্পের দিকে বোলার ডেলিভারির আগেই তার 'সাফল' করা। এবং ব্যাটের 'ফেস' খুলে দিয়ে বলটা স্লিপ এবং গালির মধ্যে দিয়ে পাঠান। আমি বলব এমন অ্যাংগেলড ব্যাটে খেললেও কোন ভুল নেই। রান আসতে শুরু করলে কোন সমস্যাই সমস্যা থাকে না।

সুনীলকে সাম্প্রতিক সময়ে কিছুই বোধহয় বিব্রত করছে না। 'হি ইজ সাচ এ মাস্টার'। ও যেভাবে 'ফ্রন্টফুট' ব্যবহার করল, শিখতে পারলে গর্বিত হতাম।

একবারই ঘুরে দাঁড়াল গাওয়ার-গ্যাটিং-ল্যাম্ব

এমন একটা স্বপ্নের শুরুর পর ভারত দ্বিতীয় ম্যাচে হারবে – ভাবি নি। শ্রীকান্ত ঠিক নিজের মত ব্যাট করেছে। ওকে কেউ যেন টেকনিক না বদলাতে বলে। সুনীল কিন্তু বড্ড ছটফট করছিল। শ্রীকান্ত যখন আক্রমণের ধারাল অস্ত্রটা হাতে তুলে নিয়েছিল – সানি কি পারত না নিজের মত খেলতে? শ্রীকান্ত যখন প্রায় ইংল্যান্ডের ঘাড়ে চেপে বসেছে হঠাৎ কি দরকার ছিল ইংরেজদের প্রতি সদয় হওয়ার? মিডউইকেটে তার ক্যাচ ধরে ফাউলার। ফাউলার দুটো একদিনের ম্যাচে কেন দলে ঢুকল জানি না। তার ব্যাট নামে কোণাকুণি। ফিল্ডিং ছাড়া কোন প্লাস পয়েন্ট নেই তার।

ভারতীয় মিডল অর্ডার কেন আবার দুমড়ে গেল হঠাৎ? কোন কারণ ছিল না। পাতিলকে দলে নেওয়ার জন্য নাকি 'বোম্বাই লবি' খুব চাপ দিচ্ছিল? বীভৎস ফর্মে রয়েছে ও। ভাগ্যিস লাঞ্চের পরই ও প্যাভেলিয়নে ফিরে আসে!

কপিল-রবির জুটি আমার দেখা অন্যতম সেরা একদিনের পার্টনার-শিপ। একে 'ব্লসিং' বলা ভুল। কপিল খুব মেপে, হিসেব করে ব্যাট চালিয়েছে। ২৫০ প্লাস এ ধরনের উইকেটে লড়ার মত স্কোর। ভাবছিলাম পাল্লা ভারতের দিকে একটু ঝুঁকেই ছিল।

গুচ এবং ফাউলার তাড়াতাড়ি ফিরে যায়। তবে গুচ কি সত্যি এল বি ডব্লু ছিল নাকি 'কট বিহাইন্ড'? বুঝি নি। খোঁচা খাওয়া গাওয়ার ল্যাম্বের সংগে ম্যাচের হাল ধরল। তারপর শেষ কাজটা নিপুণহাতে করে গ্যাটিং। গাওয়ার-ল্যাম্বকে একবারই চেনা গেল। তবু বলব গাওয়ার যেভাবে আউট হল তা ওর মত অভিজ্ঞর কাছে অভাবনীয়। আর তিন-চার ওভারের মধ্যেই ম্যাচ শেষ হয়ে যেত। তখন 'রেকলেস' হওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই।

প্রিংগল পরের দিকে বেশ রুখে দাঁড়াল তবে প্রধানত গ্যাটিং এবং গাওয়ারকেই ইংল্যান্ডের ধন্যবাদ জানান উচিত। ভারত হেরেছে বাজে অধিনায়কত্ব বা দুর্বল বোলিং-য়ের জন্য নয়। যেভাবে শুরু হয়েছিল তাতে ভাবা হয় রানটা ২৭০-এ দাঁড়াবে। মিডল অর্ডার হঠাৎ ভেঙে পড়ায় বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়াতে হল প্রয়োজন ছিল আর একটু নিখুঁত হওয়ার।

রান রেটে ভারত টেক্সাকো ট্রফি পেল। কেন একদিনের সিরিজ দুটি ম্যাচের হয়? কার উর্বর চিন্তার ফসল জানি না। তৃতীয় ম্যাচটার জন্য বড়জোর আর দুদিন সময় লাগত।

একদিনের সিরিজ সম্পর্কে কয়েকটা ভাবনাচিন্তা। জিমি অমরনাথকে খেলান যেত। অন্তত পাতিলের চেয়ে জিমি যে কোনদিন ভাল ব্যাট করে। ভারতের যে ব্যাটিং লাইন আপ দেখেছি তাতে বোঝা গিয়েছিল ইংল্যান্ড দুবার আমাদের আউট করতে বেশ মুশকিলে পড়বে।

শাস্ত্রী দলের পক্ষে 'অ্যাবসো-লিউট অ্যাসেট'। সবচেয়ে বড় কথা বোলিং-য়ে অনেক বেশি দায়িত্ব ও নিতে পারছে। মনিন্দার সবই ভাল করছে তবে দেখে মনে হল বলগুলো তাড়াতাড়ি 'পুস' করার চেষ্টা করছে। হয়ত বেশি একদিনের ম্যাচ খেলার ফল। চেতনকে নিয়ে ইংল্যান্ডে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ওর শরীরে দেখে মনে হয় এত জোরে বোলিং করা সম্ভব নয়। ওর কব্জির অ্যাকশন এত মসৃণ নয়। দেখে মনে হয় স্লিংগিং অ্যাকশন। একে 'চাকিং' বলতে পারছি না।

ঐতিহাসিক জয়

এ প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার সময় ভারতের লর্ডস জয় শুধু ইতিহাস নয়, বাড়তি অনুপ্রেরণা হিসেবে দেখা দেবে। অবাক হব না হেডিংলিতে আবার সাফল্য এলে। আমার মনে হয় কুড়িটি টেস্ট ম্যাচের পর এই জয় ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে বিশ্বাস জন্মাবে – তারাও পারে। যেভাবে তিরাশির প্রুডেনশিয়াল কাপে হয়েছিল। তারপর একদিনের ম্যাচ অনেকটা জলভাত হয়ে গেছে।

তবে কপিল ঘটনাটা লর্ডসে ঘটানয় একটু বেশি মাত্রায় খুশি হতে পারে। দিলীপ বেংগসরকার প্রশংসা করব না কারণ সেটা যথেষ্ট নয়। কপিল ম্যান অফ দি ম্যাচ – নির্ভুল নির্বাচন। দ্বিতীয় ইনিংসে ওর বোলিংই ত কোমর ভেঙে দেয় ইংল্যান্ডের।

শুনেছি লর্ডসেও শুরুর দিকে পিচ একটু নরম ছিল। গুচ বেশ ভালভাবেই টিকে রইল। সুনীল লর্ডস ছাড়া পৃথিবীর সব কটি টেস্ট কেন্দ্রে শতরান পেয়েছে। লর্ডসে একটু বেশি চিন্তিত ছিল সুনীল? দ্বিতীয় ইনিংসে যে বলে ও খোঁচা দিল তা অফ স্টাম্পের ফুটখানেক বাইরে ছিল। নিজেই অবিশ্বাসে মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থাকল।

দল জয় পেলেই দলীয় সংহতির কথা বলা হয়। আসলে সেটাই মদ। আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার, লড়াইয়ে ফিরিয়ে আনার। বেংগসরকারের আত্মবিশ্বাস যদি আজহার-শ্রীকান্তর মধ্যে একটু সংক্রামিত হত।

গাওয়ারের ওপর প্রায় কপিলেরই মত চাপ ছিল। তবে শুধু প্রথম টেস্টের জন্য অধিনায়কত্ব গ্রহণ করা ওর উচিত হয় নি। ও জিতলেই কি দারুণ অধিনায়ক প্রমাণিত হত? গাওয়ারের সংগে দলের ওপর চাপটা কিন্তু ছিল।

কপিলের অধিনায়কত্ব নিয়ে অতীতে অনেক সমালোচনা হয়েছে। বিশেষত শারজায় হারার পর অনেকে ওকে প্রায় ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করেছেন। অস্ট্রেলিয়ায় আবহাওয়ার পূর্বাভাস নাকি ঠিকমত বুঝতে পারে নি কপিল। এবার সফল অধিনায়ক হিসেবে কপিলকে দেখতে চাই। ও নিজেই বলেছে – কাজ অনেক সহজ হয়ে গেল।

সানি কপিলকে নিয়ে ভারতীয় শিবিরে কি একটু টেনশন ছিল? অনেকে এ প্রশ্ন করেছে আমায়। খেলার মাঠে দেখে তা মনে হয় নি। দুজনে কাজ চালিয়ে নেওয়ার সম্পর্ক বজায় রেখেছে। তাছাড়া কপিলের বই নিয়ে এত হইচই। কপিল নিজেই জানিয়েছে যা বলে নি তা ওর কলমে লেখা হয়েছে।

ভারতীয় পারফরমেন্স নিয়ে বলতে গেলে কপিল-বেংগসরকারের পরই কিরণ মোরের কথা বলতে হয়। লর্ডসে সে জীবন শুরু করল, প্রার্থনা করি তা যেন কিরির মত বর্ণময় হয়। এই ছেলের মধ্যে ভাল ক্রিকেট রয়েছে। বিনির বলে এলিসনের ক্যাচটা অসাধারণ লেগেছে। কিরণ নিশ্চয় আমাদের হতাশ করবে না।

বথামের জন্য : টি সি সি বি যা করেছে একটু বাড়াবাড়ি বলতে হয়। তাছাড়া টি সি সি বি ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে শুধু ক্রিকেটিং পয়েন্ট-এর ওপর ভিত্তি করে। মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে কি মাঠে বথামের পারফরমেন্স খারাপ হয়েছিল? ইংল্যান্ডের ব্যর্থতা অনেকটাই বথামের অনুপস্থিতির জন্য। ওকে দলে ফিরিয়ে আনতেই হবে। এম সি সি-র অনেক সদস্যকে জানি যারা মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে। তারা ছাড়া পায় কীভাবে? বথামের দুর্দান্ত বোলিং, অনুকরণীয় ফিল্ডিং এবং ঝড়ের বেগে ব্যাটিংই পারে ইংল্যান্ডকে বাঁচাতে।

স্বপ্নের সন্ধ্যা : এবারের সফরে সেরা সন্ধ্যাটা কেটে লর্ডসে টেস্ট জয়ের পর কপিলের ফ্ল্যাটে। ও চমৎকার একটা পার্টি দেয়। ভীষণ ইনফর্মাল। রোমি সবার জন্য সুস্বাদু ভারতীয় রান্না সাজিয়ে দেয়। পরে বলল – নিজের হাতে রেঁধেছিল! ব্যাপারটা দারুণ জমেছিল। ভারতীয় দলের সব ক্রিকেটারই ছিল। সংগে আমি, শিবা, ভরত রেড্ডি, বি অরুণ। প্রুডেনশিয়াল কাপ জিতে হয়ত 'ইউফোরিয়া' কাটতে সময় নিয়েছিল। এদিন পার্টিতে সবার এই উপলব্ধি হল – এখন আমরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যথেষ্ট শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছি।

সবাই কপিলকে ধন্যবাদ দিলাম ঐতিহাসিক জয়ের জন্য। আমি দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচের ভিডিও ক্যাসেটটা নিয়ে গিয়েছিলাম। কপিল নিজের ব্যাটিং দেখার জন্য প্রায় শিশুর মত জেদ করে ক্যাসেটটা কেড়ে নিল। রাত যখন বেশ গভীর – হঠাৎ এগিয়ে এল ঝকঝকে নতুন ক্ল্যাজেঞ্জার ভি ট্রুয়েলভ একটা ব্যাট নিয়ে। আমার হাতে ব্যাটটা তুলে দিয়ে বলল – থ্যাঙ্কস, ফর অল দি সাপোর্ট। এই হচ্ছে কপিলদেব! সানি ছাড়া এত বড় হৃদয় বোধহয় কারও নেই।

শুধু কি কিছু অভিজ্ঞতা এবং নিজের দিকটা গুছিয়ে ফিরলাম? কয়েকটা সানডে ক্লাবের সংগে কথা বলে এসেছি যাতে বাংলা থেকে ছমাসের জন্য ক্রিকেটারদের ওখানে পাঠান যায়। আমার পক্ষে এক দেড় মাসের বেশি থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু অন্যরা পারবে না কেন? যাতায়াতের খরচটা প্রবাসী ভারতীয় শিল্পপতিরা দিতে রাজী আছেন। ইন্ডিয়ান জিমখানাও সাহায্যর হাত বাড়াচ্ছে। পারব, বাংলার ক্রিকেটে একটু ঝকঝকে উজ্জ্বলতা এবং ছেলেদের মুখে হাসি ছড়িয়ে দিতে? দেখা যাক।

কপিলকে দু:শ্চিন্তার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন আজহারউদ্দিন, চেতন, মণিন্দার, মোরেরা



ইংল্যান্ড থেকে মানব মজুমদার

ইংল্যান্ডের মাটিতে ইংল্যান্ডকে হারানর স্বাদ সত্যিই অন্যরকম। তারপর, যদি মাঠের নাম হয় লর্ডস ত কথাই নেই। হতভাগ্য অধিনায়কের লেবেল যখন পাকাপাকিভাবে কপিলদেবের গায়ে এঁটে দেওয়া হয়েছিল, ঠিক তখনই কপিলের নেতৃত্বে ভারত টেস্ট-জয়ের স্বাদ পেল। টেলিফোনে অভিনন্দন-বার্তা গ্রহণ করতে করতে ক্লান্ত কপিল জানতে পারেন, লর্ডসের মাঠে, এর আগে ভারত একবারও জেতে নি। কপিলকে সেদিন সত্যিই সম্রাট মনে হচ্ছিল।

শ্রীলঙ্কার কাছে পরাজয়, শারজায় অস্ট্রেলেশিয়া কাপের ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে পরাজয়, অস্ট্রেলিয়া সফরে টেস্ট সিরিজ জিততে না পারা, ত্রিদলীয় একদিনের সিরিজে পরাজয় – সব মিলিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটাররা এক অস্বস্তির পরিস্থিতির মাঝে এখানে উড়ে এসেছিলেন। হৃত-সম্মান ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত জরুরী ছিল। ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের চাঙ্গা করার জন্য ক্রিকেটের আকর্ষণ বাড়ানর জন্য এমন জয় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। কয়েকজন ক্রিকেটারের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা গিয়েছিল। লর্ডসে ইংল্যান্ডকে হারানর পর ভারতীয় শিবিরে সেই আবহাওয়া আবার ফিরে এসেছিল যেটা তিরাশির ২৫ জুন দেখেছিলাম।

জীবনের প্রথম তিনটি টেস্টে শতরান করে গোটা বিশ্বে ঝড় তুলেছিলেন আজহারউদ্দিন। কিন্তু, এরপর, হঠাৎই এক অজ্ঞাত কারণে ভারতের এই 'বিস্ময়-বালক' হারিয়ে যেতে থাকেন। ইংল্যান্ড সফরের শুরু থেকেই আজহারের ব্যাট থেকে আবার রান পাওয়া যায়। সবচেয়ে বড় কথা, অনেক সাবলীলভাবে, নিজেকে ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে আজহার মাঝের ক মাস নিরন্তর অনুশীলন চালিয়ে যান। এখানে প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যান অফ দি ম্যাচ নির্বাচিত হওয়ার পর আজহার বলেছিলেন, "মাঝের ক-মাস শুধু নিজের ব্যাটিংয়ের ভিডিও ক্যাসেট দেখে ভুল শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করেছি, সানি-ভাইয়ের কাছে পরামর্শও নিয়েছি। অনেকদিন বড় রানের ইনিংস খেলতে পারি নি। আশা করি, টেস্ট ম্যাচে আবার সাফল্য পাব।" আজহার প্রথম টেস্ট ম্যাচে তেমন সাফল্য পান নি। তবে, ভারতীয় টীমের সব ক্রিকেটাররাই এক বাক্যে মেনে নিয়েছেন যে আজহারের ব্যাড প্যাচ কেটে গেছে।

কপিলের পার্টনার খোঁজার জন্য ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কর্মকর্তারা তেমন কোন চেষ্টা করেন নি। বিশ্ব ক্রিকেটকে কপিলকে যিনি উপহার দিয়েছেন, সেই দেশপ্রেম আজাদই আবার কপিলের পার্টনার হিসাবে উপহার দিলেন চেতন শর্মাকে। প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসেই পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে চেতন ইংল্যান্ডের মেরুদন্ড ভেঙে দেন। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে রাজিন্দার সিং ঘাই, মনোজ প্রভাকর বা অন্যান্য প্রতিশ্রুতিবান মিডিয়াম পেসারদের মধ্যে চেতনই সেরা।

দিলীপ দোশির বিদায়ের পর, ভারতের প্রয়োজন ছিল একজন উঁচু দরের বাঁহাতি স্পিনারের। রবি শাস্ত্রী ছিলেন। আছেনও, কিন্তু বিষাণ সিং বেদি, দিলীপ দোশির উত্তরসূরি হিসাবে বিশেষজ্ঞরা রবিকে স্বীকৃতি দিতে চান নি। হঠাৎই দারুণভাবে উঠে এলেন মণিন্দার সিং। এবারের ইংল্যান্ড সফরের শুরুতেই অধিনায়ক কপিলদেব এবং গাভাসকার আমাকে বলেছিলেন, "এবার অন্য মণিন্দারকে দেখবেন।" তাই দেখছি। আদর্শ বাঁহাতি স্পিনারের সব বৈশিষ্ট্য নিয়েই মণিন্দার ইংল্যান্ডে এসেছে। চমৎকারভাবে বল ফ্লাইট করিয়েছে মণিন্দার। বল টার্নও করিয়েছে। নিশানায় অভ্রান্তও থাকছে। সব মিলিয়ে ভারতীয় বোলিংয়ে বৈচিত্র্য আনার জন্য অধিনায়ক গাভাসকার পরিণত মণিন্দারকে পেয়ে খুশি হয়েছেন।

দল নির্বাচন করার সময় নির্বাচক সমিতির চেয়ারম্যান চাঁদু বোরদে বলেছিলেন, "সন্দীপ পাটিলকে দলে রাখা হল মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানদের চাপের মধ্যে রাখার জন্য।" মূলত একদিনের ম্যাচের জন্য সন্দীপকে দলে নেওয়া হয়েছিল। একদিনের ম্যাচ ত বটেই এমন কি দুদিন বা তিনদিনের ম্যাচেও সন্দীপ উল্লেখযোগ্য সাফল্য পান নি। সন্দীপ কি আর জাতীয় দলে ফিরতে পারবেন?

একথা সবাই নিশ্চয় একবাক্যে স্বীকার করবেন যে ক্রিকেট রসিক হিসাবে চন্দ্রকান্ত পন্ডিতের চেয়ে কিরণ মোরে এক কদম, দু-কদম নয় বেশ কয়েক কদম এগিয়ে আছেন। সুনীল, কপিল, মহিন্দার সহ টীমের সব ক্রিকেটার কিরণের প্রশংসা করলেন। অফ এবং লেগ দু-দিকেই কিরণ বেশ সপ্রতিভ। বল কালেকশনও বেশ ভাল। সব মিলিয়ে কিরণের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিশ্রুতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

পরিস্থিতি দেখে শুনে মনে হচ্ছে, ইংল্যান্ডকে এই সিরিজে ভারত সহজেই হারাবে। দেশে ফিরে গিয়েই ভারতকে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে হবে। ভাল লাগছে একথা ভেবে যে আজহার – চেতন-মণিন্দার-কিরণরা ভাল ফর্মে আছে। টীমের সিনিয়র ক্রিকেটারদের পাশাপাশি এঁরাও যদি নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে, ছিয়াশি সাতাশি মরসুমে ভারত দুর্দান্ত সাফল্য পাবে।

'কেউ না তাড়ালেও, কলকাতায় সাতাশি আমার শেষ বছর'

দুর্দান্ত 'হিটিং আউট' ইন্টারভিউ-য়ে চিমা ওকেরী

পল্লব বসু মল্লিক







ছবি : সুমন চট্টোপাধ্যায়

এ মুহূর্তে সবার হৃদয়ে বিশ্বকাপ। কলকাতা থেকে এত সহজে মেক্সিকো যাওয়া যায় – এ অভিজ্ঞতা কারও ছিল না! ঘরোয়া ফুটবল নিয়ে সে অর্থে কারও মাথা ব্যথা নেই। এলকজায়ের লিনেকার-মারাদোনা-প্লাতিনি-জিকোর ভিড়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেছেন কলকাতা মাঠের সুপারস্টাররা। তাচ্ছিল্যের বাঁকা হাসি পাচ্ছি কয়েকজন ফুটবল প্রেমীর মুখে – ধুর, ওরা সব কাগুজে বাঘ।

অবস্থাটা এমন ঘরোয়া ফুটবল নিয়ে কিছু লিখতে চাওয়া মানেই যেন ঘোর দুর্যোগ ডেকে আনা, তার সঙ্গে গলা জড়িয়ে আলিঙ্গন! এর থেকে বেরিয়ে আসার একটা রাস্তা খুঁজছিলাম। তার মধ্যেই 'খেলা' সম্পাদকের টেবিলের ওপাশ থেকে উড়ে এল নির্দেশ। 'চিমা ওকেরীকে দুর্দান্তভাবে হাজির করা হক ফর রিডার্স প্লেজার –'।

মনকে নাড়া দেবার মত বক্তব্য খুঁজতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন-চিমাকে বন্দী করা! 'ক্যাপটিভ অডিয়ান্সের' মতই কিছু ক্ষেত্রে 'ক্যাপটিভ স্পিকার'-ও জরুরী। ভাইজাগ থেকে ফিরে আসার জন্য চিমা বেশ কিছুদিন সময় নিলেন। তারপর ইন্টারভিউয়ার এবং ইন্টারভিউই-র মধ্যে কিছুটা 'চোর-পুলিস' সম্পর্ক! স্টপারদের যেভাবে চিমাকে ধরা প্রায় দুঃসাধ্য – ১৪ জুন সকালে কঠিন কাজটা করে নেওয়া গেল।

স্থান : মধ্য কলকাতায় চিমার ছিমছাম ওয়ান বেডরুম-ওয়ান স্টাডিরুম ফ্ল্যাট। জায়গাটার ঠিকানা অবশ্যই চিমার অনুরোধে লিখলাম না। কে জানত চিমা এ মুহূর্তে কলকাতায় তাড়া করে বেড়াচ্ছেন একরাশ নিঃসঙ্গতা! সমর্থকদের ভিড়-জ্বালাতন-উন্মাদনা তাঁর ভাল লাগছে না। সময় : সকাল দশটা কুড়ি থেকে দুপুর

সোয়া দুটো। অবশ্যই সবটা সাক্ষাৎকার নয়। কিছু আলোচনায় চিমা ঢুকে পড়ে কিন্তু জানিয়েছেন 'অফ দি রেকর্ড'। আমার তরফে সেটুকু সততা বজায় রাখতেই হল। ঘণ্টাখানেক নির্ভেজাল আড্ডাও হল।

চিমার পরণে ছিল শুধু একটা নীল রঙের শর্টস। তার আদুড় গায়ের মত কোন ক্রীড়া পত্রিকায় এর আগে তিনি এত 'খোলামেলা' অবস্থায় ধরা পড়েন নি!

● স্ট্যাফোর্ডের পর হঠাৎ বেপাত্তা হলেন। কলকাতায় আপনাকে নিয়ে গুজব-গল্প-সংশয়-সন্দেহের শেষ নেই।

মজিদের অসুখ কলকাতায় ফুটবল সিসটেমের বাই প্রডাক্ট। সবচেয়ে দুঃখ হয় ওর বন্ধুরাই আড়ালে ওকে ব্যঙ্গ করে! দিস শ্যুড বি দি লাস্ট আনফরচুনেট থিং টু হ্যাপেন

●● ফিরে এসে সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝছি। সদস্য-সমর্থকদের নিয়ে খুব বেশি ভাবি না। গোল করলেই নিয়মিত তারা সম্রাট পেলের মত সম্মান করবেন আমায়। কলকাতা যা, যেভাবে রটেছে তার কোন বেস নেই। অবাক হচ্ছি ভিত্তিহীন, কাল্পনিক সমস্যা দাঁড় করিয়ে তার ছায়ার সংগে মহমেডান কর্মকর্তাদের লড়তে দেখে! ৬ জুন ফিরেছি। আজ ১৪ তারিখ। ক্লাব সচিব একবারও দেখা করলেন না। অথচ তাঁর সংগে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে থাকি। ফুটবল-সচিব ওমরের সংগে বার তিনেক দেখা হয়েছে। তাঁর চোখেও 'কোল্ড স্টেয়ারিং লুক'। আমাকে ভয় দেখানর জন্য কীনা জানি না, তবে আমাকে ঘিরে তাঁর 'ইনসিকিওরিটি' কিন্তু ফুটে উঠেছে।

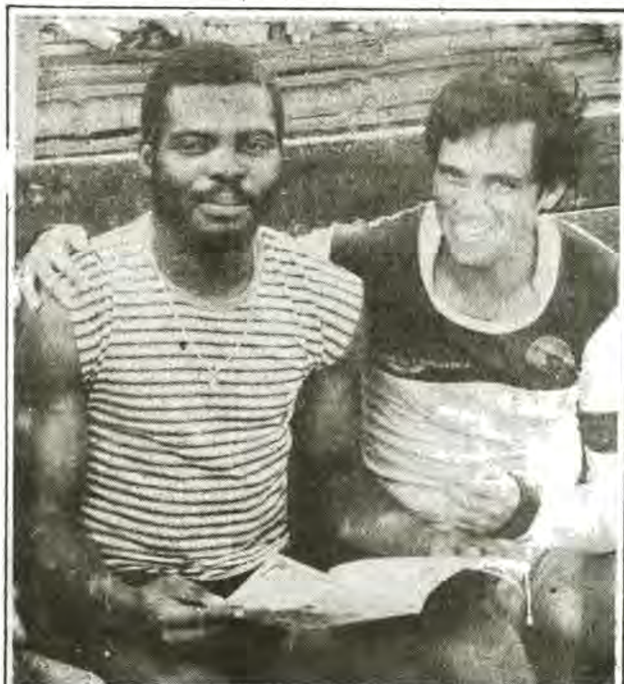
● একটু পিছিয়ে গিয়ে এয়ারলাইন্স গোল্ড কাপের ফাইনালের কথা ভাবুন! দু তরফেই ব্যাপারগুলো খুব স্বতঃস্ফূর্ত মনে হয়েছে। মহমেডান, গোল, জয় এবং চিমা-শব্দগুলো কেমন সমার্থক মনে হত।

●● স্পোর্টসম্যানদের জীবনে এগুলো 'হ্যাজার্ড'। প্রত্যেক পেশাদারকেই এধরনের কিছু ঝুক্কি পোয়াতে হয়। ওরা ভুল করছেন, আমি পেশাদার নই।

● ভিনদেশের কয়েকজন ফুটবলার তাদের ঘন ঘন পরীক্ষার নামে ডুব দিতে চাওয়ার পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে খুব সুখপ্রদ নয়। ক্লাব কর্মকর্তাদের সন্দেহ হয়ত সেজন্যই।

●● আপনি-ই প্রথম যে সবিস্তারেজানতে চাইলেন।শোনার মত মন এবং ইচ্ছে আপনার মন পাঠক-পাঠিকাদেরও থাকবে বলে বিশ্বাস। মহমেডান সদস্য-সমর্থকরাও নিশ্চয় সাক্ষাৎকারটা পড়ে নেবেন। তাই একটু 'ডিটেলসে' জানাচ্ছি।





কেষ্ট শিবাজী ব্যানার্জির সঙ্গে

ছবি: বিকাশ সাহু

যে পরীক্ষাটা দিলাম, তা ছিল বি কম ফাইনাল। 'সেমেস্টার' সিসটেমে পরীক্ষা নেয় অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়। কথা ছিল ১৮ থেকে ২৪ মে পরীক্ষা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট হল। আমার দুর্ভাগ্য পরীক্ষা শুরু হল ২৮ মে। চলল ৩ জুন অবধি। ব্যাংগালোর থেকে আমি সরাসরি ভাইজাগ চলে যাই ১০ মে। সারা বছর ফুটবল নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। তাই বড় পরীক্ষার আগে আট-দশদিন পড়তে চাওয়া নিশ্চয় অন্যায় নয়। ২৮ তারিখ পরীক্ষা শুরু হওয়ায় আমার একটু সুবিধেই হল।

● এবছর এয়ারলাইন্স কাপ থেকেই বোঝা উচিত ছিল মহমেডানে চিমা নির্ভরতা প্রচন্ডভাবে বাড়ছে। লীগে আটটা পয়েন্ট নষ্ট হল।

●● এই ধারণাটাই ভুল। কোন একটা ম্যাচে আমি অসুস্থ থাকলে কি দল মাঠে নামবে না! তা হয় না। জোর করে এমন করানর চেষ্টা হলে এই দলটা পথে বসবে। একটু অবাক লাগছে শুনতে? স্পষ্ট করেই বলা যাক আমার কাছে প্রায়োরিটি নম্বর ১ হচ্ছে আমার পড়াশুনো। তারপর আমার ফুটবল খেলা। সই করার সময় এটা মহমেডানকে লুকোই নি। তখন সবকিছু ভাবাবেগে চলছিল। সই করানর সময় যুক্তিশর্তর ধারে কাছে কেউ ছিল না। প্রতিবাদটা তখন করলেই পারত। কী করে ভুলব – স্টুডেন্ট বলেই ত ভারতে এসেছি; না পড়লে কি ফুটবল খেলতে পারতাম? ভারত সরকার আমায় গলাধাক্কা দিত।

অনেকে হয়ত জানেন না পড়াশুনো আমার কাছে ঠিক ছেলেমানুষী নয় প্রত্যেকটা পরীক্ষার মার্ক শীট দেখুন। বি এ সেমেস্টার পরীক্ষাতেও ভাল নম্বর পেয়েছি। এ ধরনের অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার ফেলে এসে অনেকের মত ফুটবল নিয়ে পাগলামো করতে পারব না।

● টাকা না নিলে এসব যুক্তি তবু মেনে নিতে পারতাম। পারফরমেন্স

ভারতে এত অরাজকতা নেই যে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমায় ধরে রাখা যাবে। মহমেডান কি সি আই এ? মহমেডানে থাকব এ সিদ্ধান্ত নেবার পরই কলকাতায় আসি।

পাওয়ার জন্যই ত মহমেডান এবছর আপনাকে মোটা টাকা দিয়েছে।

●● টাকা নিয়ে কোন অন্যায় কিন্তু করিনি। কলকাতায় যারাই খেলে তারা অপেশাদার। সুতরাং একা আমার ক্ষেত্রে পেশাদারী ফুটবলারের মত 'ডিলিংস' হবে কেন? সে ধরনের সেট আপ থাকলে ত কলকাতায় ক্লাব ফুটবল খেলতামই না। কারণ এটা জানাই ছিল পড়াশুনোকে অগ্রাধিকার দিয়ে পেশাদারদের মত ফুটবল খেলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

● ভিসার ব্যাপারে সমস্যাটা ঠিক কোথায়?



অনুশীলনে মিহির ও সাবির আলির সঙ্গে

●● আমাদের ভারতে থাকার জন্য ছয় মাসের ভিসা দেওয়া হয়। পড়াশুনো শেষ হয়নি এটা জানলে পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষ হাইকমিশনের অনুমতি নিয়ে আবার ছ মাস এক্সটেনশন দেয়। এভাবেই চালিয়ে আসছি গত দু বছর। এবারের ভিসার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৩০ জুন। সেদিন ভাইজাগে ব্যক্তিগতভাবে হাজির থেকে আরও ছয়মাস ভারতে থাকতে চাওয়ার যথার্থতা জানাতে হবে। ব্যাপারটা খুব সহজ নয়।

● স্টুডেন্ট হিসেবে কোন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতায় আপনাকে নাম তুলতে হবে। কলকাতার বাইরে পড়লে মহমেডানকে কিন্তু সময় দিতে পারবেন না। ভেবে দেখেছেন?

●●শুধু ভাবিনি, প্রচন্ড দুশ্চিন্তায় আছি। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলে সেই ৩ মাসে একবার সেমেস্টার দিতে ভাইজাগ ছুটতে হবে। আমার পরিকল্পনার কথা জানাই। মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়ে তারপর এম বি এ পড়তে চাই। মহমেডান কর্মকর্তারা আমায় কলকাতা বা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এম কম কোর্সে ভর্তি করিয়ে দেবেন? তাহলে অন্তত কলকাতায় থাকতে পারব।

● ৩০ জুন ভাইজাগে ফিরে কী করবেন?

●● অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স কোর্সে ভর্তি হতে পারি কীনা খোঁজ নেব। তাছাড়া ভাইজাগের পুলিস সুপারইনটেনডেন্ট আমার পাশপোর্টে মোহর লাগিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে চেয়েছেন তাঁর সঙ্গে সেদিন দেখা করি। এস পি ভদ্রলোক গত দুবছর আমার ব্যাপারে খুব আগ্রহ দেখাচ্ছেন। অল্পস্বল্প ফুটবল খেলার জন্য কাগজে নাম-টাম বেরয়। তাঁর চিন্তা পড়াশুনোয় আমার মন নেই। আমি অবশ্য তাঁকে পরীক্ষার রেজাল্টের কথা বারবার মনে করিয়ে দিই।

● নাইজেরিয়ায় বাবা-মার পরামর্শ নিয়েছেন?

●● ওঁদের ইচ্ছে এখনই আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাই। স্টেটস থেকে মাস্টার্স এবং এম বি এ করলে দেশে ফিরতে পারব। নাইজেরিয়ায় আমাদের বিরাট ব্যবসা। কাঠের, শুয়োরের খোঁয়াড়, লোহা, মোটর গাড়ির যন্ত্রাংশ। বাবা এসব দেখার একদম সময় পাচ্ছেন না। ২ এপ্রিল থেকে তিনি নাইজেরিয়ার সামরিক সরকারে মন্ত্রীত্ব পেয়েছেন। মহমেডান কর্মকর্তারা হয়ত বিশ্বাস করবেন না। খবরের কাগজ দেখলেই কিন্তু জানা যাবে কমিশনার অফ সিভিল সাপ্লাইজ হচ্ছেন চীফ উচেজুলেম ওকেরী।

নাইজেরিয়ায় মন্ত্রীদের বলা হয় কমিশনার। মিস্টারের বদলে সম্মানীয় ব্যক্তিদের ডাকা হয় চীফ। বাবা চাইছেন পারিবারিক ব্যবসার দায়িত্ব আমি নিজের ঘাড়ে তুলে নিই। ভাই আছে, তবে ছোট। সুতরাং আমায় ফিরে আসতে বলার দাবীটা মোটেই অযৌক্তিক নয়।

● গত দু বছরে একবারও বাড়ি যান নি নিশ্চয়?

●● যাচ্ছি। এবছর অক্টোবরে মাসখানেক বাড়ি থেকে ঘুরে আসব। অবশ্য তার আগে আমায় ভবিষ্যত পরিকল্পনার ছকটা তৈরী করে নিতে হবে।

● শুধু মহমেডান নয়, ময়দানে বেশ কিছু কর্মকর্তাই বেশ মজা করে বলেন - চিমা দেশে পালাবে। ব্যাপারটা সত্যি হতেই পারে। সেক্ষেত্রে মনে হবে না মহমেডানকে মাঝপথে পরিত্যাগ করছেন বা 'ডিচ' করছেন?

●● শুনলাম, আমার সম্পর্কে ডিচিংয়ের অভিযোগও উঠেছে। অবশ্য এজন্য মোল্লা বা ওমরের সঙ্গে কথা বলিনি। আমাকে কেন ভুল বোঝা হয়। আমি 'স্ট্রেট ফরোয়ার্ড' কথাবার্তা পছন্দ করি। যা করব, জানিয়ে করব। দেশে পালানর কথা উঠল? ভাইজাগ থেকে সরাসরি বোম্বাই হয়ে নাইরোবি যেতে পারতাম না? কে আমায় আটকাত। ডিচ করার ইচ্ছে থাকলে কাউকে কিছু জানতে দিতাম না। দুঃখ এখানেই। মহমেডান আমায় বিশ্বাস করে না। ভাইজাগে যখন পরীক্ষা দিচ্ছিলাম। খবর পেলাম ওমর আর মোল্লা লুকিয়ে কয়েকজন এজেন্ট পাঠিয়েছেন! তাদের কাজ আমার পিছনে ঘুরঘুর করা! খবর নেওয়া, সত্যি পরীক্ষা দিচ্ছি কীনা! এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য হতে পারে?

● বিশ্বাসহীনতা এ জায়গায় পৌছেছে?

●● হ্যাঁ, তাই। ক্লাবের প্রতি আমার আনুগত্য নিয়েও নাকি অনপ্রচার হয়েছে। শুনলাম কর্মকর্তারা কাগজে বিবৃতি দিয়েছেন। এ ধরনের অভিযোগ আনার আগে আমার সঙ্গে বিস্তারিতভাবে কথা বলার সৌজন্য কি দেখান উচিত ছিল না? গত বছর থেকে মহমেডানের জন্য কারও চেয়ে কম সার্ভিস ত দিইনি।

● ব্ল্যাকমেল! কেউ কেউ রটিয়েছেন না এসে টাকার অংক বাড়ানর জন্য

স্পোর্টসম্যানদের জীবনে এগুলো 'হ্যাজার্ড'। প্রত্যেক পেশাদারকেই এ ধরনের কিছু ঝক্কি পোয়াতে হয়। ওরা ভুল করছেন, আমি পেশাদার নই।



এয়ারলাইন্স গোল্ড কাপে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে

আপনি চাপ দিচ্ছিলেন?

●● এ ধরনের বক্তব্যও আসবে বুঝতে পারছিলাম। সত্যি কথাটা বললে শুনতে ভাল লাগবে না। 'আইকেয়ার এ ড্যাম,ফর মহমেডানস্ মানি'। বাবা এখনও মাসে যত টাকা পাঠায় সেটা আমার পক্ষে পর্যাপ্ত। কার টাকা পেলাম বা না পেলাম, তার মুখাপেক্ষী হয়ে বেঁচে নেই। সুতরাং ব্ল্যাকমেল করার প্রশ্ন ওঠে কীভাবে? খেলতে ভাল লাগে তাই অবসর সময়ে ফুটবল খেলি।

পাশাপাশি এ বক্তব্যটাও জানান দরকার আমার ক্লাব যদি ফুটবল খেলার জন্য টাকা দেয়, তবে পারফরমেন্স-এবিলিটি অনুযায়ী মোটা অঙ্কই আমার পাওয়ার কথা। অন্যরা কত পাচ্ছে, তার বদলে কী দিচ্ছে এসব আলোচনায় ঢুকতে প্রবৃত্তি হয় না। ফুটবলারদের পেমেন্ট দেওয়া যদি নিয়ম হয়, আমিও নিজের ন্যায্য প্াওনাটা

পঁচাশিতে ময়দানে আমার খেলার ধরন দেখে অনেক বিশেষজ্ঞ রটানর চেষ্টা করেন – চিমা একটা বন্য জন্তু! এ বছর তাই আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। রেফারি এবং ছোট দলের ফুটবলারদের জিগ্যেস করবেন।

বুঝে নেব।

● এবছর মহমেডানের পক্ষে সই প্রত্যাহার করার পর নাকি প্রতিশ্রুত টাকা না পেয়ে দারুণ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন?

●● নট টু মাই নলেজ। কে বলল? আগেই বলেছি টাকার জন্য খেলি না। এটাও সত্যি কেউ যদি বলে তোমায় অমুক দিন এত টাকা পাঠিয়ে দেব, কথা রাখার চেষ্টা করা উচিত। অনেকক্ষেত্রে তা হয় না। প্রতিশ্রুতি বা আশ্বাস দিয়ে রক্ষা না করতে পারলে এমন প্রতিশ্রুতি দেবার দরকার নেই। কেউ 'ফেল' করলে তাকে মনে করিয়ে দিই।

● লীগে মহমেডান কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে?

●● প্রথমত জানি না কেন পর পর চারটে ম্যাচে পয়েন্ট হারাতে হল। আমাদের দলটার গোল করার ক্ষমতা আছে। তবে লীগ ত শেষ হয়ে যায় নি। এখনও অনেক খেলা বাকি। সাধারণ ম্যাচে যদি বাকি দুটো বড় দল পয়েন্ট নষ্ট না করে, তবে 'বিগ ম্যাচে' ওদের হারাতে হবে। কোন দলই অপরাজেয় বা অনতিক্রম্য পার্থক্য তৈরি করে নি।

● দলে আপনার ভূমিকা কেমন হবে?

●● যা হয়, তাই। গোল করা কাজ, করব। আক্রমণকে নেতৃত্ব দেওয়া কাজ, দেব। আমার ভূমিকা বদলানর কোন কারণ নেই।

● মহমেডান কোচ সাত্তার সাহেবকে অপসারণ করা হল প্রায় নিঃশব্দে। মন্তব্য?

●● দুর্ভাগ্যজনক। কেন তাঁকে সরে যেতে হল জানি না। আমি তখন কলকাতায় ছিলাম না। দল ড্র করলে সব দোষ কোচেরই! আমি পাঁচ গজ থেকে বাইরে মারলে কোচ কী করবেন? সাত্তারদা, ভালমানুষ। নিশ্চয় কিছু বলেন নি। স্যাড, আনফরচুনেট্।

● নতুন কোচ শিবাজী ব্যানার্জি কতটা সাফল্য পাবে?

●● মহমেডান কোচেরা খুব বেশি করতে পারে না। সে সুযোগ নেই। কিছু বক্তব্য বা কর্মপদ্ধতি কাউকে কাউকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। সাত্তারদার আমলে দেখেছি টীম অ্যানাউন্সমেন্টও কর্মকর্তাদের দেখিয়ে করা হয়।

নন টেকনিক্যাল লোকেরা আপত্তি তুললে বোঝান মুশকিল। কাউকে জোর করে খেলানর চেষ্টা হয়। এতে কোচ আগে তৈরি স্ট্র্যাটেজি বদলে ফেলতে বাধ্য হয়। 'ফ্রি হ্যান্ড' না থাকলে কোচ কাজ করবে কীভাবে?

● শিবাজীর সঙ্গে কথা হয়েছে?

●● বলেছি সাফল্যের জন্য লড়ব। নিয়মিত অনুশীলন করছি। এখন উচিত দলের সবার ওর পাশে দাঁড়ান। কর্মকর্তারাও নিশ্চয় এগিয়ে আসবে।

● মহমেডানে যাদের 'সিনিয়র ফুটবলার' বলা হয় তাদের এবছর যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

●● যদি সত্যি আমার মতামত জানতে চান তবে লিখে দিতে পারেন কলকাতা মাঠে এই ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করি। কে সিনিয়র ফুটবলার? কাকে এই নামে ডাকব? গোটা আইডিয়াটাই আমার ভীষণ বোকা বোকা লাগে। আমি পারফরমেন্সে বিশ্বাসী। পারফরমেন্সে এগিয়ে থাকলে তবেই তরুণদের অন্যদের শ্রদ্ধা এবং সম্মান পাওয়া যায়। কলকাতায় দেখি সিনিয়র ফুটবলারের



নামে কিছু অযোগ্য, ফর্ম হারান ফুটবলারকে নিয়মিত খেলিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই চিন্তাটা অবৈজ্ঞানিক।

● মনে পড়ছে, গত বছর মরসুমের শেষদিকে আপনি সাবির এবং মইদুল সম্পর্কে ছাপার অক্ষরে কিছু অভিযোগ এনেছিলেন। এ কথাগুলি সেজন্যই বললেন?

●● না, ঠিক তা নয়। হ্যাঁ, সাবির সম্পর্কে কিছু কথা অবশ্যই বলেছিলাম। কোচের দল নির্বাচনে কোনরকম প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা ত করা উচিত নয়। যদি হয়, সেটা অন্যায়। অন্যায়ের প্রতিবাদ আমি একশবার করব। তাতে কারও কাছে অপ্রিয় হলে কিছু করার নেই। অনেকের মত আমিও বিশ্বাস করি দলে অভিজ্ঞ ফুটবলারদের একটা আলাদা জায়গা থাকা উচিত। কিন্তু তাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে দলের ক্ষতি যেন না হয়।

● জামশিদ সম্পর্কে মরসুমের শুরু থেকেই একটা অস্বস্তি লক্ষ করছি। এয়ারলাইন্স কাপে প্রতি ম্যাচের পর ড্রেসিং রুমে ফিরে এসে সরাসরি না বললেও জামশিদের কন্ডিশনে না থাকা সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছেন। সেটা পরিবর্তনের কোন ইচ্ছে নেই নিশ্চয়।

●● মুশকিলটা হচ্ছে জামশিদ প্রসঙ্গে আমার কিছু বলা। বড্ড 'টিকলিশ' ইস্যু। লোকে ভুল বুঝতে পারেন। হয়ত আবার এমন কথাও উঠবে চিমা জামশিদের প্রতি ঈর্ষাকাতর। তাই বিতর্ক বাড়াতে ইচ্ছে হয় না। জামশিদ কলকাতায় আমার দেখা অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার। তার কন্ডিশনে থাকা বা না থাকার ওপর মহমেডানের খেলার ফলাফল নির্ভরশীল। সেটা নিশ্চয় ও বোঝে। সুতরাং নিজেকে তৈরি করার দায়িত্ব ওরই। আমার কিন্তু জামশিদের 'অ্যাপ্রোচ'-টা বড় গা-ছাড়া মনে হয়েছে।

● এ সব নিয়ে ক্লাবে আলোচনা করেন না কেন? পারফরমেন্সের ভিত্তিই যদি দলে কারও গুরুত্বর মাপকাঠি হয় আপনার সবচেয়ে বেশি কথা বলা উচিত।

●● আবার বলছি তার উপযুক্ত পরিবেশ নেই। কেউ কেউ একে অনধিকার চর্চা বলে ভাবতে পারেন। তাই প্র্যাকটিস করি, ম্যাচ খেলি, চলে যাই। টেন্টে বসে থাকা বা কর্মকর্তাদের অফিসে বা বাড়িতে আড্ডা দেওয়া আমার ধাতে নেই। খেলায় দুর্বলতা কোথায় বা কী করলে দলের ভাল হয় এ ধরনের আলোচনা ফুটবলারদেরই সঙ্গে অল্পস্বল্প হয়।

দেশে পালানর কথা উঠল? ভাইজাগ থেকে সরাসরি বোম্বাই হয়ে নাইরোবি যেতে পারতাম না? কে আমায় আটকাত। 'ডিচ' করার ইচ্ছে থাকলে কাউকে কিছু জানতে দিতাম না।

'আই কেয়ার এ ড্যাম ফর মহমেডানস্ মানি'। বাবা এখনও মাসে যত টাকা পাঠায় সেটা আমার পক্ষে পর্যাপ্ত। কার টাকা পেলাম বা না পেলাম, তার মুখাপেক্ষী হয়ে বেঁচে নেই।

● পঁচাশিতে জামশিদ লীগে সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান পাওয়ায় আপনি দারুণ চটে যান। বলেছিলেন – ছিয়াশিতে ও যে দলে থাকবে তার প্রতিপক্ষ হিসেবে 'টপ গোল স্কোরার' হবেন। মনে পড়ছে?

●● আমি এখনও ব্যাপারটা ভুলিনি। বিশ্বাস করি ইস্টবেঙ্গল সে ম্যাচটা 'ফিক্স' করেছিল এবং জামশিদ পটাপট গোল করে। আমার এ ধারণা কেউ ভাঙতে পারবেন না।

● সেজনাই কি এ বছর ইস্টবেঙ্গলে গেলেন না?

●● মহমেডান শেষদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ক্লাব পরিবর্তন করতে ইচ্ছে হয় নি।

● জামশিদ আসছে এটা আগে থেকে জানলে এমন হত?

●● আমার থাকা না-থাকা কারও ইচ্ছের ওপর নির্ভরশীল নয়। সুতরাং সিধান্ত বদলাতাম না।

● অনেকে বলেন আপনি মহমেডানের ফাঁদে ধরা পড়েন। ভাইজাগ থেকে কলকাতা চলে আসাটা ভুল?

●● ভারতে এ অরাজকতা নেই যে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমায় ধরে রাখা যাবে। মহমেডান কি সি আই এ? মহমেডানে থাকব এ সিদ্ধান্ত নেবার পরই কলকতায় আসি।

● এক বছর কি লাল-হলুদ জার্সি গায়ে আপনাকে দেখা যাবে?

●● দেখুন, কেউ না তাড়ালেও, কলকাতায় সাতাশি আমার শেষ বছর। অস্বাভাবিক কোন পরিস্থিতি দেখা দিলে হয়ত তার আগেও চলে যেতে পারি বাধ্য হয়ে। সুতরাং ইস্টবেঙ্গল চাইলে এবং যাবতীয় শর্তগ্রহণযোগ্য হলে ওদের দলে পরের বছর সই করতেও পারি।

● এয়ারলাইন্স ট্রফি জয়ের রাতে ট্রিনকাস পানশালায় অপ্রীতিকর ঘটনায় আপনার নাম জড়িয়েছিল।

●● আমি ড্রিস্ক করি না। সুতরাং কারও সঙ্গে বার-এ ফূর্তি করতে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আমি অবসর সময় কাটাই গান শুনে, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে। পার্ক স্ট্রীট থানার ও সির কাছে একটা প্রতিবাদ পত্র পাঠিয়েছি। আমায় কেন ছোট করে দেখানর চেষ্টা হয়? জীবনে সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি এটাই। পঁচাশিতে ময়দানে আমার খেলার ধরণ দেখে অনেক বিশেষজ্ঞ রটানর চেষ্টা করেন – চিমা একটা বন্য জন্তু! এবছর তাই আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। লীগে খেলতে নামলে রেফারি এবং ছোট দলের ফুটবলারদের জিগ্যেস করবেন। আমায় সবাই চিনতে ভুল করেন।

● ছিয়াশিতে আপনার প্রতিপক্ষ দলগুলি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করবেন?

●● মোহনবাগান ইজ বেটার ব্যালান্সড সাইড। অভিজ্ঞতা এবং তারুণ্যের দারুণ সংমিশ্রণ। মাঝমাঠ খুব ভাল। ইস্টবেঙ্গল দলটাকে কেমন নড়বড়ে মনে হয়। অবশ্য ক্যাম্পে ডাক পাওয়া ফুটবলারদের আলোচনায় রাখছি না। দুটো বড় দলকেই ভয় পাওয়ার কারণ নেই। কেউ 'অপরাজেয়' নয়, আগেই বলেছি। প্রত্যেকের শক্তি এবং দুর্বলতা আমার জানা আছে।

● নিজের দলের দুর্বলতা?

●● (হেসে) হাতের তাস কেউ দেখিয়ে দেয়? মাঝমাঠে বল হোল্ডিং-য়ের জন্য লোক দরকার। এর বেশি বলব না।

● ভারতীয় কোন ফুটবলারকে ভাল লাগে?

●● সুদীপ, কৃশানু, তরুণ এবং অতনু। এদের আন্তর্জাতিক 'ফ্লেয়ার' আছে।

●● ছিয়াশিতে কলকাতা ময়দান এক ঝাঁক বিদেশীকে পেয়েছে। কে সেরা?

●● এমেকো। ওর সঙ্গে খেলেছি, খেলার ধরণটা জানি। অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার হিসেবে কেন ওকে ব্যবহার করা হচ্ছে না। আপুকেও উইংয়ে খেলানর মানে হয় না। ও মিডফিল্ডে অভ্যস্ত। বাকিদের চিনি না, নামও শুনিনি।

● ভারতীয় কোন কোচ আপনাকে 'ইমপ্রেস' করেছে?

●● সেভাবে কোন কোচিং পাই নি। সুতরাং মন্তব্য করা উচিত হবে না।

● আন্তর্জাতিক মানের নিরীখে ভারতীয় ফুটবল যেখানে দাঁড়িয়ে – সে সম্পর্কে মন্তব্য করবেন?

●● না। আপনাদের শুনতে হয়ত ভাল লাগবে না।

● ছিয়াশিতে ময়দানে নাড়া দেবার মত ঘটনা – মজিদ বাসকারের অসুস্থতা। মন্তব্য চাই।

●● দুর্ভাগ্যজনক। সব ডিটেলস জানি না। যা শুনেছি তার ভিত্তিতে বলতে পারি – মজিদের অসুখ কলকাতায় ফুটবল সিসটেমের বাই-প্রডাক্ট। সবচেয়ে দুঃখ হয় ওর বন্ধুরাই আড়ালে ওকে ব্যঙ্গ করে! দিস শ্যুড বি দি লাস্ট আনফরচুনেট থিং টু হ্যাপেন।



ছবি: সুমন চট্টোপাধ্যায়,

[illegible]

চার বিদেশী ফুটবলার শেষ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গলের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না ত ?

রতন ভট্টাচার্য

বিশ্বকাপ ফুটবলের জমজমাট আসরের মধ্যেও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে কলকাতার বিবর্ণ লীগ ম্যাচগুলো। বিদেশী ফুটবলার সমৃদ্ধ ইস্টবেঙ্গল শিবির ক্রমশ ম্রিয়মান। বিদেশী ফুটবলার নিয়ে যাঁরা এতদিন মাথা উঁচু রাখতে চাইছিলেন মাঠে, তাঁরা এখন দর্শক বিক্ষোভে রীতিমত সন্ত্রস্ত। ইস্টবেঙ্গলের বর্তমান শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত জীবন-পল্টু গোষ্ঠী ছাড়া আর কোন গোষ্ঠীর প্রধান কর্মকর্তারা মাঠে আসছেন না। বিশেষ করে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ থাকলেত নয়ই। অথচ এঁরাই লীগ শুরুর আগে এই সব না দেখা বিদেশী ফুটবলারদের নিয়ে হইচই বাঁধিয়েঃ ফেলেছিলেন। অবশ্য এই হইচই বাঁধানর পিছনে একটা উদ্দেশ্য ছিল। স্থানীয় ছেলেদের নিয়ে দল গড়তে গিয়ে ধাক্কা খাওয়ার পরই ক্লাবের আভ্যন্তরীন বিক্ষোভকে ধামাচাপা দেওয়ার জনাই ঐ সমস্ত বিদেশীদের নিয়ে ইস্টবেংগল কর্মকর্তারা কিছু একটা করে দেবেন, এমনটাই বুঝিয়ে ছিলেন সদস্য সমর্থকদের।

ইস্টবেঙ্গলের এতগুলো খেলা হয়ে গেল। অথচ বিদেশীদের মধ্যেই কেউই অতি সাধারণ মানের ফুটবলও খেলতে পারছেন না।

একমাত্র নাইজেরিয়ান ফুটবলার এমেকো এরিয়ানের বিরুদ্ধে প্রথম দর্শনেই দুটি গোল করে সভ্য-সমর্থকদের মনে সাড়া জাগিয়ে দিলেন। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, তাঁর খেলাও পড়তির দিকে। এখন আর এমেকো বল নিয়ে ছুটলে গ্যালারিতে উল্লাস হয় না। এমকো বলটা ধরে অযথা ড্রিবল করে বিপক্ষ ফুটবলারদের হারান জমিটা আবার ফিরিয়ে দিচ্ছেন। এবং এই ড্রিবল করতে গিয়ে তিনি ইস্টবেঙ্গলকে পথে বসাচ্ছেন।

ইস্টবেঙ্গলের কোচ শ্যাম থাপা নানা কারণে এমেকোর ওপর ক্ষুব্ধ। তিনি অনুশীলনে ওঁকে ওভাবে ড্রিবল করার অসুবিধাগুলো বারবার বুঝিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু ম্যাচের দিন এমেকো শ্যামের কথা অনুযায়ী মাঠে তা প্রয়োগ করছেন না। অর্থাৎ তিনি নিজের খুশিমত খেলছেন। আর এই খেলা খেলে গেলে দলের যে খুব বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে, ঐ ব্যাপারে শ্যামও যথেষ্ট আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। তবুও তিনি বললেন, "আমি কোচ আমার অধৈর্য্য হওয়া মানায় না। আমি ওকে শোধরাবার চেষ্টা করে যাব, দেখি শেষ পর্যন্ত কী হয়।"

এমেকো নিজে একজন অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার হলেও শ্যাম তাঁকে পুরোপুরি ফরোয়ার্ডেই খেলাতে চান। ছোট টীমের বিরুদ্ধে গোল পেতে গেলে এমেকোর ফরোয়ার্ডেই খেলা উচিত বলে শ্যামের ধারণা। কারণ শরীরের একটা বাড়তি সুবিধা ও বিপক্ষ ডিফেন্ডারদের কাছে অবশ্যই পাবেন। কিন্তু এই ভূমিকায় খেলতে ও পুরোপুরি রাজি নয়। পোর্ট ম্যাচের দিন হাফ টাইমে তিনি শ্যামকে ওই পজিশনে খেলতে না পারার কথা জানান। এতে শ্যাম দারুণ অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু তিনি দারুণ ঠান্ডা মেজাজের ছেলে। তাই সেদিন এমেকোর ঐ পজিশনে খেলতে না চাওয়ার ব্যাপারে ওঁকে খুব একটা চাপ দেননি। কিন্তু তিনি যে অত্যান্ত মনক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন সেদিন


এমেকো ইউজিগো
স্যান্টোস

তাতে কোন সন্দেহ নেই। জানিনা, শেষ পর্যন্ত শ্যাম ও এমেকোর মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘাত হলে তার ফলাফল কী হবে।

এমেকো ছাড়া কলকাতা মাঠে আর কোন বিদেশীর খেলা দর্শকদের ভাল লাগছে না। ওঁরা ভাবছেন, এইসব বাজে প্লেয়ার এনে ক্লাবের কিছু টাকা ধ্বংস হল। কাজের কাজ কিছুই হল না।

ইস্টবেঙ্গলের আর এক নাইজেরিয়ান চালর্স আপুকে ইস্টবেঙ্গল প্রথম প্রথম নিয়মিত খেলিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তিনিও অসফল। আপুর বাড়তি ড্রিবলিংয়ের দিকে ঝোঁক। শ্যাম ওঁকে অনেক বুঝিয়েছেন। কিন্তু কে কার কথা শোনে! পোর্ট ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের এক কিশোর সমর্থক ড্রেসিংরুমের মধ্যে ঢুকে আপুকে উদ্দেশ্য করে গালি দিলে তিনি পানীয়ের বোতল নিয়ে ছেলেটির দিকে তেড়ে যান। সেদিন অন্যান্য ফুটবলাররা ওঁকে ধরে ফেলে ওঁর হাত থেকেবোতলটি টেনে নেন। এই ঘটনার পর ক্লাব তাঁবুতে বসে ফুটবলার বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য ওঁকে অনেকক্ষণ বোঝালেন। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের ক্লাবের প্রতি উগ্র সমর্থনের ব্যাপারটাও ওকে বোঝান হল। জানিনা, আপু কিছু শিখছেন কিনা। আপুর ধারণা, "এখানকার সদস্য সমর্থকরা ইচ্ছাকৃতভাবেই গালাগালি দেওয়ার জন্য আমাদের বেছে নিয়েছেন।" তিনি বললেন, "আমরা নয় খারাপ খেলছি, কিন্তু কে ভাল খেলছে? আমরা সমর্থকদের আশাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারব না।" যদিও আপুর ফুটবল আপাতত আপুকে ইস্টবেঙ্গলের প্রথম দল থেকে ছিটকে দিয়েছে। শ্যাম থাপা মনে করেন, "আপু অতি সাধারণ মানের প্লেয়ার। ওর মধ্যে এখনও পর্যন্ত অসাধারণ একটি জিনিসও পাইনি। ও কলকাতার পাবলিক চেনে না, জানে না। ওঁরা খারাপ খেলাটাকে কখনও বরদাস্ত করতে পারে না। অত্যাধিক ড্রিবলিংয়ের বদ অভ্যাসটা যদি ছাড়তে না পারে। তাহলে, কলকাতা মাঠে ওর ঠাঁই নেই।"

পুলিসের বিরুদ্ধে জেতার পর ইস্টবেঙ্গল থেকে শ্যাম থাপা বলছিলেন। "এই চিবুজার খেলোয়াড়টির মধ্যে হয়ত অসাধারণত্ব কিছু নেই। কিন্তু ছেলেটা মাঠে বেশ পরিশ্রম করে। কিন্তু বি এন আর ম্যাচে মাঠে দর্শক হামলায় চিবুজার অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। তিনি বলেন, "ম্যাচ ড্র হয়েছে, এতে সমর্থকদের রাগের কী আছে? গতবারও ইস্টবেঙ্গল স্টার



আপু



চিবুজার

প্লেয়ারদের নিয়েও এই বি এন আর-এর কাছে হেরে গিয়েছিল। আমরা সে তুলনায় অনেক ভাল রেজাল্ট করেছি।"

জানিনা বি এন আর ম্যাচ শেষ হতে না হতে, গতবছরের এই ম্যাচের রেজাল্টটা কে ওঁর কানে তুলে দিয়েছিল, আসলে এই ক্লাবের সমর্থকদের সম্পর্কে ওর সে রকম ধারণা নেই বলেই হয়ত ও এমন শিশুসুলভ মন্তব্য করতে পারল। তবে একথা ঠিক, রঞ্জিৎ কর্মকার যদি ঠিকভাবে খেলতে পারেন, তাহলে চিবুজারের পক্ষে প্রথম দলে থাকাটা অত সহজ হবে বলে মনে হয়না।

ইস্টবেঙ্গলের কর্মকর্তাদের অনেকেই এখন স্বীকার করছেন গোলাম আলির মত নিকৃষ্ট ধরনের কোন ফুটবলার এর আগে লাল হলুদ জার্সি গায়ে দেয়নি। তাঁরা এটুকু বুঝে ফেলেছেন যে পুরো টাকাটাই নষ্ট হয়েছে। শ্যাম থাপা লীগের একটি ম্যাচে ওঁকে কিছুক্ষণের জন্য নামিয়েও তুলে নিতে বাধ্য হন। মাঠে অনেকেই সরস মন্তব্য করলেন, 'এই প্রথম হয়ত ও ফুটবলে পা দিল।'

দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে ব্রাজিলীয়ান ফুটবলার স্যান্টোসের কলকাতায় খেলার অনুমতি মিলল। কিন্তু লীগে ইস্টবেঙ্গলের তিনটি ম্যাচ ড্র হওয়ায় ক্লাব কর্তারা আর স্যান্টোসকে দলে রাখতে চাইছেন না। একথা ও'কে জানিয়ে দেওয়াও হয়েছে। অথচ শ্যাম এই খেলোয়াড়টি সম্পর্কে বলেছিলেন যে, তিনি বলটা ধরে খেলতে জানেন, এবং ডিস্ট্রিবিউশনও যথেষ্ট ভাল। কিন্তু কম্পিটিটিভ ম্যাচে অনেকদিন নেই বলে ওঁর স্পিডটা কম। তবে শ্যামের এই সব কথায় চিড়ে ভেজেনি। সুতরাং কয়েকদিনের মধ্যেই স্যান্টোস জাকার্তা হয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছেন। যদিও তিনি ইস্টবেঙ্গল কর্তাদের এক আবেদনে বলেছেন, "এখানকার দর্শকদের আমার খেলার প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধা আছে, তাই অন্তত একটা ম্যাচে আমাকে সুযোগ দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।

জানিনা, স্যান্টোসের এই আবেদন ইস্টবেঙ্গল কর্তারা কীভাবে নেবেন।

স্যান্টোস ফিরে গেলেও বাকি যাঁরা থাকছেন, তাঁদের যোগ্যতা নিয়ে ইতিমধ্যেই গ্যালারিতে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এছাড়া ঐ চার বিদেশী ফুটবলারের মনে অসন্তোষও তীব্র। তাঁরা সেই অসন্তোষের কথা ক্লাব অফিসিয়ালদের জানাতেও দ্বিধা করছেন না।শেষ পর্যন্ত এই চার বিদেশী ফুটবলার শ্যাম থাপার কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না তো?

ছবি: বিকাশ সাধু

মহমেডান দলের নতুন কোচ শিবাজী ব্যানার্জি মনে করছেন



‘কোচ হলেও আমি নিজেকে এখনও টীমের নির্ভরযোগ্য গোলকীপার মনে করি’

সরোজ চক্রবর্তী

সাম্প্রতিককালে কলকাতা ফুটবলে এমন হয় নি, যে ফুটবলারকে খেলার জন্য সই করান হল তাঁকে হঠাৎ কোচ করা হয়েছে। ষাট সালে মোহনবাগানের কোচ কাম্ ফুটবলারের ভূমিকায় ছিলেন শৈলেন মান্না। মোহনবাগান ক্লাব আগেই ঘোষণা করেছিল, শৈলেন মান্না দরকার হলে খেলবেন টীমের স্বার্থে, কিন্তু টীমকে কোচিংও দেবেন। এই নিয়ে আদৌ কোন বিতর্ক ছিল না। টীমের স্বার্থে শৈলেন মান্না দশ-বারটা ম্যাচ খেলেছেন। কোচ হিসাবে তিনি যথেষ্ট সাফল্য দেখিয়েছিলেন।

নিজের উপর আস্থা ছিল বলে শঙ্কর ব্যানার্জি এবং প্রদীপ দত্ত টালিগঞ্জ অগ্রগামীকে কোচিংয়েও দিয়েছেন, টীমকে কোচিংও দেন। পরবর্তীকালে শ্যাম থাপাকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব নিয়েছিল প্লেয়ার কাম কোচ হিসাবে। এসব দৃষ্টান্তর পাশাপাশি মহমেডানের নবাগত কোচ শিবাজী ব্যানার্জিকে একটু আলাদা রাখা দরকার। কারণ, শৈলেন মান্না, শ্যাম থাপা, প্রদীপ দত্ত এবং শঙ্কর ব্যানার্জি নিজেদের বড় টীমে খেলার মত জায়গায় রাখেন নি। শিবাজী ব্যানার্জি রেখেছিলেন।

যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও পঁচাশিতে শিবাজীকে মোহনবাগান সুযোগই দেয় নি। ‘বয়স’ যে মোট কথা নয়, এই উদাহরণ ইংল্যান্ডের পিটার শিলটন। শিবাজীর বয়স আর যাই হক সুব্রত ভট্টাচার্যর চেয়ে বেশি নয়। শিবাজী এখনও বড় টীমে খেলার মত ফর্মে আছেন, কিন্তু পঁচাশির মোহনবাগান টীমে শিবাজীর খেলার সুযোগ হয় নি ধীরেন দে-র পোষ্য কর্মকর্তাদের চক্রান্তে। শিবাজী যে এখন ব্যর্থতার তালিকায় পৌঁছে গেছেন, তার প্রমাণ আজও হয় নি।

সত্তর দশকের মাঝামাঝি পর্ব থেকে মোহনবাগানের যাবতীয় সাফল্যের পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান শিবাজীর। নিজের যোগ্যতা দেখিয়েই তিনি টীমে থেকেছেন। তিনি কখনই দাবি করেন নি, তরুণ বসু এবং ভাস্কর গাঙ্গুলির চেয়ে বড় গোলকীপার। কিন্তু দ্বিতীয় সারির গোলকীপার হয়েও মোহনবাগানের ঘরে যে সব ট্রফি এসেছিল, কেউ স্বীকার করুন বা নাই করুন –

সাফল্যের পিছনে বড় অবদান শিবাজী ব্যানার্জির। মোহনবাগানের এক সিনিয়র ফুটবলার এই সেদিন হল অকপটে স্বীকার করেছেন,' ‘এমন অনেক অনেক ম্যাচ গেছে সাতাত্তর থেকে বিরাশি পর্যন্ত, শিবাজী না থাকলে সে সব ম্যাচ জিততেই পারতাম না।' স্বয়ং শৈলেন মান্না বলেছিলেন, একা শিবাজী মোহনবাগানকে অনেক ট্রফি এনে দিয়েছে।'

তবুও অপমান এবং অবজ্ঞা সহ্য করতে হয়েছিল শিবাজীকে মোহনবাগান টীমে। ওঁর অধিনায়কত্ব কেড়ে নিয়েছিল মোহনবাগান ক্লাবের খলনায়ক ধীরেন দে। ছিয়াশিতে তাই বড় চ্যালেঞ্জ নিয়ে শিবাজী সই করলেন মহমেডানে। নিন্দুকরা বলেন, মহমেডান শিবাজীকে আদৌ চায় নি, পায়ে ধরে সই করেছেন। নিন্দুকরা ত সত্যের বাইরে, যুক্তির বাইরে অনেক কথাই বলেন। শিবাজী এবং আমরা এখনও মনে করি, তিনি যে কোন বড় টীমে এখনও আস্থা রেখে খেলতে পারেন।

শিবাজী বললেন,"এটা বোঝানর জন্যই এবারে মহমেডানে সই করি। মোহনবাগান আমায় বাতিলের খাতায় ফেলে দিয়েছিল, মহমেডানের কর্মকর্তারা, বিশেষ করে ফুটবল সেক্রেটারি ওমরদা আমায় যোগ্য

সম্মান দিয়ে তাঁর টীমে নিয়েছেন। অতনু ইস্টবেংগলে যাচ্ছে, এই খবর জানার পর মোহনবাগান ক্লাব গোলকীপারের ব্যাপারে দ্বিধায় ছিল। শিবাজী মহমেডান কর্মকর্তাদের আস্থা দেন, এবং সই করেন। অন্তত শেষ বারের মত শিবাজী কলকাতার ফুটবল প্রেমিকদের কাছে যোগ্য জবাব দিয়ে বিদায় নিতে চেয়েছিলেন। মহমেডান ক্লাবও শিবাজীকে রাখল তৃতীয় সারিতে।

প্রচণ্ড ভদ্র বলেই তিনি সাদা-কালো শিবিরে এসেও নীরব ছিলেন। কিন্তু নিজের উপর আস্থা হারান নি। প্রথম ষোল জনের তালিকায় না থাকলেও তিনি কোচ সাত্তারকে এবং কর্মকর্তাদের সঠিক পরামর্শ দিতে দ্বিধা করেন নি। ফুটবল সচিব মীর মহম্মদ ওমর ওঁকে ক্রমশ গুরুত্ব দিতে শুরু করলেন। এয়ারলাইন্স গোল্ড কাপের কোচ সাত্তারের প্রতি কর্মকর্তারা আস্থা হারাতে থাকলেন। এবং লীগের দু-তিনটে ম্যাচের পর ক্লাবের পরিস্থিতিটা পাল্টে গেল। মহমেডান পয়েন্ট হারাতে থাকল, সদস্য-সমর্থকদের বিক্ষোভ বাড়ল, কর্মকর্তারা সাত্তারের প্রতি আস্থা হারালেন, সাত্তার ব্যর্থতার সব দায়ভার নিজের কাঁধে নিয়ে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইলেন নাটকীয়ভাবে মহমেডানের রঙ্গমঞ্চে এলেন নতুন 'ভূমিকায় শিবাজী ব্যানার্জি।

দৃশ্যটা এখনও মনে আছে। এক গোলে পিছিয়ে থেকেও মহমেডান কোনক্রমে ম্যাচটা ড্র রেখেছিল জর্জ টেলিগ্রাফের সঙ্গে। ম্যাচের পর মহমেডান ফুটবল সচিব হঠাৎ নাটকীয় সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রথমে তিনি সাংবাদিকদের জানালেন, 'শিবাজীকে সহকারি কোচ করা হল'। মিনিট কয়েক পর আবার তিনি অনেকটা উত্তেজিত ভাবে জানালেন, 'আমরা (সচিবের সঙ্গে কথা বলে) ঠিক করলাম সাত্তারদার যা বয়স, ওঁর নতুন কিছু দেওয়ার নেই, আমরা শিবাজীকে এক নম্বর কোচ হিসাবে আজ থেকেই দায়িত্ব দিলাম।'

মহমেডান তাঁবুর একপাশে হতবাক শিবাজী ঘটনাগুলো ক্রমশ দেখে যাচ্ছিলেন। ওঁর মতামত নেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে কেউ মনে করলেন না।

"আসলে ফুটবলার হিসাবে নিজের যোগ্যতা বোঝানর জন্য মহমেডানে সই করেছিলাম। ক্লাব যে দায়িত্ব আমার উপর চাপিয়ে দিল, তা ফেরান উচিত নয়। কিন্তু যে চ্যালেঞ্জ নিয়ে মহমেডানে এসেছিলাম তা আর মনে হয় প্রমাণ করা যাবে না।

প্রঃ– আপনি কি কখনই



ভেবেছিলেন মহমেডানের এক নম্বর গোলকীপার হতে পারবেন এখনও?

●● ভাবতে অসুবিধে কোথায়? অতনু চলে গেছে। দিলীপ ক্যাম্পে। তাপস ও জগদীশকে বিট করে খেলার ক্ষমতা রাখি। তবুও তাপস গতবারে মহমেডানে ছিল। তাপস ও জগদীশ দুজনই খেলেছে।



ওরা টেস্টেড। তারপর আমার কথা সাত্তারদা ভাবলেন না। কোচ হলেও আমি নিজেকে এখনও টীমের নির্ভরযোগ্য গোলকীপার মনে করছি। নিজে ইচ্ছায় হয়ত এখন আর খেলতে নামতে পারব না। অফিসিয়ালরা চাইলে আমি যে কোন সময় খেলতে রাজি আছি। দিলীপ ও তাপস যদি ব্যর্থ হয় তাহলে ত আমাকে নামতেই হবে।

প্রঃ– মহমেডানের কোচের দায়িত্বটা কেন এবং কীভাবে মেনে নিলেন?

●● কোচ হব কোনদিন কল্পনা করি নি। আমার বরাবরের সিদ্ধান্ত, যেদিন ফুটবল ছাড়ব তারপর মাঠের দিকে আসব না। মাথা নিচু করে ফুটবল জগৎ থেকে বিদায় নিতে চাই নি। যে দিন মহমেডান আমায় কোচ করল, মনে মনে অনেক ভেবেছি। বাড়িতে মা-দাদা-স্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলেছি। সবাই মনে জোর দেওয়াতে সিদ্ধান্ত পাল্টালাম, মহমেডান ক্লাব অপ্রত্যাশিত ভাবে যে সম্মান ও দায়িত্ব আমায় দিয়েছে, সেটাকেও চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছি।

প্রঃ– কোচ হিসাবে সাত্তারের অপসারণটাকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

●● সাত্তারদা ভাল মানুষ। কিন্তু টীমকে কণ্ডিশনে আনার জন্য সাত্তারদা বিশেষ কিছুই করতে পারেন নি। ক্লাব যদি ওঁকে না চায় আমি কী করতে পারি? কাল আমাকেও ক্লাব সরিয়ে দিতে পারে। তবে যা শুনেছি, সাত্তারদা নিজেই ক্লাবকে জানিয়েছিলেন তিনি আর আসবেন না।

প্রঃ– আপনার কোচিংয়ে মহমেডান যদি পয়েন্ট হারাতে থাকে তখন কি আপনিও দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইবেন?

●● আমি মোটেই নিজের ইচ্ছায় দায়িত্ব থেকে সরে যাব না। আমি কখনই অফিসিয়ালদের বলিনি টীমকে ট্রফি এনে দেব। পৃথিবীর কোন কোচই তা পারেন না। কলকাতার বড় কোচেদের খুব কাছ থেকে দেখেছি। বড় টীমের কোচ প্লেয়ারদের কণ্ডিশনে এনে দেন প্র্যাকটিস করিয়ে। আর ম্যাচের দিন কিছু ছক বলে দেন। বড় টীমে বড় প্লেয়াররা খেলে। যেদিন অধিকাংশ প্লেয়ার কণ্ডিশনে থাকে সে সব দিন ম্যাচ আটকে যায় না টীমের সাফল্য এলে তার কৃতিত্ব প্লেয়ারদের, কোচের নয়। সুতরাং ব্যর্থতাটাই সে বাধা পেতে মেনে নিয়ে স্বইচ্ছায় বিদায় নিতে কেন যাব?

প্রঃ– কোচিং না শিখে হঠাৎ বড় টীমের দায়িত্ব নিয়ে কি আপনি ঠিক করেছেন বলে মনে হয়?

●● কোচ হব কখনই ভাবি নি। ক্লাবের অফিসিয়ালরা যে সময়ে আমাকে দায়িত্বটা দিলেন, তখন না বলা সম্ভব ছিল না। জীবনে অনেক ত কোচ দেখলাম। প্রদীপদা ছাড়া কাউকে প্রকৃত-কোচ বলে মনে হয় নি অনেকের ত কোন ব্যক্তিত্বই নেই। আমি যখন দায়িত্ব পেলাম, তখনই ভেবেছিলাম যদি প্লেয়ারদের সব রকমের সহযোগিতা পাই (পাচ্ছিও) কোচিং দেওয়া কঠিন হবে না। একদিনে টীমকে অনেকটা কণ্ডিশনে এনে ফেলেছি। আগেও বলেছি এখনও বলছি বড় টীমকে কণ্ডিশনে আনতে পারলে রেজাল্ট আপনা থেকে চলে আসবে। টীমকে কণ্ডিশনে আনার ব্যাপারে প্রদীপদা ছিলেন মাস্টার লোক। যদি দেখি এ বছর আমি সেই কাজেও ব্যর্থ হয়েছি তখন কোচিং লাইনে আর আসব না। যদি সফল হই, সাতাশিতে বিদেশ থেকে কোচেস ট্রেনিং নিয়ে আসব। তাছাড়া, ট্রেনিং না নিয়ে ত শঙ্কর ব্যানার্জি ও গ্ল্যাম থাপা সফল হয়েছে। এসব ভেবেই দায়িত্ব নিয়েছি।

প্রঃ– খেলতে এসে কোচ হয়ে যাওয়া, খেলোয়াড়রা কি আপনাকে সেই চোখে দেখবে বা মানবে?

●● ক্লাব কোচ করবে তাকে যাকে প্লেয়াররা মানতে বাধ্য। মাঠের বাইরে আমি সবার বন্ধু, কিন্তু মাঠে আমি কারুর বন্ধু নই। সবাই আমাকে মানছেও। টীমের মধ্যে যে শৃঙ্খলা মানবে না তাকে আমি বরদাস্ত মোটেই করব না – ক্লাব আমাকে সেই পাওয়ার দিয়েছে। চিমা, জামশিদ, সাবির, মইদুল, দোরজি, মিহির, ফিলিপের মত সিনিয়র প্লেয়াররা আমার কথা শুনছে। প্রয়োজনে আমি পরামর্শও নিতে পারি। কিন্তু আমার উপর কর্তৃত্ব করা চলবে না। এই যেমন সেদিন, সকালে টেপ্টে এসে দেখি মজিদ ঠিক সময়ে পৌছে গেছে। আমি ওকে বোঝালাম, 'কলকাতার মানুষ তোমাকে ভালবাসে, একমাত্র তোমার কোন শত্রু নেই। তুমি এখনও যদি ঠিকমত প্র্যাকটিস কর ফার্স্ট' টীমেও চলে আসতে পারবে।' কিন্তু প্র্যাকটিস শুরু হতেই দেখি মাঠে মজিদ আসে নি, পৌনে আটটায় আমি প্র্যাকটিস শুরু করি। শুনলাম মজিদ বাস্কেটবল কোর্টে গিয়ে বাস্কেটবল খেলছে। এবং প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ সে প্র্যাকটিসে এল। আমি ওকে মাঠ থেকে বের করে দিলাম। বললাম, 'হতে পারে তুমি বড় প্লেয়ার, কিন্তু পৌনে আটটার পর আমি কাউকে মাঠে ঢুকতে দেব না। মজিদ তারপর থেকে ঠিক সময়ে প্র্যাকটিসে এসেছে।

প্রঃ– মহমেডান কর্মকর্তারা সুখের পায়রা, টীম জিতলে ওঁদের দেখা যায়। সকালে ওঁদের ক্লাবে দেখা যায় না।



ছবি : সুমন চট্টোপাধ্যায়

●● আমি অফিসিয়ালদের বলেছি প্রতিদিন মাঠে আসতে হবে। এতে প্লেয়াররা মনে জোর পায় ওঁরা আসছেনও। ম্যাচের পর টিফিন নিয়ে প্লেয়াররা অভিযোগ করেছিল। আমি ওমরদাকে জানিয়েছিলাম, কাজও হয়েছে। অফিসিয়ালদের দিকটাও আমাদের দেখতে হবে। লক্ষ লক্ষ টাকা ধার করে ওঁরা টীম তৈরি করেন। তার বিনিময়ে যদি ওঁদের ঘন ঘন পরাজয় দেখতে হয় তাহলে উৎসাহ থাকবে কেমন করে?

প্রঃ– টীম তৈরির সময় কর্মকর্তারা কোচের উপর জোর করে মতামত চাপিয়ে দেন। সাত্তারদার ক্ষেত্রেও সেটা হত। আপনিও কি নিজের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে তা মেনে নেবেন?

●● আমি অফিসিয়ালদের বক্তব্য নিশ্চয় শুনব, কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমিই নেব। একথা আমি বুঝিয়ে দিয়েছি অফিসিয়ালদের। আমি কোচ হতে মহমেডানে আসি নি। কোচ হিসাবে টাকা রোজগার করতেও আসি নি। তাহলে কীসের জন্য অন্যায় মেনে নেব? তবে আমার বিশ্বাস অফিসিয়ালরা আমার মতের বাইরে তাঁদের মতামত চাপিয়ে দেবেন না। আমি মাথা নত করে দায়িত্ব পালন করতে চাই না, এটা আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ। তাই যদি করতাম তাহলে মোহনবাগানের ধীরেনদা ও মান্নাদার পায়ে ধরে থাকতে পারতাম। দলবদলের আগে আমি কখনই ওঁদের কাছে যাই নি। এবার যদি যেতাম, দেখতে আমাকে মোহনবাগান রেখে দিয়েছে।

প্রঃ– ইস্টবেংগল বা মোহনবাগান কি মহমেডানের তুলনায় ভাল দল?

●● এয়ারলাইন্স গোল্ড কাপে ঐ দুই টীমের খেলা দেখেছি। আমার চোখে দারুণ কিছু মনে হয় নি।



ছবি : এস এস কাঞ্জিলাল

ওদের কোচ প্লাস পয়েন্ট দেখলাম না। সেই তুলনায় আমাদের টীমের প্লাস পয়েন্ট হল চিমা ও জামশিদ। ওরা যেদিন ফর্মে থাকবে সেদিন কোন টীম সামনে দাঁড়াতে পারবে না। সাবিরও ফর্ম ফিরে পেয়েছে –এরিয়ান ম্যাচ তার প্রমাণ। তবে ক্যাম্পের সব প্লেয়ার চলে এলে ঐ দুটো টীম ভাল হয়ে যাবে। তখন আমাদের টীম ওদের বিরুদ্ধে কতটা সফল হবে তা বলা মুশকিল।

প্রঃ– আট পয়েন্টে (আরও পয়েন্ট নষ্ট হতে পারে) পিছিয়ে থেকে এখনও কি আপনার মনে হয় মহমেডান লীগ চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে?

●● ইস্টবেংগল ত ক্রমশ আমাদের ধরে ফেলবে কেউ ভেবেছিল? ইস্টবেংগল যে আর পয়েন্ট হারাবে না কেউ বলতে পারে? মোহনবাগানও পয়েন্ট হারাচ্ছে। রিটার্ন লীগে সব টীমই অনেক পয়েন্ট হারাবে। আমরাও হারাতে পারি। কিন্তু যদি পয়েন্ট আর না নষ্ট করি এবং সব বড় ম্যাচে যদি পয়েন্ট আসে তাহলে চ্যাম্পিয়ন হওয়া কি কঠিন হবে? আমার বিশ্বাস বড় ম্যাচে আমরা জিতব।

প্রঃ– অনেকের ধারণা সাবির-মইদুল যতই খারাপ খেলুক, কর্মকর্তাদের প্রভাবের ফলে ওদের টীমের বাইরে রাখা সম্ভব হবে না।

●● এসব বাজে কথা। সাবির ত এবারই বসেছিল। সাবির আবার কণ্ডিশনে চলে এসেছে। ও নিজের যোগ্যতায় খেলছে। আর মইদুল? গড়ের মাঠে ত অনেক বড় বড় ফরোয়ার্ড দেখলাম, বুকে হাত দিয়ে কেউ বলুক না, কে কবার বড় ম্যাচে মইদুলকে বিট করতে পেরেছে?

প্রঃ– বড় ম্যাচের আগে আপনি কি পি কে ব্যানার্জির কাছে গিয়ে স্ট্যাটেজি বুঝে আসবেন?

●● মোহনবাগানে অনেক বছর খেলার সুবাদে বড় ম্যাচের আগে প্রদীপদা আমাদের কী বলতেন, জানা আছে। এখন আর নতুন করে স্ট্যাটেজি জানার জন্য প্রদীপদার কাছে যাওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না আমাদের প্লেয়াররা ফর্মে থাকলে আমার কোনই স্ট্যাটেজি নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। বড় ম্যাচে বড় টীমের, প্লেয়ারদের মুখে মুখে স্ট্যাটেজি বুঝিয়ে কোন লাভ হয় না।

প্রঃ– কোচ হয়ে কি টেনশন বাড়ল?

●● যখন খেলেছি তখনও টেনশন ছিল। তবে কোচ হয়ে একটু নিশ্চয় বেড়েছে। বাড়ির লোকেরও বাড়বে। বড় ম্যাচ এলে বোঝা যাবে। বাবা যদি বেঁচে থাকতেন কিছু পরামর্শ পেতাম। এরকম সময়ে ওঁর অভাবটা বড্ড বেশি করে মনে করছি।

তিনি এখন

(কী করছেন, কেমন আছেন – তিনি এখন ? তিনি, যিনি একদা খেলার মাঠে নায়ক ছিলেন ! সেই সোনালী অতীতের স্মৃতির সঙ্গে স্পষ্ট বর্তমান মিশছে এই নতুন ফিচারে। দায়িত্বে অরুণ সেনগুপ্ত)

শচীন নাগ





১৯৪৮ : লন্ডন অলিম্পিকে ভারতীয় দলে শচীন নাগ

"উনিশশ তিরিশের কিছু আগের ঘটনা। সারা দেশ জুড়ে তখন বিদেশী দ্রব্য বয়কটের আন্দোলন চলছে। কাশীতে দর্শনঘাটের কাছে একটি মদের দোকানের সামনে চলছে পিকেটিং। বড়দের সঙ্গে সঙ্গে হাত মুঠো করে ছুঁড়ে দিতে দিতে আমিও স্লোগানে গলা মেলাচ্ছিলাম 'মদের দোকান বন্ধ কর।' হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এল এক ঝাঁক পুলিস। চিৎকার করতে করতে ব্যাটম উঁচিয়ে তাড়া করল আমাদের। প্রাণের ভয়ে যে যেদিকে পারল দৌড়ে পালাল, আমি ছুটলাম দর্শনঘাটের দিকে। দর্শনঘাটে পৌঁছেই জলে ঝাঁপ দিলাম। প্রাণপণে সাঁতরাচ্ছি। কিছুক্ষণের পর শক্ত দুটো হাত আমায় জল থেকে তুলে ধরল। আমি কিছু বোঝার আগেই আমাকে তুলে ধরে ব্যক্তি বললেন, 'সেকেন্ড, তোমার নম্বর কত ?' বুঝলাম প্রতিযোগিতার মধ্যে ঢুকে পড়েছি। কায়দাটা ভদ্রলোককে জানাতে তিনি আমার পিঠে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে বললেন, 'যা ভাগ!' ছাড়া পেয়েই পালালাম।

সাঁতরাগাছির এইচ আই টি হাউসিং এস্টেটে বসে প্রথম জীবনের স্মৃতিচারণ করছিলেন এশিয়াডে প্রথম স্বর্ণপদক জয়ী এবং দুবার অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্বকারী সাঁতারু শচীন নাগ। এখন বয়স উনসত্তর। দীর্ঘ সাঁতারু এবং কর্মময় জীবন থেকে এখন অনেক দূরে তাঁর অবস্থান। তাঁর চার ছেলে– প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠিত।দুইমেয়ের একজনের বিয়ে হয়ে গেছে। যত দিন সাঁতার কেটেছেন, ব্যস্ত থেকেছেন তাই নিয়েই। তারপর ঢুবে যান ব্যবসায়িক কাজ কর্মে। এখন সাঁতার নেই, নেই ব্যবসা, কিন্তু ক্রীড়া জগতের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেন সব সময়। পঁচাশি পর্যন্ত সাঁতারের সমস্ত দায়িত্বেই ছিলেন শচীন নাগ। এখনও স্পোর্টস কাউন্সিলের সুইমিং সাব কমিটির সদস্য।

স্মৃতিচারণ করেন কিনা জানতে চাইলে তিনি একান্নর দিল্লি এশিয়াডের ঘটনা শোনালেন। বললেন, "আবছা হয়ে গেলেও, এখনও ভুলে যাইনি কিছুই। মনে পড়ে, প্রস্তুতির জন্য ডিসেম্বরের শেষের দিকেই দিল্লি পৌঁছে গেলাম, এশিয়াড শুরু মার্চে। অথচ দিল্লির কোথাও, কোন পুলেই জল নেই। কথাটা তৎকালীন কর্মকর্তাদের জানাতেই ধমক খেতে হল, 'কে বলেছিল তোমাকে এত আগে আসতে?' অবশেষে পুরান দিল্লির 'সিসিল হোটেলের কুড়ি মিটার পুলে অনুশীলনের অনুমতি আদায় করলাম অনেক কষ্টে। অবশ্য দারুণভাবে সাহায্য করেছিল আমার এক বন্ধু অমল রায় এবং ফুটবলার পি ভৌমিক। প্রত্যেকটি 'ডীপ'-এর জন্য লাগত পাঁচ টাকা। পরে অবশ্য বিদেশী বোডাররা আমার ওপর খুশি জেনে ইতালীয় মহিলা ম্যানেজার দক্ষিণা মুকুব করে দিয়েছিলেন। ১০০মিঃ ব্রেস্ট স্ট্রোকে প্রথম হয়ে যখন উঠলাম, প্রথম অভিনন্দন জানালেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু।"

দীর্ঘ গৌরবময় সাঁতারু জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করেই বাকি জীবনটা কাটাতে চান না শচীন নাগ। কিছু করার নেশায় ছুটে যান ডাক পেলেই। এখনকার সাঁতারুদের সম্পর্কে তাঁর গভীর আগ্রহ। বুলা বিতর্কের প্রসঙ্গ উঠতেই উত্তেজিত হলেন: "কেন একজন সম্ভাবনাময়ী সাঁতারুকে এভাবে 'ডিস্টার্ব' করা হচ্ছে। কেন এশিয়াড ক্যাম্প থেকে ছাঁটাই করা হল সুরজিৎ ঘোষ, রমেন দাসকে। বাংলার সাঁতারুদের উচিত, আমার মনে হয়, ক্যাম্প বয়কট করা।"

শচীন নাগের মনের জোরের গল্প আগে শুনেছি। সাতচল্লিশে পা ভেঙে হাসপাতালে একমাস কাটিয়ে ফিরে এলেন, ক্রাচ নিয়ে। ক্রাচ নিয়ে যে হাঁটে, সে সাঁতার কাটবে কী করে? অনেকেই তখন পরামর্শ দিয়েছিলেন 'এবার অবসর নাও শচীন।' মুখে কোন উত্তর দেন নি তিনি। জানতেন জবাব জলেই দিতে হবে। দিনের পর দিন নীরবে অলক্ষ্যে চালিয়ে গেছেন অনুশীলন। পাড়ে ক্র্যাচ রেখে দিনের পর দিন সাঁতার কেটেছেন গঙ্গার জলে। ফলও পেয়েছেন হাতে নাতে। আটচল্লিশেই ট্রায়ালে প্রথম হয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন লন্ডন অলিম্পিকে ভারতীয় দলে। কিন্তু এই প্রতিবাদী চরিত্র কি আগে ছিল? বললেন, "নিশ্চয়, অন্যায়ের প্রতিবাদ করে গেছি সারা জীবন। একবার এক প্রতিযোগীতার শেষে জল চেয়ে পাইনি বলে, পুরস্কার বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। পরে সংগঠকদের পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করতে ব্যাপারটা মিটেছিল।

৫২ অলিম্পিকে পর শচীন নাগ সাঁতার থেকে অবসর নেন। ১৯৩৮-৫২, দীর্ঘ ১৪ বছরের জাতীয় চ্যাম্পিয়নের সাঁতারু জীবনের ছেদ পড়ে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত একদিনের জন্য সাঁতারকে ভোলেন নি। এখনকার সাঁতার এবং সাঁতারুদের সম্পর্কে তার ধারণা: "উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে উন্নতি করার চেষ্টা নেই। হিসেব কষেই দেখুন না, আমাদের 'সময়' বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের থেকে কতটা পিছনে ছিল, আর এখন কত? আমাদের করা সময়কে কতটা পিছনে ফেলতে পেরেছে আজকের সাঁতারুরা? অথচ বিদেশে দেখুন, এখনকার সময় অনেকটা এগিয়ে গেছে আগের সময় থেকে। আমাদের এন আই এস ডিপ্লোমাধারী কোচেদের বেশিরভাগেরই টেকনিকাল জ্ঞান নেই। স্পোর্টস মেডিসিনের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই, নেই জিমন্যাসিয়ামেরও ব্যবস্থা। কীভাবে, আশা করব, আজকের সাঁতারুরা বিরাট কিছু করে দেবে?'



বাড়িতে ছেলে মেয়ের সঙ্গে শচীন নাগ

ধানের শীষে শিশির বিন্দু

সমীরণ গুহ

পঁচাত্তরে রাশিয়া লোকোমোটিভ দলের বিপক্ষে, ছিয়াত্তরে কুকটাউন,. সাতাত্তরে পাখতাকোর, আটাত্তরে আমরাত' এবং ঊনআশিতে দক্ষিণ কোরিয়া দলের বিরুদ্ধে এক চমৎকার ফুটবল উপহার দেবার পরেও যে ফুটবলারটি প্রায় নিঃশব্দেই এক বুক অভিমান নিয়ে মাঠ থেকে সরে গেছে – তার কাছে ছুটে যাবার প্রয়োজন অনুভব করতেই সেদিন সমস্ত কাজকে সরিয়ে রেখে উপস্থিত হলাম আশির ইস্টবেংগল অধিনায়ক সত্যজিৎ মিত্রের গল্ফ ক্লাবের বাড়িতে।

কিছুক্ষণ আগে লেকে ছোটদের ফুটবলের আসর থেকে বাড়ি ফিরেছেন সত্যজিৎ। আদুল গায়ে আমার মুখোমুখি সোফাটায় বসা সত্ত্বেও আমি দেওয়ালে টাংগানো রাষ্ট্রপতির হাত থেকে আকাঙ্ক্ষার পুরস্কার গ্রহণরত সত্যজিতের ছবিটার দিকেই পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইলাম। ঐ ছবি, ঐ পুরস্কারগুলোই ত একজন ফুটবলারের অলংকার।

আমি কিন্তু নিরাভরণ। অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে উত্তর দিলেন সত্যজিৎ, বিরাটভাবে ঝাঁকিয়ে, শিরোনামের শৃংগে থাকার মত ফুটবলটা না খেললেও কিছুটা অন্তত খেলেছি। অথচ......শুরুতেই সত্যজিৎ থেমে পড়তেই আলোচনার বলটাকে এগিয়ে দিলাম, 'আপনার যোগ্যতা, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ছিয়াত্তরে ইস্টবেংগলে সই করে আপনি যথেষ্ট অবহেলিত, উপেক্ষিত ছিলেন। ঐ ব্যাপারে আপনার নিজস্ব ধারণাটা কী?'

'বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর একটানা চারবছর এরিয়ান ক্লাবের লেফট ব্যাকের পজিশনে আমার জায়গা ছিল এক নম্বরে। ঐ ক-বছরে ফুটবলের উজ্জ্বল আলোর কিরণ ছড়াতে না পারলেও স্তিমিত আলোর রেখা একটু ফুটিয়ে তুলতে পেরেছি। আর সেই কারণেই ছিয়াত্তরে ডাক পাই ইস্টবেংগলের মত ভারতবর্ষের এক অন্যতম সেরা দলে। সত্যজিৎ নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার জন্য সম্ভবত একটু থামলেন। পর মুহূর্তেই আবার বললেন, আর আসল ব্যাপারটা কি জানেন ত, শুধু ঐ ইস্টবেংগল ক্লাবই নয়, পরবর্তী সময়ে আমি মোহনবাগান এবং মহমেডানেও খেলেছি। অর্থাৎ তিন বড় দলে খেলার সুবাদে আমার নিজের ধারণা হল, দু-চারজন প্লেয়ার অনায়াসে টীমে চলে এলেও বাকি প্লেয়ারদের দলে আসাটা নির্ভর করছে সে কোন গ্রুপের! অর্থাৎ দল-বদলের সময় ক্লাবের কর্মকর্তারা বিভিন্ন খেলোয়াড়দের রিক্রুট করলেও কর্মকর্তাদের যে গ্রুপটি ভারি তাদের সই করা প্লেয়াররাই খেলার সুযোগ পায়। অনুগ্রহ করে একটা কথা মনে রাখবেন, আমি কিন্তু এখানে অন্যের কথা বলতে চাইছি না। আমি শুধু আমার ফুটবল জীবনের দুর্ভাগ্যের কথাই বলছি আপনার মূল প্রশ্নের কাছাকাছি আসছি এবারে। সত্যজিৎ যথেষ্ট সতর্কতার সংগে বলতে লাগলেন, ইস্টবেংগলে তখন কর্মকর্তাদের মধ্যে চার-পাঁচটা গ্রুপ। আমাকে যিনি সই করিয়েছিলেন তিনি শক্তিশালী না দুর্বল গ্রুপের কর্মকর্তা সেটা জানা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি শুধু দেখলাম, মাঠে লড়াই করার জন্য এগারজনের মধ্যে আমাকে রাখা হত না। মোটামুটিভাবে আমার স্থায়ী আসন হল সাইড লাইনের ধারে। অথচ বিদেশী দল কুকটাউনের বিপক্ষে আমার খেলা ত সবাইকে সন্তুষ্ট করেছে। হ্যাঁ তবুও ঐ দলবাজির জন্য আমার জায়গা হল মাঠের বাইরে এক্সট্রাদের বেঞ্চিতে।'



অধিনায়ক সত্যজিৎ

'সাতাত্তরে তাহলে দল পাল্টালেন না কেন?'

'প্রথমত বড় দলে খেলার আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন কার না থাকে বলুন? চলে যাওয়াটা ত সমস্যার সমাধান নয়। চোখে-মুখে প্রত্যয়ের ছাপ নিয়ে সত্যজিৎ পরিষ্কার বললেন, আমি আসলে তখন একটা জেদে পড়ে গিয়েছিলাম। কতদিন বসিয়ে রাখবেন রাখুন, ইস্টবেংগল ক্লাব কিছুতেই ছাড়ব না। আর মাঝে মধ্যে যেদিন খেলার সুযোগ দেবেন, সেদিনটা 'শুধু একটু খেলে দেব।'

'আপনার ঐ 'একটু খেলে দেওয়া' ত ইস্টবেংগলের মত বড় দলকে যথেষ্টই নির্ভরতা দিয়েছে।'

সেটা আপনি এখন বলছেন। কিন্তু ঐ বুভুক্ষু সময়ে দিনের পর দিন খেলোয়াড় হয়েও আমি ছিলাম নিতান্তই এক দর্শক। সেই সময়ের মানসিক যন্ত্রণার কথা কাউকে বলতে পারতাম না। কেন-না এটা ত ঠিক যে, বসে থাকা খেলোয়াড়ের কথা কেউ আগ্রহ নিয়ে শুনতে চায় না। যাইহক ধৈর্যের পরীক্ষায় আমি একদিন উতরে গেলাম। সাতাত্তরের লীগ, শীল্ডের পর রোভার্স এবং ডুরান্ড থেকেই দলের নিয়মিত খেলোয়াড়ের সম্মান পেলাম।

আটাত্তরে ত চিন্ময়, শ্যামল, মনোরঞ্জনের সংগে সমন্বয় রেখে দারুণ ফুটবল খেললেন। দু-বছর ধরে মোটামুটি 'বাইরে' বসে ছিলেন সেটা কিন্তু বিন্দুমাত্র বোঝা যায় নি।

মৃদু-মন্দ বাতাসের মত সামান্য একটু হাসলেন সত্যজিৎ। বললেন, আটাত্তরে আমাদের ইস্টবেংগল টীমটাই দারুণ ছিল। আমাদের চার ডিপ ডিফেন্ডারের কথা ত আপনিই বললেন। তাছাড়া গোলে ভাস্কর, দুই লিংকম্যান পিন্টু আর প্রশান্ত এবং ফরোয়ার্ডে ছিল সুরজিৎ সেনগুপ্ত, উলগা, মিহির বসু, তপন দাস, রঞ্জিত মুখার্জি, অশোক চন্দ। সব মিলিয়ে আমাদের পুরো দলটির পারফরমেন্সই ছিল চমৎকার। তারই স্বীকৃতি হিসেবে আমরা পেলাম ফেডারেশন কাপ, ডুরান্ড এবং বরদলুই।

পরবর্তী প্রশ্নটা নিয়ে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করছিলাম। আসলে উপস্থাপনের প্রয়োগ-রীতির জন্য মার্জিত শব্দগুলোকে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম। নয়ত ভাষার দুর্বলতার জন্য সত্যজিৎ ভুল বুঝতে পারেন। নিচু গলায় আস্তে আস্তে বললাম, আশিতে আপনি ইস্টবেংগলের অধিনায়ক হয়ে রত্নখচিত যে মুকুটটি পরেছিলেন, সেই মুকুটের অনেকগুলো হীরকখণ্ড খসে পড়ে। আমরা দেখলাম, সুরজিৎ, ভাস্কর, শ্যামল, প্রশান্তরা এক সংগে আট-নজন ইস্টবেংগল ছেড়ে চলে গেলেন বিশেষ এক অন্যায় খেলার শিকার হয়ে। ঐ সময়ে ওঁদের অবদানের আলোকে ইস্টবেংগলের সম্মানের যে ইমারত গড়ে উঠেছিল, সেই প্রেক্ষাপটে আপনি কতটুকু যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়ে বিহ্বল হৃদয়ের নির্জন মুহূর্তে গভীর আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়েছিলেন যে



অনুশীলনে সত্যজিৎ

ওঁদেরকে ধরে রাখার জন্য আপনারও কিছু করার ছিল ?'

'এমন প্রশ্ন এর আগে আমাকে কেউ করেন নি। আপনি যখন করেছেন তাহলে শুনুন'– সত্যজিৎ তাঁর চমৎকার ফর্মের খেলার মত সাবলীল ভঙ্গিতে পুরো ব্যাপারটাই খুলে বললেন, 'নিশীথ ঘোষ একদিন আশির টীম গড়া নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, 'সুরজিৎকে এবার রাখব না। ও বড্ড পলিটিক্স করছে। শ্যামল ঘোষকেও রাখার দরকার নেই কেন-না ওর ফর্ম পড়ে গেছে। প্রশান্তকে চলবে না।' ইত্যাদি ধরনের কথাবার্তা শুনে আমি ওঁকে অনুরোধ করে বলেছিলাম, এমন কাজ আপনি করবেন না। এখন ইস্টবেঙ্গলের যে টীম স্পিরিট অনুগ্রহ করে এটাকে ভাঙবেন না। সুরজিৎ, ভাস্কর, শ্যামল, প্রশান্ত ওদেরকে ক্লাবের পক্ষে দারুণভাবে প্রয়োজন। ওদেরকে ধরে রাখুন।'

সত্যজিৎ একটু আনমনা হলেন। সাম্প্রতিক অতীতের ছবিটার রঙ এখনও ফিকে হয় নি। তাঁর মনের রেকর্ডিং-এ সমস্ত কথাই ধরা আছে। সত্যজিৎ বললেন, 'আমি কিন্তু স্পষ্টই বুঝতে পারলাম আমার অনুরোধটা নিশীথ ঘোষেরকাছে সামান্যতমও গুরুত্ব পেল না। অথচ আমি আমার খেলোয়াড় বন্ধুদের হারাতে রাজি নই। অতএব একদিন রাত্রে ছুটে গেলাম প্রদীপ ব্যানার্জির বাড়ি। প্রদীপদাকে গিয়ে ঘটনাটা জানাতেই তিনিও ঐ প্লেয়ারদের ধরে রাখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এরপর দফায় দফায় জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত, নিশীথ ঘোষ প্রভৃতিদের সঙ্গে আলোচনা চলতে লাগল। কিন্তু নিশীথ ঘোষ কিছুতেই সুরজিৎ ওদেরকে সহ্যই করতে পারছিলেন না। আমি কিন্তু তখনও আশা ছাড়িনি। প্রতিদিনই ওদের সম্পর্কে আলাপ-আলোচনাটাকে জিইয়ে রাখলাম। এদিকে সুরজিতের সঙ্গেও আমার একদিন কথা হয়ে গেল। তোমরা কেউ অন্য ক্লাবে চলে যেও না ইতিমধ্যে বেশ কিছুদিন গড়িয়ে গেছে। নিশীথ ঘোষকে রাজি করাতে না পারলেও জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তকে মোটামুটি রাজি করাতে পেরেছি। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই যখন ফাঁপসা আর ক্লাব সেক্রেটারির 'না' শুনে কোন খেলোয়াড়ের পক্ষেই সেই ক্লাবের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে থাকাটা সম্ভব নয়। খেলোয়াড়দেরওত সম্মান রয়েছে।'

'এক সঙ্গে আট নজন দল ছাড়তেই আমার অবস্থাটা আরও করুণ হয়ে উঠল। সম্পূর্ণ ভাঙ্গা, বিধ্বস্ত একটা প্রধান দলের অধিনায়ক হয়ে আমি তখন মানসিক দিক দিয়ে ঠিক চেতনায় ছিলাম না। তবে হ্যাঁ, সারাক্ষণ একজন আমার পাশে ছিল। সে হল মনোরঞ্জন। ওর কথা আমি কোনদিনই ভুলতে পারব না। এখন প্রশ্ন হল মনোরঞ্জন আর আমি দুজনে মিলে ত ইস্টবেঙ্গলের মত বিরাট সম্মানের একটা দলকে ভরাডুবির হাত থেকে টেনে তুলতে পারব না। সুতরাং যারা চলে গেছে তাদের জন্য মনে মনে কষ্ট পেলেও নতুন করে উদ্যম নিলাম ভাঙ্গাচোরা দলটাকে কিছুটা অন্তত ভদ্রস্থ করতে। আগের বছর রোভার্সে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে জামশিদ এবং মজিদ বাসকার্‌নামের দুটো ছেলের খেলা আমার খুবই ভাল লেগেছিল। ওদের খবর ক্লাবকে আমিই প্রথম দিই। সেই অনুসারে মজিদ, জামশিদ ইস্টবেঙ্গলে সই করে। একটানা দীর্ঘক্ষণ কথা বলার পর সত্যজিৎ একটু থামলেন। ইচ্ছে করেই ওঁকে একটু সময় দিয়ে পরে নরম রোদ্দুরের উত্তাপ নেওয়ার মত আলতো স্বরে খুশির খুশবু ছড়িয়ে দিলাম, পায়া ভাঙ্গা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবটাকে যেভাবে আপনারা নিজেদের উজার করে দিয়ে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে ফেডারেশন কাপে মোহনবাগানের সঙ্গে যুগ্মবিজয়ী এবং রোভার্স কাপেও মহমেডানের সঙ্গে যুগ্মবিজয়ীর শিরোপা পেয়েছিলেন সেকথা প্রতিটি সদস্য-সমর্থকরা আজীবন মনে রাখবেন।

'কিন্তু তাতে লাভ কী হল বলতে পারেন? সত্যজিৎ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন, অধিনায়ক হয়ে প্রাণের তাগিদেই বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে ক্লাবের টীম স্পিরিটটাকে ধরে রাখার জন্য এই যে দৌড়ঝাঁপ করলাম, একাশিতেই কর্মকর্তারা আমাকে সেই পুরস্কারের হিসেব মিটিয়ে দিলেন ক্লাব থেকে সরিয়ে দিয়ে এবং সুকৌশলে।

কুয়াশার জমাট আবরণ ছিঁড়ে অনুগ্রহ করে আরও একটু খোলাখুলি বলবেন কি?

কেন বলব না'– সহযোগিতার সুরে সত্যজিৎ অতি স্পষ্টভাবে বললেন, 'একাশির দলবদলের শুরুতে কর্মকর্তারা আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। ওটা যে স্রেফ লোক দেখান ব্যাপার ছিল বুঝতে পারি নি। যাইহক ব্যাপারটা শুনুন আগে। ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল সেক্রেটারি স্বপন ঘোষ আমার সঙ্গে টাকা-পয়সা নিয়ে কথা বলবেন বলে নির্দিষ্ট দিনে এলেন না। আমি ত তাঁর জন্য অপেক্ষা করেই চলেছি। অবশেষে স্বপন ঘোষ এলেন। টাকার অঙ্ক নিয়ে দুজনে এক মত হতেই তিনি আমাকে সোজা ব্রিজ হোটেলে নিয়ে যান। সেখানে নাকি নিশীথ ঘোষ আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। না, তিনি সেখানে ছিলেন না। অতএব আবার আমাকে ব্রিজ হোটেল থেকে এবারে হাইকোর্টে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে নিশীথ ঘোষ থাকতে পারেন। হ্যাঁ তিনি সেখানে ছিলেন। টাকার ব্যাপারটা উঠতেই তিনি পরিষ্কার জানালেন, আগে ইস্টবেঙ্গলে থেকে যাওয়ার জন্য সই উইথড্র করে এস। টাকা পরে দেব। আমি তাঁকে বললাম, সেটা কি করে হয়? আপনি আমাকে কিছু টাকা ত অ্যাডভান্স করবেন নাকি সেটাও করবেন না? নিশীথ ঘোষের উত্তরটা ছিল' না, সুতরাং আশির অধিনায়ককে একাশিতে ক্লাবে রাখতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সচিবের আগ্রহ এবং আন্তরিকতার নমুনা পেয়ে আশা করি ঐ বিষয়ে দ্বিতীয় আর কোন প্রশ্ন করবেন না।

সেটা না হয় হল কিন্তু একাশিতে মোহনবাগানে গিয়ে ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ককে যে দুরাবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল সে ব্যাপারে ত একটু আলোকপাত করবেন?

দুরাবস্থাই বটে। সত্যজিৎ কষ্টের এক শীর্ণ হাসি নিয়ে বললেন, আমার একটা অনুভূতির কথা আপনাকে বলি। সেটা কি জানেন? ইস্টবেঙ্গলের কোন প্লেয়ার যদি মোহনবাগানে যায় ঐ ক্লাবের কর্মকর্তারা তাকে সমান চোখে দেখে না। অন্তত আমার ক্ষেত্রে তাই-ই হয়েছে।

কী রকম বলবেন ত?

বলাবলির আর কি আছে? ওটা ত ঘটনা। সত্যজিৎ সামান্য একটু চিনি চায়ে মেশানর মত আলগোছে ব্যাপারটা তুলে ধরলেন। বললেন, বছরের প্রথম টুর্নামেন্ট নাগজী ট্রফিতে আমরা খেলতে যাই। যথারীতি মোহনবাগান ক্লাবও আমাকে প্রথম



৭৭-এ লীগ বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল দল। ডান দিক থেকে দাঁড়িয়ে প্রথম সত্যজিৎ

ম্যাচে সাইড লাইনে বসিয়ে রাখে। ছিয়াত্তর থেকে আশি – পাঁচ বছর ইস্টবেংগলে খেলা সত্ত্বেও আমার সংগে নতুন উঠতি খেলোয়াড়ের মত ব্যবহার করা হল আমার পজিশনে যে ছেলেটি খেলল তার খেলা সুবিধের না হওয়ার দরুণ দ্বিতীয় ম্যাচে কিন্তু আমাকেই খেলান হয়।

এবং আমরা দেখি আপনি সেই ম্যাচে আউট স্ট্যানডিং খেলেন।

তা হয়ত একটু খেলেছি – মোহনবাগানের কিছু কর্মকর্তার বিষাক্ত নিঃশ্বাসের তাপ সম্ভবত এখনও সত্যজিতের গায়ে। তিনি ঘৃণে ধরা গলায় বললেন, সেই কারণেই পরের ম্যাচ থেকে আবার আমাকে বসিয়ে রাখা হয়। আমি একটা ব্যাপার কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না, ক্লাবের স্বার্থের চেয়েও কর্মকর্তাদের গ্রুপবাজী কি এতই বড়? প্যারফরমেন্সের ভিত্তিতে প্রথম এগারজনের টীম না হয়ে দল তৈরি হত কর্মকর্তাদের নিজের নিজের রিক্রুট করা প্লেয়ারদের নিয়ে। তাতে টীম হেরে গেলেও শোক-তাপের কোন ব্যাপার স্যাপার ছিল না। এবং নোংরামিটা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল সেটাই শুনুন আগে। নাগজীতে দ্বিতীয় ম্যাচটা সত্যিই অসাধারণ খেলেছিলাম। সংগে সংগে কলকাতা থেকে ট্রাংককলে খবর আসে, পুরানদের খেলাও। প্রদীপ চৌধুরী দুঃখিত হয়েছিল, কিন্তু ওর করার কিছু ছিল না। আমার হাত ধরে শুধু বলেছিল, 'সারি সত্যজিৎ'!

তারপরে শুরু হল ফেডারেশন কাপের খেলা। এখানেও আমি উপেক্ষিত। সত্যজিৎ বলে যেতে লাগলেন, একদিন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের বিরুদ্ধে নামাল। পুঞ্জিভূত ক্ষোভের উত্তর দিলাম দারুণ খেলে। স্টেটসম্যানে আমার ছবি ছাপা হল, দু-লাইন প্রশংসাও পেলাম। এবং অবশ্যই আবার যথারীতি একস্ট্রাদের বেঞ্চিতে বসে খেলা দেখার আমন্ত্রণ পেলাম। লীগে মাঝে মধ্যে খেলিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হল আমি এখানে খেলোয়াড় নই – কর্মকর্তাদের করুণার পাত্র। শীল্ডে ত মোহনবাগান ফাইনালেই পৌঁছে গেল। আমাকে একটা ম্যাচেও খেলান হল না। বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের ধাক্কা খেয়ে আমি তখন একরকম বোবাই হয়ে গেছি। সন্তোষ



ফেডারেশন কাপ ১৯৮০ : ফাইনালে মোহনবাগান অধিনায়ক কম্পটন দত্তর সংগে করমদন করছেন ইস্টবেংগল অধিনায়ক সত্যজিৎ মিত্র

ট্রফিতে খেলেছি, ব্যাংককে এবং তেহরানে যুব ফুটবলে ভারতের হয়ে খেলেছি, বিদেশী দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় একাদশের হয়ে খেলা ছাড়াও ইস্টবেংগলে অতগুলো বছর খেলার অভিজ্ঞতা ত ছিলই। তারচেয়েও বড় কথাটা হল একাশিতে মোহনবাগানে গিয়ে আমার পারফরমেন্সের ধার এতটুকুও কমে নি। সুতরাং খেলায় সুযোগ না পাওয়াটা ডুবন্ত মানুষের শ্বাসকষ্টের মতই ...... সত্যজিৎ থেমে পড়তেই বললাম, আপনি কিন্তু একাশির শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগান দলের ডিপ ডিফেন্সের অন্যতম একটা স্তম্ভ ছিলেন। হঠাৎ ফাইনাল ম্যাচে খেলার সুযোগ পাওয়ার ব্যাপারে কিছু বলুন।

সেমিফাইনাল পর্যন্ত যখন খেলার মধ্যে ছিলাম। তখন ফাইনালেও সুযোগ পাব না এটা ত জানা কথা। সত্যজিৎ অত্যন্ত খোলামেলাভাবে উত্তর দিলেন, বড় ম্যাচের আগে আমরা যেমন ডায়েট কন্ট্রোল করি। একাশির সেই শীল্ড ফাইনালের দিন আমার তেমনটা করার কোন প্রয়োজনই ছিল না। অফিসে বড় মাপের টিফিন সেরে মোহনবাগান টেন্টে যাই। আর সত্যি কথাটা কি জানেন, মোহনবাগানে ঐ একটা বছর আমি খেলোয়াড়দের ষোলজনের নামের তালিকাটি তলা থেকেই দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম। সেদিনও তলা থেকেই প্লেয়ারর্স লিস্ট দেখতে শুরু করি। কয়েক সেকেন্ড পরেই হোঁচট খেলাম। আমার নামটা দু-নম্বরে রয়েছে। অর্থাৎ রাইট ব্যাকে খেলতে হবে। আমি কিন্তু সংগে সংগেই আপত্তি জানালাম।

আপত্তি জানানর পেছনে নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে। তার ব্যাখ্যাটা কী?

ব্যাপারটা হল আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালটা হচ্ছে চির প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান বনাম ইস্টবেংগলের মধ্যে। আর যাই হক ওটা নিশ্চয়ই ছেলে-খেলার ম্যাচ নয়। এবং অত বড় ম্যাচ খেলার জন্য প্রথম থেকেই মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন। চল একটা সিনেমা দেখে আসির মত ত ব্যাপারটা নয়। আমাকে এতদিন মাঠের বাইরে ঠুঁঠো জগন্নাথ করে বসিয়ে রেখে হঠাৎ ফাইনাল খেলতে বলাটা কি যুক্তি সংগত? তাও যে ক্লাব থেকে চলে এসেছি সেই ইস্টবেংগলের বিরুদ্ধে? এরপরেও রয়েছে পজিশনের হিসেব মেলান। আমি খেলি লেফট ব্যাকে অথচ আমাকে বলা হল রাইট ব্যাকে খেলতে। একি পুলিসের সংগে ম্যাচ খেলছি নাকি? ফাইনালের মত জাঁকজমক আসরে ব্যাপারটা মেনে নেওয়া যায়? তাছাড়া আরও একটা কথা কি জানেন – মোহনবাগানের কয়েকজন কর্মকর্তার কথা ছেড়ে দিন, দু-একজন প্লেয়ারও আমার বিরোধিতা করেই এসেছে। সুতরাং আমাকে টার্গেট করার জনাই এই ম্যাচটাকে বাছা হয়েছে কিনা কী করে বুঝব বলুন? যাইহক চুনী গোস্বামী অনেক করে বোঝানর পর আমি খেলতে রাজি হই। ম্যাচটা ২-২ ড্র থাকার ফলে শীল্ডে যুগ্মজয়ী হই আমরা।

এবং এবারেও আপনার খেলাটা উল্লেখ করার মত।

হতে পারে। সত্যজিৎ ভাবলেশহীন মুখ করে বললেন, তবে প্রথম থেকেই অর্থাৎ শীল্ডের পরেই ঠিক করে ফেলেছিলাম এই ক্লাবে আর নয়

সেটাই স্বাভাবিক। পায়ে খেলা নিয়ে কোন প্লেয়ারই এইভাবে পায়ে বেড়ি পরে অকর্মন্য হতে চায় না।

বিরাশিতে মহমেডানের আহ্বানে ঐ ক্লাবে সই করি। পাটনায় সঞ্জয় গান্ধী টুর্নামেন্টে চমৎকার খেলে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফিরে আসি। 'বসে' থাকার মেঘ কেটে আবার যখন মাঠে রাজত্ব করতে চলেছি ঠিক তখনই আবার বসে গেলাম। এবারে নিয়তিই আমার বিপক্ষে। ফেডারেশন কাপের গ্রুপ লীগে সালগাঁওকরের সংগে খেলতে নেমে হাম স্ট্রিং মাসল ছিঁড়ে যায়। তারপর আর কি! চোট-আঘাত যন্ত্রণা নিয়েই মাঝে মধ্যে খেলতাম বটে তবে তেমনভাবে আর খেলার মধ্যে ফিরে আসার প্রশ্ন ছিল না।

দুই চোখে বিষন্ন সন্ধ্যার ছায়া নিয়ে সত্যজিৎ ম্লান সুরে জানতে চাইলেন, আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন?

না। জানার ব্যাপারটা শেষ, এবারে কিছু বোঝার আছে। আপনার ভেতরে খেলার যে আলো ছিল সেই কিরণ আমরা পেয়েছি অনিয়মিতভাবে। দুঃখ ওটাই।

আপনারা দুঃখিত হতে পারেন কিন্তু উদ্ধত, দুর্বিনীত ক্লাব কর্মকর্তাদের কোন দুঃখ নেই। তাঁদের 'খেলা' অন্য ধরনের। তাতে কিরণ না থাক – কদর্যতা আছে।



ফেডারেশন ফাইনালে হাবিব গোল করার পর সত্যজিতের উষ্ণ আলিঙ্গন


সব সময়ে সব ঋতুতেই
AKG
ট্যামারিণ্ড্ চাটনি
ম্যাঙ্গো কাসুন্দী
AKG
TAMARIND
CHUTNEY
AKG FOOD PRODUCTS
AKG
MANGO
KASUNDI
AKG FOOD PRODUCTS
AKG
— স্বাস্থ্যদায়ক ও লোভনীয়
PPS

KHELA 27 JUNE 1986
Registration NO. 37823/82



সক্রেটিস ছবি : অমিয় তরফদার